

# মিশকাত শরীফ

## ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

### প্রথম অধ্যায়

#### ইলমের গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### মানুষের কাছে ইলম পৌছতে হবে

হাদীস : ১৮৮ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে মানুষকে ইলম পৌছতে থাকো, যদি একটি মাত্র আয়াতও হয়। বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে শুনা কথা বলতে পার, এতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা বলবে, সে যেন দোষে তার বাসস্থান তৈরি করে নেয়। –(বোখারী)

#### রাসূল (স) যা বলেননি তা বলা ঠিক নয়

হাদীস : ১৮৯ ॥ সামুরা ইবনে জুনদুব ও মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন কথা বলে, যে কথা সম্পর্কে সে মনে করে, এটা মিথ্যা, সে মিথ্যাকদের অন্তর্ভুক্ত। –(মুসলিম)

#### আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে জ্ঞান দান করেন

হাদীস : ১৯০ ॥ মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহপাক যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেন এবং আমি শুধুমাত্র বস্তুনিষ্ঠ, আর আল্লাহই দান করেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

#### জাহেলিয়াতের উত্তম ব্যক্তি ইসলামী যুগেও উত্তম

হাদীস : ১৯১ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সোনা-রূপার খনির মতো মানবজাতিও খনি। যারা জাহেলিয়াত যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম, যখন তারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করেন। –(মুসলিম)

#### দু ব্যক্তির ওপর ঈর্ষা করা যায়

হাদীস : ১৯২ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু ব্যক্তি ছাড়া কেউ হাসাদের (ঈর্ষার) পাত্র হবে না। প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সেই সাথে তাকে সে সম্পদ সত্যের খাতিরে বা সৎ কাজে ব্যয় করার জন্য প্রচুর মনোবল দান করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাকে আল্লাহপাক হিকমত দান করেছেন, আর সে তা কাজে লাগায় এবং তা শিক্ষা দেয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

#### মৃত্যুর পরও তিনটি আমল চালু থাকে

হাদীস : ১৯৩ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল : (১.) সদকায়ে জারিয়া, (২.) ইলম, যার দ্বারা মানুষের উপকার হয়, (৩.) সুসন্তান, যে তার জন্য দোআ করে (সন্তানকে সুশিক্ষা দেয়াই হল তার আমল)। –(মুসলিম)

#### মুমিনের কষ্ট লাঘব করলে তার কিয়ামতের কষ্ট লাঘব হবে

হাদীস : ১৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির দুনিয়ার কষ্টসমূহ থেকে কোনো সামান্য একটি কষ্টও দূর করে দিবে, আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহের মধ্য থেকে অধিকতর কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব লাঘব করে দিবে, আল্লাহপাক দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাব লাঘব করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে তার দোষ বা দেহকে ঢেকে রাখবে, আল্লাহপাক দুনিয়া ও আখিরাতে পাপসমূহ ঢেকে দিবেন। আল্লাহপাক তার বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে তাকে। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহপাক তার বেহেশতের পথ সহজ করে দিবেন এবং যখনই কোনো একটি দল আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো

একটি ঘরে সমাবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করতে থাকবে এবং পরস্পর তা আলোচনা করবে, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর স্বস্তি ও শান্তি অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করে এবং আল্লাহর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে। ফেরেশতারা তাদের ঘিরে নেয় এবং আল্লাহর কাছে যারা আছেন তাদের কাছে তাদের উল্লেখ করেন। আর যার আমল তাকে পেছনে ফেলে দেয় তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। -(মুসলিম)

### শেষ যমানায় ইলম থাকবে না

হাদীস : ১৯৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহপাক ইলম উঠিয়ে দিবেন না বরং তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে টেনে বের করে। বরং আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার দ্বারা ইলম উঠিয়ে দিবেন, অবশেষে যখন তিনি কোনো আলেমকে বাকী রাখবেন না, তখন লোকজন অজ্ঞা জাহেলদের নেতাক্রমে গ্রহণ করবে। তারপর তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে। আর তারা বিনা ইলমেই ফতোয়া দিবে, ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### বৃহস্পতিবারে ওয়াজ করা ভালো

হাদীস : ১৯৬ ॥ হযরত শাকীক (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে লোকদের ওয়াজ শুনাতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আমি চাই, আপনি প্রত্যহ আমাদের ওয়াজ শোনান। তখন তিনি বললেন, এরূপ করতে আমাকে একথাই বাঁধা দিয়ে থাকে যে, আমি তোমাদের বিরক্ত উত্থাপন করাকে অপছন্দ করি। এ কারণে আমি তোমাদেরকে মাঝে মাঝে ওয়াজ শুনিয়ে থাকি, যেভাবে রাসূল (স) আমাদের বিরক্তির ভয়ে মাঝে মাঝে ওয়াজ করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) কোনো কথা তিবনার বলতেন

হাদীস : ১৯৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোনো কথা বলতেন পুনঃ পুনঃ তিনবার বলতেন, যাতে তাঁর কথা বুঝা যায়। এভাবে যখন তিনি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে গমন করতেন আর তাদের সালাম করতেন, তখন সালাম করতেন তিনবার করে। -(বুখারী)

### রিয়াকার বেহেশতে প্রবেশ করবে না

হাদীস : ১৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে এবং আল্লাহপাক তাকে নিজ নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন আর সেও তা স্মরণ করবে। অতপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ নিয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়ায় কি কাজ করেছো? সে উত্তরে বলবে, হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার পথে আমি লড়াই করেছি, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহপাক বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, বরং তুমি এজন্য লড়াই করেছ, যাতে তোমাকে বীরপুরুষ বলা হয়, আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। অতপর তার সম্পর্কে আদেশ দেয়া হবে। সুতরাং তাকে উপড় করে টানতে টানতে দোষখে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, এমন এক ব্যক্তি, যে ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন পড়েছে। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহপাক প্রথমে তাকে আপন নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। তারপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ সকল নিয়ামতের গুরুত্ব হিসেবে কি করেছ? সে জবাব দিবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি ও অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার খুশির জন্য কুরআন পড়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি এজন্য ইলম শিক্ষা করেছ, যাতে তোমাকে বলা হয় যে, তুমি কুরী। আর তা তোমাকে দুনিয়াতে বলা হয়েছে। তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। সুতরাং তাকে উপড় করে টানতে টানতে দোষকে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার রিয়িক আল্লাহ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং দান করেছিলেন তাকে সমস্ত রকমের ধন-সম্পদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহপাক তাকে প্রথমে নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সুতরাং সে তা স্মরণ করবে। তারপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব দানের বিনিময়ে কি করেছ? জবাবে সে বলবে, এমন কোনো রাস্তা বাকী ছিল না, যাতে দান করলে তুমি খুশী হবে, আর আমি তাতে দান করিনি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছো। বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে দান করেছিলে যাতে বলা হয়, তুমি একজন দানবীর। আর তা বলা হয়েছে। তারপর তার সম্পর্কে হুকুম করা হবে, সুতরাং তাকে উপড় করে টানতে টানতে দোষখে নিক্ষেপ করা হবে। -(মুসলিম)

## সং কাজের পথ প্রদর্শন সং কাজের সমান

হাদীস : ১৯৯ । হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সওয়ারী অচল হয়ে পড়েছে, আমাকে একটি সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিন। রাসূল (স) বললেন, এ সময় তো আমার কাছে সওয়ারী নেই। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারি যে তাকে সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিবে। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি কোনো সং কাজের পথ প্রদর্শন করে তার জন্য উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে। -(মুসলিম)

## রাসূল (স) মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না

হাদীস : ২০০ । হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাজালী (রা) বলেন, একদা দিনের প্রথম বেলায় আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম। এ সময় গলায় তলোয়ার খুলিয়ে একদল লোক রাসূল (স)-এর কাছে এসে পৌছল, প্রায় নাকশা শরীর, একটি কাশো ডেরা চাদর অথবা আঁবা ছায়া কোনো রকমে শরীর ঢাকা অবস্থায়। তাদের অধিকাংশ বরং সকলেই মোযার গোত্রের লোক ছিল। তাদের মধ্যে অনাহারের চিহ্ন দর্শনে রাসূল (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর বের হয়ে এলেন এবং বেলালকে আযান দিতে হুকুম করলেন। বেলাল আযান ও একামত দিল এবং রাসূল (স) নামায পড়লেন। অবশেষে রাসূল (স) ওয়াজ করলেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেন, “হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতপর উভয় থেকে বহু পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন এবং ভয় কর আল্লাহকে, যার নামে তোমরা পরস্পরে নিজেদের হক দাবী করে থাক এবং ভয় কর আত্মীয়তার বন্ধনকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা, আয়াত-১)

তারপর রাসূল সূরা হাশরের এ আয়াত পাঠ করলেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের প্রত্যেকেরই দেখা উচিত, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুত করেছে?”

তারপর রাসূল (স) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই তার দীনার, তার দেহহাম, তার কাপড়, তার গমের ভাণ্ড ও খেজুরের ভাণ্ড থেকে দান করা উচিত। অবশেষে তিনি বললেন, যদি খেজুর এক টুকরাও হয়। জারির বলেন, একথা শুনে আনসারীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে আসলেন, যা উঠাতে তার হাত প্রায় অসমর্থ হয়ে পড়ছিল, তারপর লোক একে অন্যের অনুসরণ কতে লাগল, এমনকি আমি দেখলাম অনু ও বস্ত্রের দুটি স্তূপ জমে গিয়েছে এবং দেখলাম, খুশীতে রাসূল (স)-এর চেহারা মোবারক চকচক করছে, যেন তা স্বর্ণে মন্ডিত। তারপর রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো উত্তম রীতির প্রচলন করবে তার জন্য তার কাজের সওয়াব রয়েছে এবং তার পর যারা এ কাজ করবে তাদের সওয়াবও রয়েছে। অথচ এতে তাদের সওয়াবের কিছু কম করা হবে না। এরূপে যে বস্তু ইসলামের কোনো মন্দ কাজের রীতির প্রচলন করবে, তার জন্যও তার কাজের গুনাহ এবং পরে যারা এ কাজ করবে তাদের গুনাহ রয়েছে। অথচ এর দ্বারা তাদের গুনাহের কিছু কম করা হবে না। -(মুসলিম)

## খুনের একটি অংশ প্রথম হত্যাকারীর উপর পড়বে

হাদীস : ২০১ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোনো মানুষকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হোক না কেন তার খুনে গুনাহর একটি অংশ প্রথম হত্যাকারী আদম সন্তানের উপর বর্তাবে, কেননা, সেই প্রথম হত্যার প্রচলন করেছে। -(রোখারী ও মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## আলেমদের অকুরআন ফযিলত রয়েছে

হাদীস : ২০২ । তাবেই হযরত কাসীর ইবনে কায়স (র.) বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে হযরত আবু দারদা (রা)-এর সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় তাঁর কাছে একজন লোক এসে পৌছল এবং বলল, হে আবু দারদা! আমি সুদূর মদীনায় রাসূল (স) থেকে আপনার কাছে শুধু একটি হাদীসের জন্য এসেছি, এছাড়া অন্য কোনো কারণে আসিনি। শুনেছি, আপনি নাকি রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করে থাকেন। হযরত আবু দারদা (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এলেম তলব করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহপাক তার দ্বারা তাকে বেহেশতের পথসমূহের একটি পথে পৌছে দিবেন এবং ফেরেশতারা এলেম তলবকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা পেতে দেন। এছাড়া যারা আলেম তাদের জন্য আসমানে ও যমিনে যারা আছেন সকলেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও দুআ করতে থাকেন। এমনকি মাছসমূহ পানির মধ্যে থেকেও। আলেমগণের ফযিলত

আবেদদের উপর, যথা- পূর্ণচন্দ্রের ফযিলত সমস্ত তারকারাজির উপর এবং আলেমগণ হচ্ছে রাসূলগণের ওয়ারিশ। রাসূলগণ কোনো দীনার বা দেবহাম মীরাস রেখে যান না; তাঁরা মীরাস রূপে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

### আবেদদের চেয়ে আলেমদের কফিলত বেশি

হাদীস : ২০৩ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে দুজন লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তাদের একজন আবেদ আর অপরজন আলেম। রাসূল (স) আবেদের উপর আলেমের কফিলতের যথা আমার ফযিলত তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। তারপর রাসূল (স) বললেন, আল্লাহপাক তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান ও যমিনের অধিবাসীরা, এমনকি পিপীলিকা তার গর্ভে আর-মাহ, যে ব্যক্তি মানুষকে ভালো শিক্ষা দিয়ে থাকে, তার জন্য দুআ করে। -(তিরমিযী)

### লোকদের সং উপদেশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

হাদীস : ২০৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের বললেন, লোক তোমাদের অনুসরণকারী হবে। আর দিকদিগন্ত থেকে লোক তোমাদের কাছে ধীনের জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আসবে। সুতরাং যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তাদের সদুপদেশ দিবে। -(তিরমিযী) **যহীক-৪১**

### জ্ঞানের কথা হারানো সম্পদের মতো

হাদীস : ২০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর হারানো ধন। সুতরাং যেখানে বা যার কাছেই তা পাবে সে-ই উহার অধিকারী। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। এছাড়া রাবী ইব্রাহিম ইবনে ফযলকে যযীফ বলা হয়েছে। **যহীক-৪২**

### একজন জ্ঞানী শয়তানের কাছে হাজার আবেদের চেয়ে মারাত্মক

হাদীস : ২০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একজন ককীহ শয়তানের পক্ষে হাজার আবেদ অপেক্ষাও মারাত্মক। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) **হামি-৪১**

### প্রত্যেক মুসলমানের ইলম অর্জন করা ফরয

হাদীস : ২০৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ফরয এবং অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শুকরের গলায় জহরত, মুক্ত বা কর্ণ স্থাপনকারী। -(ইবনে মাজাহ) **যহীক-৪৪**

কিন্তু বায়হাকী তার শোআবুল ইমানে এলেম উলব করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ফরয পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, যে এ হাদীসের মতন তো মশহুর কিন্তু এর সনদ যযীফ। অবশ্য তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তবে সকল সূত্রেই যযীফ।

### নৈতিকতা ও ধীনের জ্ঞান মুনাফিকের থাকে না

হাদীস : ২০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুটি স্বভাব মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না, নৈতিকতা ও ধীনের সুষ্ঠু জ্ঞান। -(তিরমিযী)

### যে জ্ঞান অশেষণে বের হয় সে আল্লাহর সাথেই থাকে

হাদীস : ২০৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অনুসন্ধানে বের হয়েছে, সে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে যে পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করবে। -(তিরমিযী ও দারেমী)

### ইলম অর্জনকারীর পূর্বের হগিরা গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ২১০ ॥ হযরত সাখবারা আযদী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করবে তার জন্য তা তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে। -(তিরমিযী ও দারেমী) **হামি-৪৫**

### ইলম অর্জনের পরিণাম বেহেশত

হাদীস : ২১১ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিন রূপনও এলেম শুনে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না, 'যে পর্যন্ত না তার পরিণাম বেহেশত হয়। -(তিরমিযী) **হামি-৪৬**

### ইলম গোপন করা উচিত নয়

হাদীস : ২১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জ্ঞান ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করেছে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লগ্নাম পরিণে দেয়া হবে।

-(আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

### লোক দেখানো এলেন কোনো কাজে আসবে না

হাদীস : ২১৩ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক-বহাস করা বা জাহেল-মুর্খদের সাথে বাকবিতণ্ডা করা অথবা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করেছে, আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।—(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে তা বর্ণনা করেছেন।)

### দুনিয়ার সামগ্রীর জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ঠিক নয়

হাদীস : ২১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইলম যা দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যায়, দুনিয়ার কোনো সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে, সে কিয়ামতের দিন বেহেশতের আরফ অর্থাৎ উহার গন্ধও লাভ করতে পারবে না।—(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

### তিনটি বিষয়ে মুসলমান বিশ্বাসঘাতকতা করে না

হাদীস : ২১৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহতাআলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, তারপর তাকে যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে ও রক্ষা করেছে, আবার তা যথাযথভাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নন এবং অনেকে এমন রয়েছে যারা নিজের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। তিনটি বিষয় এমন, যে সম্পর্কে কোনো মুসলমানের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। (১) আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ করা, (২) মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা এবং (৩) অন্দের জামায়াতকে আঁকড়ে থাকা। কেননা, তাদের দুআ তাদের পরবর্তী মুসলমানদেরও শামিল করে নেয়। সুতরাং পরস্পরের সব মুসলমানদেরই একই জামাতে দলবদ্ধ হয়ে থাকা উচিত।—(শাফেয়ী এবং বায়হাকী)

### নবীর সুল্লাত অবিকল পৌছান দরকার

হাদীস : ২১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহপাক সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোনো কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই তা অপরকে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক সময় যাকে পৌছান হয় সে ব্যক্তি শোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষাকারী বা জ্ঞানী হয়।—(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু দারেমী এটা হযরত আবু দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

### হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত

হাদীস : ২১৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সতর্ক হবে, যে পর্যন্ত না তোমরা তা আমার বলে জানবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার প্রতি জেনে শুনে মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার বাসস্থান দোযখে তৈরি করে নিবে।—(তিরমিযী) হাফ্ফ-৪৭

### কুরআনের ব্যাপারে নিজস্ব মত প্রকাশ জারি নয়

হাদীস : ২১৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে নিজের মত খাটিয়ে কোনো কথা বলেছে, সে যেন তার স্থান দোযখে তৈরি করে নিল। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি কুরআনে নিশ্চিত ইলম ছাড়া কোনো কথা বলেছে, সে যেন তার স্থান দোযখে তৈরি করে নিল।—(তিরমিযী)

### ভুল পন্থায় কাজও ভুল হয়

হাফ্ফ-৪৬

হাদীস : ২১৯ ॥ হযরত জুন্দুর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া মতে কোনো কথা বলেছে, আর তাতে সে সত্যও উপনীত হয়েছে, তথাপি সে নিকয়ই ভুল করেছে।—(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

### কুরআনের কোনো বিষয় নিয়ে প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরি হাফ্ফ-৪৯

হাদীস : ২২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআনের কোনো বিষয় নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরি।—(আহমদ ও আবু দাউদ)

### আল্লাহর কিতাব নিয়ে বিতণ্ডা করা ঠিক নয়

হাদীস : ২২১ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদল লোককে কুরআনের বিষয় নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা বাতিল করার চেষ্টা করেছিল। অথচ কিতাবুল্লাহ নাযিল হয়েছে তার এক অংশ অপর অংশের সমর্থক হিসেবে। সুতরাং তোমরা এর এক অংশকে অপর অংশ দিয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে না, বরং যা তোমরা অবগত আছো মুখু তাই বলবে, আর যা তোমরা অবগত নও তা হেঁ অবগত আছে তার প্রতি সোপর্দ করবে।—(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)



### কুরআন সাত হরফ এর সাথে নাখিল হয়েছে

হাদীস : ২২২ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন সাত হরফ এর সাথে নাখিল হয়েছে। তার প্রত্যেক আয়াতের একটি বাহির ও একটি ভেতর দিক রয়েছে এবং প্রত্যেক দিকেরই একটি হদ আর প্রত্যেক হদেরই একটি অবগতি স্থান রয়েছে। -(শরহে সুনাহ) ২৫২০-৫০

### ইলিম তিন ধরনের

হাদীস : ২২৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইলম তিন ধরনের, (১) আয়াতে মোহকামের ইলম, সুন্নতে কায়েমার ইলম এবং (৩) করিয়ায়ে আদেশার ইলম। এর বাইরে যা রয়েছে তা অতিরিক্ত। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) ২৫২০-৫১

### আমীরের প্রতিনিধিই ওয়াজ করবে

হাদীস : ২২৪ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজাজী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্বয়ং আমরি অথবা আমীরের পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা কোনো অহংকারী ছাড়া অপর কেউ ওয়াজ-বক্তৃতা করে না। -(আবু দাউদ) দারেমী এটি আমর ইবনে শোআব থেকে তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর অন্য এক রেওয়াতে (আ-) مختار শব্দের পরিবর্তে (আ-) مرء শব্দ রয়েছে।

### মিথ্যা কতোয়ার গোনাহ কতোরা ঐমানকারীর ওপর পড়বে

হাদীস : ২২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তিকে ইলম ছাড়া ফতওয়া দেয়া হয়েছে। শুনাই যে তাকে ফতওয়া দিয়েছে তার উপর বর্তাবে এবং যে ব্যক্তি তার জইকে এমন পরামর্শ দিয়েছে যে সম্পর্কে সে জানে যে, কল্যাণ উহার অপর দিকেই রয়েছে, সে নিচুই, তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। -(আবু দাউদ)

### বিজ্ঞাত সৃষ্টিকারী কথা বলা নিষেধ

হাদীস : ২২৬ ॥ হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বিজ্ঞাত সৃষ্টিকারী কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

### ফারায়েজ ও কুরআন শিক্ষা করা উচিত ২৫২০-৫২

হাদীস : ২২৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ডোমরা ফারায়েজ ও কুরআন শিক্ষা করে নাও এবং লোকদের এটা শিক্ষা দিতে থাক। কেননা, আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে। -(তিরমিযী) ২৫২০-৫৩

### পরবর্তী সময়ে ইলিম উঠে যাবে

হাদীস : ২২৮ ॥ হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ে একদা আমরা তার সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠালেন, তারপর বললেন, এটা এমন এক সময় যে ইলমকে মানুষের মধ্য থেকে ছেঁা মেরে উঠিয়ে নেয়া হবে। এমনকি তারা ইলম থেকে কিছুই রাখতে পারবে না। -(তিরমিযী)

### মদীনার আলেম অধিক ডানী

হাদীস : ২২৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এমন সময় সমাগত প্রায় যখন মানুষ ইলমের খোঁজে দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু কোথাও মদীনার আলেমের অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ আলেম পাবে না। -(তিরমিযী) ২৫২০-৫৪

### প্রত্যেক শতাব্দীতে আল্লাহর মনোনীত বান্দার আগমন

হাদীস : ২৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) থেকে এ কথা জানি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দী শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদেরকে ধ্বিনের তাজদীদ করবেন। -(আবু দাউদ)

### ভাল লোকেরা ইলম গ্রহণ করবে

হাদীস : ২৩১ ॥ তাবেরী হযরত ইব্রাহিম ইবনে আবদুর রহমান উযরী বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভাল লোকেরাই এ ইলমকে গ্রহণ করবে, যারা এ থেকে সীমাংসনকারীদের রদবদল, বাতিল লোকদের মিথ্যা আরোপ ও জাহেল মূর্খদের তাবীলকে দূর করবেন। -(বায়হাকী তাঁর মাদখালে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### ইলিম অর্জন করা অবস্থায় ইন্তেকাল করলে বেহেশতী

হাদীস : ২৩২ ॥ হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যার মৃত্যু এসে পৌঁছেছে এমন অবস্থায়, যখন সে ইলমকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জনে মশগুল আছে, বেহেশতে তার ও নবীদের মধ্যে একমাত্র এক ধাপের পার্থক্য থাকবে। -(দারেমী) ২৫২০-৫৫

## ইসলাম শিক্ষাদানকারীর মর্যাদা অনেক বেশি

হাদীস : ২৩৩ । হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স)-কে দুজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যারা স্বামী ইসলামীদের মধ্য থেকে ছিলেন। এদের একজন ছিলেন আলেম, যিনি শুধু ফরয নামায আদায় করতেন, অতপর বসে লোকদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিতেন। অপর ব্যক্তি সারা দিন রোযা রেখে কাটাতেন এবং সারারাত্রি নামাযে থাকতেন, এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, যে আবেদ সারাদিন রোযা রাখে আর সারারাত্রি নামাযে কাটায়, তার অপেক্ষা সে আলেমের ফযিলত, যিনি শুধু ফরয নামায আদায় করেন, অতপর বসে লোকদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেন, এরূপ, যেমন আমার ন্যায় রাসূলের ফযিলত তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর। -(দারেমী)

## দীন এতাহে আলেক ব্যক্তি উত্তম

হাদীস : ২৩৪ । হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দীনের আলেম কি উত্তম লোক? যদি তাঁর প্রতি লোক আকৃষ্ট হয় তিনি তাদের উপকার সাধন করেন, আর যখন তার প্রতি লোকের কোনো আবশ্যতা থাকে না তখন তিনি নিজেকে নিরপেক্ষ করে রাখেন। -(রাযীন) হাদীস-৫৬

## সত্তাহে একবার মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করা উচিত

হাদীস : ২৩৫ । তাবের ইকরিমা (র.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ইকরিমা! প্রত্যেক শুক্রবারে একবার মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করবে, যদি এটা অবীকার করে, তবে দুবার। আর যদি এটা থেকে অধিক করতে চাও, তবে তিনবার। এই কুরআনকে মানুষের কাছে বিরক্তিকর তুলো করে না। এছাড়া আমি যেন কখনও তোমাকে না দেখি যে, তুমি লোকদের কাছে পৌছবে, তখন তারা নিজেকে কোনো আলোচনায় মশগুল থাকবে আর তুমি তাদের কাছে ওয়াজ শুরু করে দিবে এবং তাদের আলোচনা নষ্ট করে দিবে এবং তাদের বিরক্তি উৎপাদন করবে। এ সময় তুমি চুপ করে থাকবে। যখন তারা তোমাকে অনুরোধ করবে তখনই বলবে, যতক্ষণ তারা তোমার কথার আকাজকা করতে থাকে। ইনিযে বিনিযে দুয়া করা ত্যাগ করবে এবং তা থেকে সতর্ক থাকবে। কেননা, আমি রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবীদেরকে দেখেছি, তাঁরা এরূপ করতেন না। -(বুখারী)

## যে ইসলাম অর্জন করেছে তার জন্য বিত্ত সওয়াব

হাদীস : ২৩৬ । হযরত ওয়াসেল ইবনে আসকা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম অর্জন করেছে এবং তা লাভ করতে পেরেছে, তার জন্য বিত্ত পারিশ্রমিক রয়েছে। আর যদি তা লাভ করতে না পেরেও থাকে, তাহলেও তার জন্য একগুণ পারিশ্রমিক রয়েছে। -(দারেমী) হাদীস-৫৭

## মৃত্যুর পর মুমিনের কতক আমল জারী থাকে

হাদীস : ২৩৭ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের মৃত্যুর পরও তার আমল ও নেক কাজসমূহের মধ্যে যা সওয়াব তার কাছে বরাবর পৌছতে থাকবে, তা হচ্ছে, (১) ইলম, যা সে শিক্ষা করেছে, এবং তা বিস্তার করেছে, (২) নেক সম্ভান, যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গিয়েছে, (৩) কুরআন, যা মীরাস রূপে রেখে গিয়েছে, (৪) মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গিয়েছে, (৫) মুসাফিরখানা, যা সে পথিক-মুসাফিরদের জন্য তৈরি করে গিয়েছে, (৬) খাল, কূপ, পুকুর প্রভৃতি যা সে খনন করে গিয়েছে, (৭) দান, যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার মাল থেকে দান করে গিয়েছে। এসবের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার কাছে পৌছতে থাকবে।

-(ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী)

## ইসলাম শিক্ষার জন্য ধের হলে সে বেহেশতী

হাদীস : ২৩৮ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহপাক আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দিব এবং যে ব্যক্তির দুই চক্ষু আমি নিয়ে গিয়েছি, তাকে তার পরিবর্তে আমি জান্নাত দান করব। ইবাদত অধিক হওয়া অপেক্ষা ইলম অধিক হওয়া উত্তম। দীনের আসল হচ্ছে শোবা-সন্দেহের জিনিস থেকে বেঁচে থাকা। -(বায়হাকী)

## রাতে কিছু সময় ইলমের আলোচনা সারারাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম

হাদীস : ২৩৯ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাতের কিছু সময় ইলমের আলোচনা করা পূর্ণ রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা উত্তম। -(দারেমী) হাদীস-৫৮

### দুআর চেয়ে ধীনের আলোচনা উত্তম

হাদীস : ২৪০ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর মসজিদে দুটি মজলিসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, উভয় মজলিসই ভাল কাজে আছে, তবে এক মজলিস অন্য মজলিস অপেক্ষা উত্তম। এই যে দলটি এরা অবশ্য আল্লাহপাককে ডাকছে এবং আল্লাহর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের আশা পূর্ণও করতে পারেন আর ইচ্ছা করলে তা বারণও রাখতে পারেন। কিন্তু এই যে দলটি এরা যে ফেকাহ বা ইলম শিক্ষা করছে এবং যারা জানে না তাদের শিক্ষা দিচ্ছে, এরাই উত্তম আর আমিও মুআল্লেম রূপে প্রেরিত হয়েছি। তারপর রাসূল (স) এ দলটির সাথেই বসে গেলেন। -(দারেমী) ২৪০-৫৯

### চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত করলে সে একজন আলেম

হাদীস : ২৪১ ৥ হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল এবং বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! ইলমের কোনো সীমায় পৌঁছলে এক ব্যক্তি ফকিহ হতে পারে। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য তাদের ধীনের ব্যাপারে ৪০টি হাদীস মুখস্ত করেছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ফকিহরূপে কবর থেকে উঠাবেন। এছাড়া কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। -(বায়হাকী তাঁর শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ইমাম আহমদ (র.) আবু দারদার হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, হাদীসটির মতন লোকের মধ্যে মশহুর, তবে এটার কোনো সহীহ সনদ নেই। ২৪১-৬০

### ইলম শিক্ষা করা ও প্রচার করা বড় দান

হাদীস : ২৪২ ৥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলতে পার কি দানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে? সাহাবীগণ উত্তর করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। রাসূল (স) বললেন, দানের দিক দিয়ে আল্লাহই হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা বড়। তারপর বনী আদমের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। আর আমার পর বড় দাতা হচ্ছে, সেই ব্যক্তি যে ইলম শিক্ষা করবে এবং তা বিস্তার করতে থাকবে, কিয়ামতের দিন সে একাই একজন আমীর অথবা একটি উম্মত হয়ে উঠবে। -(বায়হাকী) ২৪২-৬১

### দুই পিপাসু ব্যক্তি পরিতৃপ্তি লাভ করবে না

হাদীস : ২৪৩ ৥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুই পিপাসু ব্যক্তি পরিতৃপ্তি লাভ করে না। ১। ইলমের পিপাসু-সে এ থেকে কখনও তৃপ্তি লাভ করে না। এবং দুনিয়ার পিপাসু-সেও দুনিয়ার ব্যাপারে কখনও তৃপ্তি লাভ করে না। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

### আলেমের প্রতি আল্লাহর সন্তোষ বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ২৪৪ ৥ তাবেয়ী হযরত আওন (র.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, দুই পিপাসু ব্যক্তি পরিতৃপ্ত লাভ করে না। আমেল ও দুনিয়ার। কিন্তু এ দুজন আবার সমান নয়, আলেম, তার প্রতি তো আল্লাহর সন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর দুনিয়াদার সে আল্লাহর অবাব্যতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) দুনিয়াদার সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, “কখনও না, নিশ্চয়ই মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখে বলে আল্লাহর অবাব্যতা করতে থাকে। বর্ণনাকারী আওন (র.) বলেন, এবং অপর ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি এ আয়াত পড়লেন, “আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করেন।” ফলে তারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করেন। -(দারেমী) ২৪৪-৬২

### ধীন প্রচারের ব্যাপারে অর্থ গ্রহণ সঠিক নয়

হাদীস : ২৪৫ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেদিন বেশি দূরে নয় যখন আমার উম্মতের কতক লোক ধীনের জ্ঞান লাভে তৎপর হবে ও কুরআল শিক্ষা করবে এবং বলবে যে, আমরা আমীর-ওমরাদের কাছে যাব এবং তাদের দুনিয়ার কিছু অংশ গ্রহণ করে পরে আমরা আমাদের ধীন নিয়ে তাদের কাছ থেকে সরে পড়ব। কিন্তু তা কখনও হবার নয়, যথা- কষ্টকর কানাদ গাছ। তা থেকে যেমন কাঁটা ছাড়া কোনো ফল লাভ করা যায় না, তেমনি তাদের কাছ থেকেও কোনো ফল লাভ করা যায় না; কিন্তু-। পরবর্তী রাবী মুহাম্মদ ইবনে হাক্বাহ (র.) বলেন, কিন্তু শব্দ দ্বারা রাসূল (স) যেন ওনাহর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। -(ইবনে মাজাহ) ২৪৫-৬৩

### যে আশ্রিতাদের চিন্তা করে তার জন্য আল্লাহ দুনিয়ার চিন্তা করেন

হাদীস : ২৪৬ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, যদি আলেমগণ ইলমের মর্যাদা রক্ষা করতেন এবং উপযুক্ত লোকদের হাতে তা সোপর্দ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা তা দিয়ে নিজেদের যুগের লোকদের নেতৃত্ব



করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা তা দুনিয়াদারদের বিলিয়েছেন যাতে তাঁরা তাদের কাছ থেকে দুনিয়ার কিছু লাভ করতে পারেন, ফলে তাঁরা দুনিয়াদারের কাছে মর্যাদাহীন হয়ে গিয়েছে। আমি তোমাদের রাসূল (স)-কে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের সব চিন্তাকে এক চিন্তায় অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তায় পরিণত করবে, আল্লাহ তার দুনিয়ার সমস্ত চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। অপরপক্ষে যাকে দুনিয়ার নানা চিন্তা নানা দিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে, তার জন্য আল্লাহ কোনো পরওয়ানি করবেন না, সে দুনিয়ার যে কোনো ময়দানে ধ্বংস হয়ে যাক না কেন। -(ইবনে মাজাহ কিন্তু বায়হাকী শোআবুল ইমানে হযরত ইবনে ওমর থেকে এ বাক্য থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)

### ইলম ভুলে যাওয়া ঠিক নয়

হাদীস : ২৪৭ ৷ তাবেঈ হযরত আমাশ (র.) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ভুলে যাওয়া হচ্ছে ইলমের পক্ষে আপদস্বরূপ। আর ইলমকে নষ্ট করা হচ্ছে তা গায়রে আহলকে বলা। -(দারেমী) **জাল-৬৪**

### ইলম অনুযায়ী আমলকারীই প্রকৃত আলেম

হাদীস : ২৪৮ ৷ হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একদিন হযরত কাবে আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, আলেম কান্না? তিনি উত্তর করলেন, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন তাঁরাই। হযরত ওমর (রা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আলেমদের অন্তর থেকে ইলমকে বের করে দেয় কিসে? তিনি বললেন, সম্মান ও সম্পদের লোভ। -(দারেমী) **মু'যাল বা যইফ-৬৫**

### লোক সম্পর্কে খারাপ ধারণা করতে নেই

হাদীস : ২৪৯ ৷ হযরত আহুওয়াস ইবনে হাকীম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, বললেন, মন্দ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না, বরং আমাকে ভাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, একথা তিনি তিনবার বললেন, তারপর বললেন, জেনে রাখ, সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক হচ্ছে আলেমদের মধ্যে যারা মন্দ তারা। এভাবে সর্বাপেক্ষা ভাল হচ্ছে আলেমদের মধ্যে যারা ভাল তারা। -(দারেমী) **হাফিয-৬৬**

### ইলম দ্বারা উপকৃত না হলে সে অকৃতকার্য ব্যক্তি মু'যাল

হাদীস : ২৫০ ৷ হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মন্দ সে ব্যক্তি হবে, যে তার ইলম দিয়ে উপকৃত হতে পারেনি। -(দারেমী) **মু'যাল হাফিয-৬৭**

### আলেমদের ভুলের জন্য ইসলাম ধ্বংস হবে

হাদীস : ২৫১ ৷ তাবেঈ হযরত যিয়াদ ইবনে হোদাইর (র.) বলেন, একদা আমাকে হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বলতে পার কি? ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে? যিয়াদ বলেন, আমি বললাম না। তখন তিনি বললেন, আলেমদের পদস্থলন, মুনাফিকদের আল্লাহর কিতাব নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ লিপ্ত হওয়া এবং গোমরাহ শাসকদের শাসন-ই ইসলামকে ধ্বংস করবে। -(দারেমী)

### ইলম দুই প্রকার

হাদীস : ২৫২ ৷ হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, ইলম দুই প্রকার। এক প্রকার ইলম হচ্ছে অস্তর, আর এটা হল উপকারী ইলম। আর এক প্রকার ইলম হচ্ছে মুখে, আর এটা হচ্ছে মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহর দলীল। -(দারেমী)

### আবু হুরায়রা (রা) দুই পাত্র ইলম সংগ্রহ করেছিলেন হাফিয-৬৮

হাদীস : ২৫৩ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) থেকে দুই পাত্র ইলম মুখস্থ করেছি। এর মধ্যে এক পাত্র তোমাদের মধ্যে বিস্তার করেছি, কিন্তু অপর পাত্র, তা যদি আমি বিস্তার করি তাহলে আমার এ হলকুম অর্থাৎ গলা কাটা যাবে। -(বোখারী)

### জ্ঞানার চেয়ে বেশি বলা উচিত নয়

হাদীস : ২৫৪ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হে লোক সকল! যে যা জানে সে যেন তাই বলে, আর যে জানে না সে যেন বলে, আল্লাহাই অধিক জ্ঞাত। কেননা, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত আছেন। একথা বলাই তোমার জ্ঞান। আল্লাহপাক তাঁর রাসূল (স)-কে বলেছেন, “আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আর কষ্ট কল্পনা করে যারা কথা বলে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।” -(বোখারী ও মুসলিম)

### ভাল লোকের কাছ থেকে ইলম অর্জন করতে হয়

হাদীস : ২৫৫ ৷ তাবেঈ হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) বলেন, নিশ্চয় এ ইলম হচ্ছে ধীন। সুতরাং লক্ষ্য রাখবে যে, তোমাদের ধীন কার কাছ থেকে গ্রহণ করছ। -(মুসলিম)

## সঠিক পথে থাকার নির্দেশ

হাদীস : ২৫৬ ॥ হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) বলেন, রাসূল (স) বললেন, হে কুরআন ধারীগণ! তোমরা সরল-সোজা পথে ঠিক হয়ে চল। কারণ, তোমরা অনেক অগ্রসর হয়েছো। পক্ষান্তরে তোমরা যদি ডানে-বামের পথ অবলম্বন কর, তাহলে গোমরাহীর পথেও তোমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যাবে। -(বোখারী)

## প্রার্থনা হবে জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়

হাদীস : ২৫৭ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বললেন, তোমরা 'জুবুল হোয়ন' থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! 'জুবুল হোয়ন' কি? রাসূল (স) বললেন, জাহান্নামের মধ্যে একটি গর্ত, যা থেকে জাহান্নামবাসী তো দুয়ের কথা, স্বয়ং জাহান্নামও দৈনিক চারশত বার পানাহ চেয়ে থাকে। সাহাবীগণ পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! তাতে কারা যাবে? রাসূল (স) বললেন, সে সকল কুরআন অধ্যয়নকারী, যারা নিজেদের কাজ অন্যকে দেখিয়ে থাকে। অর্থাৎ দেখাবার উদ্দেশ্যেই অধ্যয়ন করে থাকে, আল্লাহকে রাহী করার উদ্দেশ্যে নয়। -(তিরমিযী)। ইবনে মাজাহও এরূপ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তিনি কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, রাসূল (স) একথাও বলেছেন, কুরআন অধ্যয়নকারীদের মধ্যে তারাই আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত, যারা আমীর-ওমরাদের সাথে সাক্ষাৎ বা মেলামেশা করবে।) **নিতান্ত যইফ-৬৯**

## এক সময় নামেহুই ইসলাম থাকবে

হাদীস : ২৫৮ ॥ আলী মুরতযা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের পক্ষে এমন এক যম্মান আসবে, যখন নাম ছাড়া ইসলামের কিছুই থাকবে না, অক্ষর ছাড়া কুরআনেরও কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের মসজিদসমূহ হবে আবাদ অথচ তাদের ভিতর হবে আমল শূন্য। সে সময়ের আলেমরা হবে এই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক, তাদের কাছ থেকেই ফিতনা প্রচার হবে, অতপর সে ফিতনা নিজেদের প্রতিই প্রত্যাবর্তন করবে। -(বায়হাকী) **১৩১৬ হাফস-৭০**

## প্রকাশ পাবে শুধুই ফিতনা

হাদীস : ২৫৯ ॥ জিয়াদ ইবনে লবীদ (রা) বলেন, রাসূল (স) একটা বিষয়ের উল্লেখ করলেব এবং বললেন, এটা ইলম উঠে যাওয়ার সময়ই সংঘটিত হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! ইলম কি করে উঠে যাবে, অথচ আমরা নিজেরা কুরআন শিক্ষা করছি এবং আমাদের সন্তানদেরও শিক্ষা দিয়েছি, অতপর আমাদের সন্তানগণ কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দিতে থাকবে। তখন রাসূল (স) বললেন, জিয়াদ! তোমার জননী তোমাকে হারাক! এতদিন তো আমি তোমাকে মদীনার একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে মনে করতাম। এই ইয়াহুদী খৃস্টানরাও তো তাওরাত ইঞ্জিল পড়ছে! কিন্তু তাতে যা আছে তার উপর তারা আমল করছে না। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযীও এরূপ অর্থে জিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দারেমী তা সাহাবী আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।)

## একদিন ফরয নিয়েও মতভেদ দেখা দিবে

হাদীস : ২৬০ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বললেন, তোমরা ইলম শিক্ষা কর এবং লোকদের তা শিক্ষা দিতে থাক। তোমরা ফারাসেয় শিক্ষা কর এবং লোকদের তা শিক্ষা দিতে থাকো। কেননা, আমি এমন এক ব্যক্তি, যাকে উঠিয়ে নেয়া হবে এবং ইলমকে সত্ত্বর উঠিয়ে নেয়া হবে। আর ফিতনা ও গোলাযোগ সৃষ্টি হবে। এমনকি ফরয নিয়ে দু ব্যক্তি মতভেদ করবে, অথচ এমন কাউকে পাবে না যে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। -(দারেমী ও দারা কুতনী) **হাফস-৭১**

## ইলমে মাধ্যমে অন্যের উপকার করা উচিত

হাদীস : ২৬১ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ইলম দিয়ে কাউকে উপকার করা যায় না, তা এমন এক ধনু-ভাণ্ডারের ন্যায়, যা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হয় না। -(আহমদ ও দারেমী)

**হাফস-৭২**

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## পবিত্রতার গুরুত্ব : গযুর বর্ণনা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## কুরআন হবে পক্ষ ও বিশেষের দলীল

হাদীস : ২৬২ ॥ হযরত মালিক আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, 'তাহারাত' হল ইমানের অর্ধেক। 'আল হামদুলিল্লাহ' পান্না পূর্ণ করে এবং 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালা হামদুলিল্লাহি' সওয়াবে পরিপূর্ণ করে দেয় অথবা

আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে যা আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। নামায হল আলোক। দান হল দলীল। সবর হল জ্যোতি। কুরআন হল তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উঠে আপনার আত্মার ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় তাকে মুক্ত করে, না হয় তাকে ধ্বংস করে। -(মুসলিম)

### রাসূল (স)-এর ওয়ূর ন্যায় ওয়ূ করতে হবে

হাদীস : ২৬৭ ॥ হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একবার তিনি এইরূপ ওয়ূ করলেন, তিনবার তাঁর হাতের কজির উপর উত্তমরূপে পানি ঢাললেন, তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন, তারপর নিজের মুখমণ্ডল তিনবার ধুলেন, তারপর তিনবার ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন, তারপর তিনবার আপন বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন। তারপর আপন মাথা মাসেহ করলেন, তারপর তিনবার আপন ডান পা ধুলেন এবং এভাবে তিনবার বাম পা ধুলেন। অতপর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, আমার এ ওয়ূর ন্যায় ওয়ূ করলেন, তারপর বললেন, যে আমার এ ওয়ূর ন্যায় ওয়ূ করবে, অতপর দু রাকাত নামায পড়বে, যাতে সে আপন মনে কোনো বিষয় ভাববে না, এতে তার সেই সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে যা সে আগে করেছে।

-(বোখারী ও মুসলিম, কিন্তু বর্ণনা বোখারী শরীফ এর)

### ওয়ূর পর দু রাকাত নামায পড়তে হয়

হাদীস : ২৬৮ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোনো মুসলমান ওয়ূ করে এবং আপন ওয়ূ উত্তমরূপে সম্পন্ন করে, তারপর উঠে দু রাকাত নামায পড়ে আপন অন্তর ও আপন চেহারাকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে রুজু করে, তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যাবে। -(মুসলিম)

### ভালভাবে ওয়ূ করে মসজিদে প্রবেশ করলে গোনাহ থাকে না

হাদীস : ২৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদের বলে দিব না যে, আল্লাহ কিসের দ্বারা মানুষের গোনাহ মুছে দেন এবং তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেন? তাঁরা উত্তর করলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে ওয়ূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ করা এবং এক নামায শেষ করার পর অপর নামাযের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হল রেবাত বা প্রকৃতি কিন্তু মালিক ইবনে আনাসের বর্ণনায় রয়েছে এটা রেবাত এটাই রেবাত, দুইবার। -(মুসলিম এবং তিরমিযীতে এটা তিনবার রয়েছে)

### উত্তম রূপে ওয়ূ করলে গোনাহ থাকে না

হাদীস : ২৬৪ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ওয়ূ করে এবং উত্তম রূপে ওয়ূ করে, তার গোনাহসমূহ তার শরীর থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নীচ থেকেও বের হয়ে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

### ওয়ূর অঙ্গ ধোত করার সাথে সাথে গোনাহ চলে যায়

হাদীস : ২৬৫ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান অথবা মুমিন বান্দা ওয়ূ করে এবং চেহারা ধোয়, তখন তার চেহারা থেকে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায় তার সে সমস্ত গোনাহ যার দিকে তার দুচোখ দৃষ্টি করেছে। এবং যখন সে হাত ধোয় তখন তার হাত থেকে বেরিয়ে যায় সে সকল গুনাহ, যা তার দুই হাত সম্পাদন করেছে, পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে। একরূপে যখন সে পা ধোয় তখন বের হয়ে যায় সে সমস্ত গোনাহ, যা করতে তার পা অগ্রসর হয়েছে। পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে। ফলে সে ওয়ূর স্থান থেকে বের হয় সমস্ত গোনাহ থেকে পাক সাফ হয়ে যায়। -(মুসলিম)

### নামাযের সময় ওয়ূ করলে আগের গোনাহ মাফ হয়ে যায়

হাদীস : ২৬৬ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখনই কোনো মুসলমানের কাছে উপস্থিত হয় কোনো ফরয নামাযের সময়; আর সে উত্তমরূপে সম্পন্ন করে তার ওয়ূ তার বিনয় ও তার রুকু ও সিজদা তার সে নামায তার পূর্বকার সমস্ত গোনাহর জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে কবীরা গোনাহ করে। আর এটা সর্বদাই হতে থাকে। -(মুসলিম)

### ওযু করে দোয়া করলে বেহেশতের আটটি দরজা খোলা থাকে

হাদীস : ২৬৯ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ওযু করবে এবং উত্তমরূপে অথবা বলেছেন ওযুকে পরিপূর্ণ করবে অতপর বলবে, (আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল) অপর বর্ণনা মতে, (আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল)। তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলে যাবে, সে তাদের যে কোনোটির ভেতর দিয়ে ইচ্ছা চুকতে পারবে। -(ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন)

### ওযুর দ্বারা উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ২৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন ডাকা হবে পঞ্চ কল্যাণ ঘোড়ার ন্যায় উজ্জ্বল অবস্থায় ওযুর চিহ্নের কারণে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করতে পারবে, সে যেন তা করে। -(বোখারী মুসলিম)

### মুমিনের অলঙ্কার হল ওযু

হাদীস : ২৭১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের অলঙ্কার সে পর্যন্ত পৌছবে, যে পর্যন্ত তার ওযুর পানি পৌছবে। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### মুমিনগণ ওযুর নিয়ম রক্ষা করে

হাদীস : ২৭২ ॥ হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা যথাযথভাবে ঠিক থাকবে। অবশ্য তোমরা যথাযথভাবে ঠিক থাকতে পারবে না, তবে মনে রেখ যে, তোমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে নামায হচ্ছে সর্বোত্তম। কিন্তু ওযুর যাবতীয় নিয়ম রক্ষা করে না মুমিন ছাড়া অন্য কেউ। -(মালিক, আহমদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

### ওযু থাকতে ওযু করলে সওয়াব বেশি

হাদীস : ২৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযু থাকতে ওযু করবে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে। -(তিরমিযী) যইফ-৭৩

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### নামায বেহেশতে প্রবেশের চাবি

হাদীস : ২৭৪ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের কুঞ্জি হল নামায। আর নামের কুঞ্জি হল তাহারাৎ। -(আহমদ) যইফ-৭৪

### নামাযের আগে উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়

হাদীস : ২৭৫ ॥ তাবৈঈ হযরত শাবীব ইবনে আবু রাওহা রাসূল (স)-এর সাহাবীগণের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) একবার ফজরের নামায পড়লেন এবং নামাযে সূরা রুম পড়লেন, কিন্তু পড়ায় কিছু গোলমাল হয়ে গেল। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন বললেন, তাদের কি হয়েছে যারা আমাদের সাথে নামায পড়ে, অথচ উত্তমরূপে তাহারাৎ লাভ করে না? এরাই আমাদের কুরআন পাঠে গোলযোগ ঘটায়। -(নাসাঈ) যইফ-৭৫

### পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক

হাদীস : ২৭৬ ॥ বনী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, একবার রাসূল (স) এ পাঁচটি কথা আমার হাত অথবা তাঁর নিজের হাত গুণে গুণে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ' বলা হল পাল্লার অর্ধেক আর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা পূর্ণ করে থাকে এবং 'আল্লাহু আকবার' আসমান ও যমীনের মধ্যখানে যা আছে তাকে পূর্ণ করে। রোযা হল ধৈর্যের অর্ধেক এবং তাহারাৎ হল ইমানের অর্ধেক। -(তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান) যইফ-৭৬

### ওযুর সময় যখন কুলি করে তখন গোনাহ বের হয়ে যায়

হাদীস : ২৭৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ সুনাবেহী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোনো মুমিন বান্দা ওযু করে এবং কুলি করে, তখন তাঁর মুখ থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায় এবং যখন সে নাক ঝেড়ে ফেলে, তখন তার নাক থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায় এবং যখন সে তার মুখমণ্ডল ধোয় তখন তার মুখমণ্ডল থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুটোখের পাতার নীচ থেকেও গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুহাতের নখসমূহের নীচ থেকেও গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়, অতপর যখন সে তার মাথা মাসেহ করে তখন তার মাথা থেকে গোনাহসমূহ

বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু কান দিয়েও তা বের হয়ে যায়। অবশেষে যখন সে তার দু পা ধোয়, তখন তার দু পা দিয়ে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুই পায়ের নখসমূহের নীচ দিয়েও গোনাহ বের হয়ে যায়। অতপর তার মসজিদের দিকে গমন এবং নামায হয় তার জন্য অতিরিক্ত। -(মালিক ও নাসাই)

### নাবালেগ সন্তানেরা কিয়ামতের দিন দৌড়াদৌড়ি করবে

হাদীস : ২৭৮ ৥ আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে কিয়ামতের দিন সিজদা করার অনুমতি দেয়া হবে এবং আমি প্রথম ব্যক্তি যাকে সিজদা থেকে মাথা উঠাবার জন্য অনুমতি দেয়া হবে। অতপর আমি আমার সামনে তাকাব এবং সমস্ত উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতকে চিনে নেব। অতপর আমার পিছন দিকেও সেরূপ, ডান দিকেও সেরূপ ও বাম দিকেও সেরূপ চোখ ফেরাব এবং আমার উম্মতকে চিনে নেব। এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কিরূপে নূহ (আ) থেকে আপনার উম্মত পর্যন্ত এত উম্মতের মধ্যে আপনার উম্মতকে চিনে নিবেন? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তারা ওয়ূর কারণে ধবধবে সাদা কপাল ও ধবধবে হাত-পা-ওয়ালা হবে, অন্য কেউ এরূপ হবে না। এছাড়া আমি তাদেরকে এভাবেও চিনব, তারা তাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে, আরও তাদেরকে আমি এভাবে চিনব যে, তাদের নাবালেগ সন্তানগণ তাদের সামনে দৌড়াদৌড়ি করবে। -(আহমদ)

### হাশরের ময়দানে ওয়ূ মানুষকে মর্যাদা দান করে

হাদীস : ২৭৯ ৥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) গোরস্তানে উপস্থিত হলেম এবং বললেন, ‘আসসালামু আলাইকুম, হে মুমিন অধিবাসীগণ! আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছি।’ আমার আকাজ্জা আমার যেন আমাদের ভাইদের দেখতে পাই। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আপনারা আমার সহচর। তারাই আমার ভাই যারা এখনও দুনিয়াতে আসেনি। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিরূপে আপনি আপনার উম্মতদের চিনবেন যারা এখনও দুনিয়াতেই আসেনি? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, বলুন দেখি, যদি কোনো এক ব্যক্তির নিছক কাল এক রঙা ঘোড়াসমূহের মধ্যে একদল ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা পা-ওয়ালা ঘোড়া থাকে, সে কি তার ঘোড়াসমূহ চিনতে পারে না? তারা বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন রাসূল (স) বললেন, আমার ওয়ূর কারণে ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হস্ত-পদ অবস্থায় উপস্থিত হবে এবং আমি হাউজে কাউসারের কাছে তাদের অগ্রগামী হিসেবে উপস্থিত থাকব। -(মুসলিম)

## তৃতীয় অধ্যায়

### ওয়ূর গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### ওয়ূ করে নামায পড়তে হবে

হাদীস : ২৮০ ৥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তির নামায কবুল হয় না, যতক্ষণ সে ওয়ূ ভঙ্গের পর ওয়ূ না করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### কবুল হবে না হারাম মালের দান

হাদীস : ২৮১ ৥ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তাহারাত ছাড়া নামায এবং হারাম মালের দান কবুল হয় না। -(মুসলিম)

#### মযি বের হলে অবশ্যই ওয়ূ করতে হয়

হাদীস : ২৮২ ৥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এমন ব্যক্তি ছিলাম যার অত্যধিক ‘মযি’ বের হত, কিন্তু রাসূল (স)-এর কন্যা আমার ঘরে থাকার কারণে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা বোধ করতাম। অতএব, আমি মেকদাদ (রা)-কে বললাম, সে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, রাসূল (স) বললেন, সে ব্যক্তি প্রথমে তার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে এবং ওয়ূ করে ফেলবে। -(বোখারী ও মুসলিম)



### আগুনে পাকান খাদ্য গ্রহণের পর ওয়ু করতে হয়

হাদীস : ২৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আগুনে পাকান খাদ্য গ্রহণের পর তোমরা ওয়ু করবে। -(মুসলিম)

### উটের গোশত খাওয়ার পর ওয়ু করতে হয়

হাদীস : ২৮৪ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমরা কি বকরীর গোশত খেয়েও ওয়ু করব? তিনি উত্তর করলেন, যদি তোমার মনে চায় করতে পার, আর যদি মনে না চায়, নাও করতে পার। সে আবার জিজ্ঞেস করল, আমরা কি উটের গোশত খেয়ে ওয়ু করব? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশত খেয়ে ওয়ু করবে। অতপর সে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমরা কি ভেড়া পালের থাকার স্থানে নামায পড়তে পারব? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, পার। পুনঃ সে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমরা কি উটের বাথানে নামায পড়তে পারব? রাসূল (স) বললেন, না। -(মুসলিম)

### বায়ু বের না হলে ওয়ু ভাঙে না

হাদীস : ২৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নিজের পেটের মধ্যে কিছু অনুভব করে এবং সন্দেহ হয়, পেট থেকে কিছু বের হল কিনা, তখন সে যেন মসজিদ থেকে বের না হয়, যে পর্যন্ত না সে কোনো শব্দ শুনে অথবা দুর্গন্ধ পায়। -(মুসলিম)

### দুধ পান করে ওয়ু করতে হয় না

হাদীস : ২৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) দুধ পান করলেন। অতপর কুলি করলেন এবং বললেন, দুধের মধ্যে চর্বি থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### একবার ওয়ু করে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়া যায়

হাদীস : ২৮৭ ॥ হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) বলেন, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন এক ওয়ু দিয়ে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়লেন এবং নিজের মোজার উপর মাসেহ করলেন। এটা দেখে হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি আজ এমন একটি কাজ করলেন, যা পূর্বে কখনও করেননি। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি ইচ্ছা করেই এমন করেছি, হে ওমর! -(মুসলিম)

### ছাতু খেয়ে ওয়ু করতে হয় না

হাদীস : ২৮৮ ॥ হযরত সুয়াইদ ইবনে নোমান (রা) বলেন, তিনি খায়বর যুদ্ধে রাসূল (স)-এর সাথে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন ছাহরা পর্যন্ত পৌঁছলেন, আর এটা হল খায়বারের খুবই কাছে। রাসূল (স) তখন আসরের নামায পড়লেন। অতপর তিনি খাদ্য সামগ্রী তলব করলেন, কিন্তু ছাতু ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। তখন রাসূল (স) তাকে পানি দ্বারা তরল করতে আদেশ দিলেন, সুতরাং তা পানি দ্বারা তরল করা হল। অতপর রাসূল (স) তা খেলেন এবং আমরাও খেলায়। তারপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং শুধু কুলি করলেন আর আমরাও কুলি করলাম। এ অবস্থায় তিনি নামায পড়লেন, অথচ ওয়ু করলেন না। -(বোখারী)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### বায়ু বের হলে গন্ধ না হলে ওয়ু ভাঙে না

হাদীস : ২৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বায়ুর শব্দ অথবা গন্ধ ব্যতীত ওয়ু আবশ্যিক নয়। -(আহমদ ও তিরমিযী)

### মূষি বের হলে ওয়ু করতে হবে

হাদীস : ২৯০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে মূষি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, মূষির কারণে ওয়ু এবং মনির কারণে গোসল করতে হবে। -(তিরমিযী)

### নামাযের চাবি হল পবিত্রতা

হাদীস : ২৯১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামাযের কুঞ্জি হল তাহারাত, এর তাহরীম হল শুরুতে 'আল্লাহ আকবার' বলা এবং তার তাহলীল হল শেষে সালাম বলা। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী)

### বাতকর্ম করলে ওয়ু করতে হয়

হাদীস : ২৯২ ॥ হযরত আলী বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ বাতকর্ম করবে তখন সে যেন ওয়ু করে এবং তোমরা স্ত্রীলোকদের সাথে সঙ্গম করবে না তাদের পিছনদ্বার দিয়ে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

## চোখ হল গুহাঘারের ঢাকনা

হাদীস : ২৯৩ ॥ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, চক্ষুদ্বয় হল গুহাঘারের ঢাকনা সুতরাং চক্ষু যখন ঘুমায় ঢাকনা তখন খুলে যায়। -(দারেমী) গ্রন্থ-৭৭

## ঘুমানোর আগে ওয়ু করতে হয়

হাদীস : ২৯৪ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পেছন দ্বারের ঢাকনা হল চক্ষুদ্বয়। সুতরাং যে ব্যক্তি গুমাবে সে যেন ওয়ু করে। -(আবু দাউদ)

## কাত হয়ে ঘুমালে ওয়ু করায় হয়

হাদীস : ২৯৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় ওয়ু সে ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে কাত হয়ে ঘুমিয়েছে। কেননা, যখন কেউ কাত হয়ে ঘুমায় তখন তার শরীরের বন্ধনসমূহ শিথিল হয়ে পড়ে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ) গ্রন্থ-৭৮

## পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওয়ু করতে হবে

হাদীস : ২৯৬ ॥ হযরত বুসরা বিনতে ছাফওয়ান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আপন পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে তখন ওয়ু করবে। -(মালিক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

## পুরুষাঙ্গ শরীরের অঙ্গ বিশেষ

হাদীস : ২৯৭ ॥ হযরত তালক ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোনো ব্যক্তির ওয়ু করার পর নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা সম্পর্ক। রাসূল (স) উত্তরে বলেছেন, তা তার শরীরের একটা অংশবিশেষ ছাড়া আর কি? -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

## স্ত্রীকে চুম্বন করলে ওয়ু ভাঙে না

হাদীস : ২৯৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) কখনও তাঁর কোনো স্ত্রীকে চুম্বন করতেন, অতপর নামায পড়তেন, অথচ নতুন ওয়ু করতেন না। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু ইমাম তিরমিযী হাদীসটির সমালোচনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, আমাদের মুহাদ্দিসীনে কেরামের কাছে উরওয়ার সূত্র আয়েশা থেকে অনুরূপভাবে ইব্রাহিম তাইমির সূত্র হযরত আয়েশা (রা) থেকে বিত্ত্বক নয়। আর আবু দাউদ এই হাদীসটিকে মুরসাল করেছেন, আবু ইব্রাহিম তাইমী হাদীসটি আয়েশা (রা) থেকে শুনেছেন।

## ভেড়ার গোশত খেলে ওয়ু ভাঙে না

হাদীস : ২৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) ভেড়ার বাজুর গোশত খেলেন। অতপর আপন হাতকে আপন পায়ে তলায় চটে মুছে নিলেন, তারপর নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন, নতুন ওয়ু করলেন না। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

## গোশত খেলে ওয়ু ভাঙে না

হাদীস : ৩০০ ॥ উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর কাছে পঁজরের ভূনা গোশত পেশ করলাম। তিনি তা থেকে কিছু খেলেন। অতপর নামাযের জন্য দাঁড়ালেন, অথচ ওয়ু করলেন না। -(আহমদ)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## বকরীর কলিজা খেলে ওয়ু ভাঙে না

হাদীস : ৩০১ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূল (স)-এর জন্য বকরীর পেটের গোশত ভূনা করে দিতাম। অতপর নামায পড়তেন, অথচ ওয়ু করতেন না। -(মুসলিম)

## বকরীর বাজুর গোশত খেলে ওয়ু ভাঙে না

হাদীস : ৩০২ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, তাঁকে একটি বকরী হাদিয়া দেয়া হল এবং তিনি তা ডেগে রাখলেন। এমন সময় রাসূল (স) তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ডেগে কি রাখা হয়েছে হে আবু রাফে? তিনি বললেন, একটি বকরী আমাদেরকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে ইয়া রাসূল্লাহ! তা ডেগে পাক করেছে। বললেন, আমাকে তার একটি বাজু দাও তো আবু রাফে। আমি তাঁকে একটি বাজু দিলাম। অতপর তিনি বললেন, আমাকে আর একটি বাজু দাও। সুতরাং আমি তাঁকে আরও একটি বাজু দিলাম। অতপর তিনি বললেন, আমাকে আর একটি বাজু দাও। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! বকরীর মাত্র দুটি বাজু হয়ে থাকে। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আঃ, তুমি যদি চূপ থাকত, তাহলে আমাকে বাজুর পর বাজু দিতে থাকতে, যে পর্যন্ত তুমি চূপ থাকতে। অতপর রাসূল (স) পানি তলব

করলেন এবং কুলি করলেন, আর আপন আঙুলসমূহের মাথা ধুয়ে ফেললেন। অতপর নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন। অতপর রাসূল (স) তাঁদের কাছে পুনরায় ফিরে আসলেন এবং তাঁদের কাছে ঠাণ্ডা গোশত পেলেন। তিনি তা খেলেন, অতপর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নামায পড়লেন, কিন্তু পানি স্পর্শ করলেন না। - (আহমদ আবু রাফে থেকে এবং দারেমী ওবায়দা থেকে, কিন্তু দারেমী অতপর পানি তলব করলেন, থেকে শেষ পূর্যন্ত বর্ণনা করেননি।)

**রাসূল (স) খানা খেয়ে ওয়ূ করেন নি** **হা১১০-৭৯**

**হাদীস : ৩০৩ ॥** হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমি উবাই ইবনে কাব ও আবু তালহা তিনজন এক জায়গায় বসে গোশত ও রুটি খেলায়। অতপর আমি ওয়ূর পানি তলব করলাম, এটা দেখে তাঁরা বললেন, ওয়ূ করছ কেন? আমি উত্তর করলাম, এই যে খানা খেলায় তার জন্য। তাঁরা বললেন, পাক জিনিস খেয়ে কি ওয়ূ করবে? অথচ তোমার থেকে যিনি বহু উত্তম ছিলেন, তিনিও খানা খাওয়ার পর ওয়ূ করেননি। - (আহমদ)

**কামনা বশত স্ত্রীকে স্পর্শ বা চুম্বন করলে ওয়ূ করতে হবে**

**হাদীস : ৩০৪ ॥** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে, চুম্বন করা বা তাকে নিজের হাত দ্বারা স্পর্শ করা, লমস এর অন্তর্গত। সুতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুম্বন করবে অথবা হাতের দ্বারা স্পর্শ করবে, তার উপর ওয়ূ ওয়াজিব। - (মালিক ও শাফেঈ)

**স্ত্রীকে চুম্বন করলে ওয়ূ করবে**

**হাদীস : ৩০৫ ॥** হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুম্বন করার দরুন ওয়ূ করতে হবে। - (মালিক)

**চুম্বন লমস এর অন্তর্গত**

**হাদীস : ২০৬ ॥** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, চুম্বন করা লমস-এর অন্তর্গত। সুতরাং চুম্বন করে তোমরা ওয়ূ করবে।

**শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে ওয়ূ করতে হবে**

**হাদীস : ৩০৭ ॥** হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয হযরত তামীম দারী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক প্রবাহমান রক্তের কারণেই ওয়ূ করতে হবে। - দারা কুতনী হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এটা তামীম দারী সাহাবী থেকে শুনেছেন এবং তিনি তাঁকে দেখেছেনওনি এবং তার অপর রাবী ইয়াজিদ ইবনে খালিদ ও ইয়াজিদ ইবনে মুহাম্মদ উভয়ই মাজহুল। **হা১১০-৮০**

## চতুর্থ অধ্যায়

### পায়খানা প্রস্রাবের আদব কায়দা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

**কেবলকে সামনে বা পেছনে রেখে পায়খানায় বসবে না**

**হাদীস : ২০৮ ॥** হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা পায়খানায় যাবে সামনে রাখবে না কেবলকে অথবা পেছনে রাখবে না তাকে। পূর্বদিকে ফিরে বসে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। - (বোখারী ও মুসলিম)

**ডান হাতে এত্তেজা করা নিষেধ**

**হাদীস : ৩০৯ ॥** হযরত সালামান ফারসী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন কেবলার দিকে মুখ করে পায়খানা অথবা প্রস্রাব করতে, ডান হাতে এত্তেজা করতে, এত্তেজার ঢিলা তিনটির কম নিতে এবং শুক গোবর অথবা হাড় দ্বারা ঢিলা নিতে। - (মুসলিম)

**পায়খানায় যাওয়ার সময় দুআ পড়তে হয়**

**হাদীস : ৩১০ ॥** হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) পায়খানায় যাওয়ার সময় বলতেন,  
اللهم انى اعزذك من الخبث والخبائث **আল্লাহ! তোমার কাছে নর ও নারী শয়তানসমূহের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।** - (বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) কবরের আযাব দেখতে পেতেন

হাদীস : ৩১১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দুটি কবরের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। এ সময় বললেন, এদের উভয়কে শান্তি দেয়া হচ্ছে, কিন্তু কোনো বিরাট ব্যাপারে শান্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন প্রস্রাব কালে আড়াল করত না। কুসলিষের অপর বর্ণনায় আছে, প্রস্রাব থেকে উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ করত না। আর অপরজন একজনের কথা অন্যজনকে বলে দিত। অতপর রাসূল (স) একটা তাজা খেজুর শাখা নিয়ে তাকে দু ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এমন করলেন কেন? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যে পর্যন্ত ডাল দুটি না শুকায় সে পর্যন্ত তাদের শান্তি লগু করা হবে এ আশায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

### পাছের ছায়ার পায়খানা করা নিষেধ

হাদীস : ৩১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু অভিসম্পাতের কারণ থেকে বেঁচে থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দু অভিসম্পাতের কারণ কি জিনিস? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি মানুষের চলার পথে অথবা ছায়ার স্থলে পায়খানা করে। -(মুসলিম)

### পানি পান করার সময় পায়ে নিশ্বাস ফেলবে না

হাদীস : ৩১৩ ॥ হযরত আবু কাতাদ-আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পানি পান করে, সে যেন পান-পায়ে নিশ্বাস ত্যাগ না করে এবং যখন সে পায়খানায় যায় তখন যেন নিজের ডান হাতে নিজের গুণ্ডা না ধরে এবং নিজের ডান হাত দিয়ে এতেঞ্জা না করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### বিজোড় সংখ্যক টিলা দিয়ে কুসুখ করতে হয়

হাদীস : ৩১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কেউ ওয়ু করে সে যেন পানি দিয়ে নাক ঝাড়ে, আর যে কেউ টিলা দ্বারা এতেঞ্জা করে সে যেন তাকে বিজোড় করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) পানি দিয়ে এতেঞ্জা করতেন

হাদীস : ৩১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পায়খানায় যেতেন, আর আমি ও অপর একটি বালক পানির পাত্র এবং মাথায় বর্ষাধারী একটি ছাড় নিয়ে যেতাম, তিনি সে পানি দ্বারা এতেঞ্জা করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### রাসূল (স) পায়খানায় গেলে আংটি খুলে রাখতেন

হাদীস : ৩১৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন পায়খানায় যেতেন করতেন নিজের আংটিটি খুলে রাখতেন। -(আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী)

কিন্তু ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ তবে গরীব। ইমাম আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি মুনকার, অধিকন্তু তিনি খুলে রাখতেন এর পরিবর্তে রেখে দিতেন বলেছেন। **মুনকার হিচরে হাদীস-৬৮**

### পায়খানা দূরে করা উচিত

হাদীস : ৩১৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মাঠে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন এতদূর যেতেন যে, শেষ পর্যন্ত কেউ তাকে দেখতে পেত না। -(আবু দাউদ)

### প্রস্রাব করতে দেয়ালের আড়াল করতে হয়

হাদীস : ৩১৮ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম, তিনি যখন পেশাব করার ইচ্ছা করলেন, তখন একটি দেয়ালের গোড়ায় নরম জায়গায় গেলেন এবং পেশাব করলেন। অতপর বললেন, যখন তোমাদের কেউ পেশাব করতে ইচ্ছা করে, তখন যেন এইরূপ স্থান তাল্লাশ করে যাতে শরীরে পেশাবের ছিটা না পড়ে। -(আবু দাউদ) **মুহত্ব-৬২**

### পায়খানায় বসে তারপর কাপড় উঠাতে হয়

হাদীস : ৩১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন পায়খানার ইচ্ছা করতেন, নিজের কাপড় উঠাতেন না যতক্ষণ না মাটির নিকটবর্তী হতেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

### হাড় গোবর দিয়ে এতেঞ্জা করা নিষেধ

হাদীস : ৩২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য, যেমন পিতা পুত্রের জন্য। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকি। তোমরা যখন পায়খানায় যাবে কেবলকে সামনেও রাখবে না পেছনেও রাখবে না। এছাড়া তিনি তিনটি টিলা নিতে আদেশ করেছেন এবং শুকনা গোবর ও মৃত্তিকায় খাওয়া হাড় নিতে নিষেধ করেছেন এবং ডান হাতে এতেঞ্জা করতেও নিষেধ করেছেন। -(ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

### ডান হাত খাওয়ার জন্য বাম হাত এস্তেঞ্জার জন্য

হাদীস : ৩২১ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর ডান হাত ছিল তাঁর তাহারাত ও খাওয়ার জন্য এবং তাঁর বাম হাত ছিল তাঁর পায়খানা ও অপর অপছন্দনীয় কাজের জন্য। -(আবু দাউদ)

### তিনটি টিলা দিয়ে এস্তেঞ্জা করলে পানি লাগে না

হাদীস : ৩২২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যায় তখন সে যেন সাথে তিনটি টিলা নিয়ে যায়, যা দিয়ে সে পবিত্রতা লাভ করবে। আর এটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

-(আহমদ, আবু দাউ, দারেমী ও নাসাঈ)

### গোবর ও হাড় জ্বিনদের খাদ্য

হাদীস : ৩২৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা শুকনো গোবর এবং হাড় দিয়ে এস্তেঞ্জা করো না। কেননা, এটা তোমাদের ভাই জ্বিনদের খোরাক। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

কিন্তু ইমাম নাসায়ী বাক্যের উল্লেখ করেননি।

### দাড়িতে জট পাকালে উন্মত্ত বলে বিবেচিত হবে না

হাদীস : ৩২৪ ॥ হযরত রুয়াইফ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বললেন, হে রুয়াইফ! হয়ত আমার পরে তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, তখন মানুষকে এ সংবাদ দিবে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়ি জট পাকাবে অথবা ঘোড়ার গলায় কবচ সুতা বাঁধবে অথবা পশুর গোবর বা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে, মুহাম্মদ (স) তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। -(আবু দাউদ)

### খাদ্য খাওয়ার পর খিলাল করতে হয়

হাদীস : ৩২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরমা লাগায় সে যেন বিজোড় সংখ্যায় লাগায়। যে এমন করল সে যেন ভাল করল, আর যে করল না সে মন্দ করল না। আর যে এস্তেঞ্জা করে সে যেন টিলা বিজোড় করে। যে এরূপ করল সে ভাল করল, আর যে করল না সে মন্দ করল না। যে ব্যক্তি খানা খেল এবং খিলাল দ্বারা দাঁত থেকে কিছু বের করল, সে যেন তা বাইরে ফেলে দেয় এবং যারা জিহ্বা দ্বারা মথিত করে তা যেন গিলে ফেলে। যে এমন করল সে ভাল করল, আর যে করল না সে মন্দ করল না এবং যে ব্যক্তি পায়খানায় যায় সে যেন পরদা করে, যদি সে পরদা করতে বালি স্তপীকৃত ছাড়া কিছু না পায়, তাহলে স্তপকে যেন পিঠ দিয়ে বসে। কেননা, শয়তান মানুষের বসার স্থান নিয়ে খেলা করে, যে এরূপ করল ভাল করল, আর যে না করল মন্দ করল না।

মুহাম্মদ - ৬৬



-(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

### গোসল খানায় প্রস্রাব করা ঠিক নয়

হাদীস : ৩২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আপন গোসলখানায় পেশাব না করে; অতঃপর সেখানে গোসল করে বা ওযু করে। কেননা, অধিকাংশ ওয়াসওয়াসা এটা থেকে উৎপন্ন হয়। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

কিন্তু শেযোক দুজন অতঃপর তথায় গোসল করে ও ওযু করে, বাক্যের উল্লেখ করেনি।

### গর্তে প্রস্রাব করা ঠিক নয়

হাদীস : ৩২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজেস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন গর্তে পেশাব না করে কেননা, তাতে কোনো প্রাণী বা বিষাক্ত প্রাণী থাকতে পারে। -(আবু দাউদ, নাসাঈ)

### চলাচলের পথে পায়খানা করা নিষেধ

হাদীস : ৩২৮ ॥ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি অভিষাপের যোগ্য কাজ, পানি ঘাটে, চলাচলের পথে ও ছায়ায় পায়খানা করা থেকে-বের্তে থাকবে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### দুজন একই সাথে একই পায়খানায় বসা ঠিক নয়

হাদীস : ৩২৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুজন এক সাথে যেন তাদের লজ্জাস্থান খুলে পরস্পরে কথা বলতে বলতে পায়খানা না করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা এতে ক্ষুব্ধ হন।

-(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### পায়খানা হলো জ্বিনদের আবাসস্থল

হাদীস : ৩৩০ ॥ হযরত যয়েদ ইবনে আকরাম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ পায়খানার স্থানসমূহই হচ্ছে জ্বিনদের উপস্থিতি। সূতরাং তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাবে তখন সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নর ও নারী শয়তান সকল থেকে পানাহ চাচ্ছি। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)



**পায়খানায় বসে মনে মনে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়**

হাদীস : ৩৩১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তানের চোখ এবং মানুষের লজ্জাস্থানের মধ্যে পর্দা হচ্ছে যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যাবে তখন বিসমিল্লাহ বলা। -(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব এবং এর সনদ সবল নয়)

**পায়খানা থেকে বের হয়ে দুআ পড়তে হয়**

হাদীস : ৩৩২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন পায়খানা থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

**রাসূল (স) পায়খানা শেষে ওয়ু করতেন**

হাদীস : ৩৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন পায়খানায় যেতেন, আমি তাঁর জন্য কখনও তাওরে করে অথবা রাকাতওয়ায ভরে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি এতেন্দা করতেন, অতপর মাটিতে আপন হাত মুছতেন। অতপর আমি আরেক ভাঙ পানি আনতাম, তিনি তা দ্বারা ওয়ু করতেন। -(আবু দাউদ, দারেমী ও নাসাই এর সমঅর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন)

**প্রস্রাব করে ওয়ু করতে হয়**

হাদীস : ৩৩৪ ॥ হযরত হাকাম ইবনে সুফিয়ান (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন পেশাব করতেন, ওয়ু করতেন এবং নিজের পুরুষাঙ্গের উপর পানি ছিটিয়ে দিতেন। -(আবু দাউদ ও নাসাই)

**ওজর বশত পায়ে প্রস্রাব করা যায়**

হাদীস : ৩৩৫ ॥ হযরত উমাইয়া বিনতে রুকাইকাহ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর খাটের নীচে একটি কাঠের গামলা ছিল, যাতে তিনি রাতে পেশাব করতেন। -(আবু দাউদ ও নাসাই)

**দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয নয়**

হাদীস : ৩৩৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে দেখলেন, আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করছি। তখন তিনি বললেন, হে ওমর, দাঁড়িয়ে পেশাব করো না, অতপর আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।

সহীহ-৬

-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

শায়খ মুহিউসসনাহ বাগাবী (র.) বলেন, হযরত হুজায়ফা (রা) থেকে সহীহ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, নবী করীম (স) কোনো এক গোত্রের আবর্জনা স্থানে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ****রাসূল (স) বসে প্রস্রাব করতেন**

হাদীস : ৩৩৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যে বলে রাসূল (স) দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন, তোমরা তার সমর্থন করো না। তিনি সর্বদা বসে পেশাব করতেন। -(আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

**হযরত জিব্রাইল (আ) ওয়ু ও নামায শিখিয়ে দিলেন**

হাদীস : ৩৩৮ ॥ হযরত য়ায়েদ ইবনে হারেছা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, প্রথম যখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করা হচ্ছিল, তখন হযরত জিব্রাইল (আ) তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে ওয়ু ও নামায শিক্ষা দিলেন এবং যখন তিনি ওয়ু সমাপ্ত করলেন, এক কোষ পানি নিলেন এবং তা আপন পুরুষাঙ্গের উপর ছিটিয়ে দিলেন।

-(আহমদ ও দারে কুতনী)

**ওয়ুর সময় পুরুষাঙ্গে পানি ছিটিয়ে দিতে হয়**

হাদীস : ৩৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার কাছে হযরত জিব্রাইল (রা) এলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! যখন ওয়ু করবেন তখন পুরুষাঙ্গের উপর পানি ছিটাবেন। -(তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব। আমি মুহাম্মদ অর্থৎ ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, হাসান ইবনে আলী হাশেমী মুনকার রাবী)

**প্রস্রাব করে সব সময় ওয়ু না করলেও চলে**

হাদীস : ৩৪০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) পেশাব করলেন এবং হযরত ওমর তাঁর পেছনে পানির একটি ভাঙ নিয়ে দাঁড়ালেন। রাসূল (স) বললেন, ওমর এটা কি? ওমর বললেন, পানি, আপনার ওয়ু করার জন্য। রাসূল (স) বললেন, আমি এ জন্য আদিষ্ট হইনি, যখনই পেশাব করব তখনই ওয়ু করব, যদি আমি সর্বদা এমন করি তাহলে এটা সুনত হয়ে যাবে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

সহীহ-৬

## পবিত্রতাকে আল্লাহ ভালবাসেন

হাদীস : ৩৪১ ৥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী, হযরত জাবির ও হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন এই আয়াত নাখিল হয়,

فیه رجال یحبون ان یتطهروا واللہ یحب المظہرین

সেখানে এমন লোকেরা রয়েছে, যারা পবিত্রতা লাভ করাকে ভালবাসে এবং আল্লাহ পবিত্রতা লাভকারীদের ভালবাসেন। তখন রাসূল (স) বললেন, হে আনসারগণ! আয়াত দ্বারা আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করলেন, পবিত্রতার ব্যাপারে। তোমাদের পবিত্রতা কী? তারা বললেন, আমরা নামাযের জন্য ওয়ু করে থাকি, নাপাক থেকে গোসল করে থাকি এবং পানি দ্বারা শুচি লাভ করে থাকি। রাসূল (স) বললেন, এরা তারা, যাদের জন্য আল্লাহ প্রশংসা করলেন, সুতরাং তোমরা সর্বদা এ কাজ করতে থাকবে। -(ইবনে মাজাহ)

## আড়াল থাকলে কিবলার দিকেও মুখ করে প্রশ্রাব করা যায়

হাদীস : ৩৪২ ৥ তাবেঈ হযরত মারওয়ান আসফার বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে দেখলাম তিনি কিবলার দিকে নিজের সওয়াবীর উটকে বসালেন, অতপর বসে তার দিকে পেশাব করতে লাগলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! এটা থেকে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বললেন, না তো; বরং খোলা জায়গায় এরূপ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যখন তোমার আর কিবলার মধ্যে কোনো এমন জিনিস হয় যা তোমাকে আড়াল করবে, তখন তা থেকে কোনো ক্ষতি নেই। -(আবু দাউদ)

## পায়খানা থেকে বের হবার পর দুআ

হাদীস : ৩৪৩ ৥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) পায়খানা থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, 'সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করলেন এবং আমাকে নিরাপদ করলেন।' -(ইবনে মাজাহ)

## জ্বিনদের অনুরোধেই গোবর কয়লা হাড় দিয়ে এস্তেজা করা নিষেধ করা হল

হাদীস : ৩৪৪ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যখন জ্বিনের প্রতিনিধি দল রাসূল (স)-এর কাছে পৌছলেন, বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনার উম্মতকে নিষেধ করে দিন তারা যেন হাড়, শুক গোবর ও কয়লার দ্বারা ঢিলা না নেয়। কেননা, আল্লাহপাক এতে আমাদের রিযিক রেখেছেন। অতএব, সে মতে রাসূল (স) এগুলো থেকে আমাদের নিষেধ করে দিলেন। -(আবু দাউদ)

## ডান হাত দিয়ে এস্তেজা করা নিষেধ

হাদীস : ৩৪৫ ৥ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, মুশরিকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে বিদ্রূপ করে বলল, দেখছি তোমাদের বন্ধু তোমাদেরকে পায়খানায় বসার নিয়ম পর্যন্ত বলে দিচ্ছেন। আমি বললাম, ইয়া, তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন কেবলার দিকে মুখ না করি, ডান হাতে আবদস্ত না করি এবং শুচিকালে তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার না করি এবং এতে যেন গোবর ও হাড় না থাকে। -(মুসলিম ও আহমদ)

## প্রশ্রাবের সময় আড়াল করতে হয়

হাদীস : ৩৪৬ ৥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে হাসান (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের সামনে বের হলেন, আর হাতে তাঁর একটি চামড়ার ঢাল বর্ম ছিল। তিনি তা মাটিতে রাখলেন। অতপর বসলেন এবং তার দিকে ফিরে পেশাব করলেন। তখন তাদের কেউ একজন বলে উঠল, দেখ এ লোকটি স্ত্রী লোকের ন্যায় পেশাব করছে। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, ধ্বংস হও! তুমি কি জান না, বনী ইস্রাঈলের এক ব্যক্তি কি ঘটিয়েছিল। তাদের গায়ে যখন পেশাব লাগত তখন তারা তা কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলত। সে ব্যক্তি তাদেরকে এ কাজ করা থেকে নিষেধ করল, ফলে তাকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হল। -(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং নাসায়ী তা থেকে এবং আবু মুসা বর্ণনা করেছেন)

## পঞ্চম অধ্যায়

## মিসওয়াক করা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## রাসূল (স) মিসওয়াকের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন

হাদীস : ৩৪৭ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি না আমার উম্মতের কষ্টে ফেলব মনে করতাম, তাহলে আমি তাদেরকে হুকুম করতাম এশার নামায বিলম্বে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রাসূল (স) ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে মিসওয়াক করতেন**

হাদীস : ৩৪৮ । তাবেই হযরত গুরাইহ ইবন হানী (র.) বলেন, একবার আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) যখন ঘরে প্রবেশ করতেন কোন কাজ প্রথমে করতেন? তিনি বললেন, মিসওয়াক। -(মুসলিম)

**তাহাজ্জুদের আগে মিসওয়াক করতে হয়**

হাদীস : ৩৪৯ । হযরত হজাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, প্রথমে মিসওয়াক দ্বারা নিজের মুখ পরিষ্কার করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

**গোঁফ ছোট এবং দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে**

হাদীস : ৩৫০ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দশটি বিষয় হল সনাতন স্বভাবের অন্তর্গত, গোঁফ ছোট করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, গুপ্তস্থানের লোম কাটা ও এস্তেঞ্জা করা। রাবী বলেন, দশমটি আমি ভুলে গিয়েছি। সম্ভবত ওটা কুলিকরা হবে। -(মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় দাড়ি লম্বা করার স্থলে খতনা করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, আমি তা বুখারী, মুসলিম ও হদাইদীর কিতাবে তালাশ করে পাইনি। অবশ্য জযরী উহাকে জামেউল উসূলে এবং খাতাবী মাআলেমুস সুনানে আবু দাউদ থেকে সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসার প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ হাদীস প্রথম পরিচ্ছেদে আনা ঠিক হয়নি।

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ****মিসওয়াক করলে আল্লাহ খুশী হন**

হাদীস : ৩৫১ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মিসওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়। -(শাফেয়ী, আহমদ, দারেমী ও নাসায়ী এবং বুখারী বিনা সনদে)

**চারটি জিনিস রাসূলগণের সুনতনের অন্তর্গত**

হাদীস : ৩৫২ । হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, চারটি বিষয় নল রাসূলগণের সুনতনের অন্তর্গত, (১) লজ্জা করা, অন্য বর্ণনায় এর স্থলে খতনা করা রয়েছে। (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা। (৩) মিসওয়াক করা ও (৪) বিবাহ করা। -(তিরমিযী) ১৫৫০-৫১

**নিদ্রা থেকে জেগে মিসওয়াক করে ওয়ু করতে হয়**

হাদীস : ৩৫৩ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখনই নিদ্রা যেতেন রাতে কিংবা দিনে, অতপর জাগার পর তখনই মিসওয়াক করতেন ওয়ু করার আগেই। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

**রাসূল (স) নিয়মিত মিসওয়াক করতেন**

হাদীস : ৩৫৪ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) মিসওয়াক করতেন, অতপর ধোয়ার জন্য তা আমাকে দিতেন। আমি তা দিয়ে নিজে মিসওয়াক করতাম, অতপর ধুয়ে ফেলতাম এবং তাঁকে প্রদান করতাম। -(আবু দাউদ)

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ****বয়োজ্যেষ্ঠকে মান্য করতে হয়**

হাদীস : ৩৫৫ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করছি। এ সময় আমার কাছে দুজন লোক এলো, যাদের মধ্যে একজন অপরজন থেকে বড়। আমি ছোটজনকেই আমার মিসওয়াক দিয়েছিলাম। তখন আমাকে বলা হল, বড়জনকেই দিন। অতপর আমি তাদের বড়জনকেই দিলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

**মিসওয়াকের জন্য তাগাদা দেয়া হতো**

হাদীস : ৩৫৬ । হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখনই জিব্রাঈল (আ) আমার কাছে আসতেন, তখনই আমাকে মিসওয়াক করার জন্য বলতেন, যাতে আমার ভয় হচ্ছিল, আমি আমার মুখের সামনের দিক ক্ষয় করে দিব। -(আহমদ) নিবন্ধ ১৫৫৬-১০

**মিসওয়াক সম্পর্কে রাসূল (স) বেশি ওয়াজ করেছেন**

হাদীস : ৩৫৭ । হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মিসওয়াক সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অতি বেশি বললাম। -(বোখারী)

### নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করা উচিত

হাদীস : ৩৫৮ ॥ তাবৈঈ হযরত আবু সালাম (র.) সাহাবী হযরত হযরত য়ায়েদ ইবনে খালিদ জুহামী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যদি না আমার উম্মতকে কষ্টে ফেলার আশংকা করতাম, তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম এবং এশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে দিতাম। আবু সালামা বলেন, হযরত য়ায়েদ ইবনে খালিদ (রা) নামাযে উপস্থিত হতেন আর তাঁর মিসওয়াক তাঁর কানে থাকত, লেখকের কলম যেখানে থাকে সেখানে। যখনই তিনি নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখনই মিসওয়াক করতেন। অতপর তাকে পুনরায় তার স্থানে রেখে দিতেন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

আবু দাউদ এশার নামায পিছিয়ে দিতাম, বাক্য ছাড়া বাকীটুকু বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

### বড়জনকে মিসওয়াক দিতে হয়

হাদীস : ৩৫৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) মিসওয়াক করছিলেন, তখন সেখানে দু ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। যাদের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে বড়। তখন তাঁর প্রতি মিসওয়াকের ফযিলত সম্পর্কে ওহী করা হল, মিসওয়াকটি তাদের বড়কে দিন। -(আবু দাউদ)

### মিসওয়াক করে নামায পড়লে তার সওয়াব বেশি

হাদীস : ৩৬০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নামাযের জন্য মিসওয়াক করা হয় তার ফযিলত ঐ নামাযের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি। যার জন্য মিসওয়াক করা হয় না। -(বায়হাকী শোয়াআবুল ইমানে)

মুহম্মদ - ১১



## ষষ্ঠ অধ্যায়

### ওযুর নিয়ম ও সুন্নতের গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে রাখবে না

হাদীস : ৩৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে ওঠে। তখন সে যেন আপন হাত পানির পাত্রে ডুবায় যে পর্যন্ত না তা তিনবার ধুয়ে নেয়। কেননা, সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### মানুষ ঘুমালে শয়তান নাকের বাশীর উপর রাত কাটায়

হাদীস : ৩৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে এবং ওযু করবে, তখন সে যেন তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে। কেননা, শয়তান তার নাকের বাশীতে রাত কাটিয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে য়ায়েদ ইবনে আসেমকে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স) কিভাবে ওযু করতেন? এ কথা শুনে তিনি ওযুর পানি আনালেন, অতপর দু হাতের উপর তা ঢাললেন এবং দু হাত কজ্জি পর্যন্ত দু বার করে ধুলেন, অতপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, তিন বার করে। অতপর মুখমণ্ডল ধুলেন তিনবার করে, অতপর দু হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন দুবার করে, অতপর মাথা মাসেহ করলেন দু হাত দিয়ে, সম্মুখের দিক থেকে ও পেছনের দিক থেকে, মাতার সামনের দিক থেকে শুরু করে, দু হাত ঘাড়ের দিকে নিলেন, অতপর দু হাতকে পুনরায় ফিরালেন সামনের দিকে, এমন কি পৌছলেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে, অতপর দু পা ধুলেন। -(মালিক, নাসাঈ এবং আবু দাউদ ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। জামেউল উসূল প্রণেতা এটা বর্ণনা করেছেন।)

কিন্তু বোখারী ও মুসলিমে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে য়ায়েদ ইবনে আসেমকে বলা হল, আপনি আমাদেরকে ওযুর ন্যায় ওযু করে দেখান। তিনি একটি পানির পাত্র আনালেন, অতপর তা কাত করে পাত্র থেকে কিছু পানি হাত দুটির উপর ঢাললেন এবং হাত দুটিকে তিন বার করে ধুলেন। অতপর হাত পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং পানি নিলেন হাত বের করলেন এবং সেই এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি ঝাড়লেন, আর এরূপ তিন বার মুখমণ্ডল ধুলেন, আবার তিনি পাত্রে হাত প্রবেশ করালেন এবং পানি বের করলেন এবং দু হাত কনুই পর্যন্ত দু দু বার করে ধুলেন। আবার তিনি হাত প্রবেশ করালেন এবং বের করে এরূপে নিজের মাথা মাসেহ করলেন। সামনের দিক থেকে শুরু করে হাত পেছনের দিকে টানলেন, আবার পেছন দিক থেকে শুরু করে সামনের দিকে আনলেন। তারপর দু পা ছোট গিরা পর্যন্ত ধুলেন। তারপর বললেন, এরূপই ছিল রাসূল (স)-এর ওযু।

অপর এক বর্ণনায় আছে, দু হাতকে সামনে থেকে পেছন দিকে এবং পেছন দিক থেকে সামনের দিকে টানলেন মাথার সামনের দিক থেকে আরম্ভ করলেন এবং পেছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, পুনরায় দু হাতকে সামনের দিকে ফিরালেন, এমন কি যে স্থান থেকে শুরু করেছিলেন, সে স্থানে পৌঁছলেন, অতপর দু পা ধুলেন।

অপর বর্ণনায় আছে, তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন ও ঝাড়লেন। তিন বার তিন কোষ পানি দিয়ে।

অন্য বর্ণনায় আছে, কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, সেই এক কোষ পানি দিয়ে।

অন্য বর্ণনায় আছে, কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন সেই এক কোষ পানি দিয়ে, এরূপই তিন বার করলেন।

বোখারীর এক বর্ণনায় আছে, মাথা মাসেহ করলেন, দু হাতকে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে এবং পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে টানলেন একবার। অতপর দু পা ধুলেন ছোট গিরা পর্যন্ত।

বোখারীর অপর বর্ণনায় আছে, কুলি করলেন ও নাক ঝাড়লেন তিন বার। এক কোষ পানি দিয়েই।

### ওযুর সময় পায়ের গোড়ালী ভালভাবে ধুতে হবে

হাদীস : ৩৬৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) এর সাথে মক্কা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পথে যখন রাস্তায় একটি পানির কুয়ার কাছে পৌঁছলাম, আমাদের মধ্যকার কতক লোক আসরের সময় তাড়াতাড়ি ওয়ূ করতে গেলেন এবং তাড়াহুড়া করে ওয়ূ করলেন। অতপর আমরা তাদের কাছে পৌঁছলাম, দেখলাম, তাদের পায়ের গোড়ালী শুষ্ক, চক্ চক্ করছে। সেখানে পানি পৌঁছনি, এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, সর্বনাশ গোড়ালীসমূহের ৬ অংশ দোষে যাবে, পূর্ণভাবে ওয়ূ করবে। -(মুসলিম)

### ওয়ূ করলে পাগড়ীর ওপর মাসেহ করা যায়

হাদীস : ৩৬৪ ॥ হযরত মুগিরা এবনে শোবা (রা) বলেন, রাসূল (স) ওয়ূ করলেন এবং মাসেহ করলেন, নাসিয়ার উপর এবং পাগড়ীর উপর ও মোজাঘয়ের উপর। -(মুসলিম)

### প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত

হাদীস : ৩৬৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যথাসম্ভব তাঁর প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে শুরু করাকে ভালবাসতেন, তাহারাতে মাথা আঁচড়ানো ও জুতা পরনে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### প্রয়োজনে রাসূল (স) ওযুর অঙ্গ একবার ধুয়েছেন

হাদীস : ৩৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) ওয়ূ করলেন। এক এক বার করে। এক বারের বেশি ধুলেন না। -(বোখারী)

### রাসূল (স) কোনো সময় ওযুর অঙ্গ দু বার ধুয়েছেন

হাদীস : ৩৬৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যয়েদ (রা) বলেন, রাসূল (স) ওয়ূ করলেন, দু বার করে। -(বোখারী)

### ওয়ূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার ধুতে হয়

হাদীস : ৩৬৮ ॥ হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি একদিন মাকায়দ নামক স্থানে ওয়ূ করতে বসলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (স)-এর ওয়ূ দেখাব না? অতপর তিনি ওয়ূ করলেন তিন বার করে। -(মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### কিছু পরার সময় ডান দিক থেকে শুরু করবে

হাদীস : ৩৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কিছু পরবে, যখন ওয়ূ করবে, ডান দিক থেকে শুরু করবে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

### ওয়ূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়

হাদীস : ৩৭০ ॥ হযরত সাঈদ এবনে যয়েদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ওযূর শুরুতে যে বিসমিল্লাহ পড়েনি তার ওয়ূ হয়নি। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু আহমদ ও আবু দাউদ এটা আবু হুরায়রা থেকে এবং দারেমী আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ তাঁদের বর্ণনায় তার প্রথমে এ কথা বৃদ্ধি করেছেন, যার ওয়ূ নেই তার নামাযও নেই।



### ওযুতে পূর্ণভাবে অঙ্গগুলো ধুতে হয়

হাদীস : ৩৭১ ॥ হযরত লকিত ইবনে সাবেরাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমাকে ওযুর কথা বলুন, রাসূল (স) বললেন, ওযুতে সকল স্থান পূর্ণভাবে ধুতে হবে। আঙুলসমূহের মধ্যে খিলাল করবে এবং নাকে ভালভাবে পানি পৌছবে, যদি না তুমি রোযাদার হও। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ) ইবনে মাজাহ ও দারেমী আঙুলসমূহের মধ্যে পর্যন্ত বর্ণনা করেন।)

### ওযুর সময় হাত ও পায়ের আঙুলসমূহ খিলাল করতে হয়

হাদীস : ৩৭২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তুমি ওযু করবে তখন তোমার দু হাতের ও দু পায়ের আঙুলসমূহ খিলাল করবে। -(তিরমিযী) ইবনে মাজাহও এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, ইমাম তিরমিযী হাদিসটি গরীব বলেছেন।)

### ওযুর করলে পায়ের আঙুল খিলাল করতে হয়

হাদীস : ৩৭৩ ॥ হযরত মুসতাওরিদ ইবন শাম্মাদ (রা) বলেন, আমি দেখেছি, রাসূল (স) যখন ওযু করতেন, বাম হাতের ছোট আঙুল দিয়ে দু পায়ের আঙুলসমূহকে মলতেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### ওযু করতে দাড়িও খিলাল করতে হয়

হাদীস : ৩৭৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন ওযু করতেন এক কোষ পানি নিতেন। অতপর তা চিবুকের নীচ দিয়ে দাড়িতে প্রবেশ করাতেন এবং তা দিয়ে দাড়িকে খিলাল করতেন এবং বলতেন, পরওয়ারদিগার আমাকে এমন করতে আদেশ করেছেন। -(আবু দাউদ)

### রাসূল (স) ওযুর সময় দাড়ি খিলাল করতেন

হাদীস : ৩৭৫ ॥ হযরত ওসমান (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) ওযুর সময় নিজের দাড়ি খিলাল করতেন।

-(তিরমিযী ও দারেমী)

### রাসূল (স)-এর নিয়মে ওযু করতে হয়

হাদীস : ৩৭৬ ॥ তাবেঈ হযরত আবু হায়্যাহ (র.) বলেন, আমি হযরত আলী মুরতায়াকে ওযু করতে দেখেছি, তিনি প্রথমে কজ্জিয় ধুলেন এবং পরিষ্কার করে নিলেন, অতপর তিন বার কুলি করলেন ও তিন বার নাকে পানি দিলেন, তারপর তিন বার মুখমণ্ডল ও তিন বার করে দু হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন। অতপর একবার নিজের মাথা মাসেহ করলেন, অতপর দু পা ছোট গিরা পর্যন্ত ধুলেন। অতপর তিনি দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট পানি নিয়ে তা পান করলেন দাঁড়ান অবস্থায়। অতপর বললেন, আমি এটা পছন্দ করলাম, তোমাদেরকে দেখাই রাসূল (স)-এর ওযু কেমন ছিল।

-(তিরমিযী ও নাসাঈ)

### সাহাবাগণ রাসূল (স)-এর মতো ওযু করতেন

হাদীস : ৩৭৭ ॥ তাবেঈ হযরত আবদে খায়ের (র.) বলেন, আমরা বসে হযরত আলীর দিকে তাকিয়েছিলাম যখন তিনি ওযু করছিলেন। তিনি ডান হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং পানি দিয়ে মুখ ভরে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, অতপর বাম হাত দিয়ে তা ঝাড়লেন। এরূপ তিনি তিন বার করলেন। অতপর বললেন, কেউ যদি রাসূল (স)-এর ওযু দেখে আনন্দ লাভ করতে চায়, তবে দেখুক, এটাই ছিল তাঁর ওযু। -(দারেমী)

### ওযুর সময় তিন বার কুলি করতে হয়

হাদীস : ৩৭৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি কুলি করতেন ও নাকে পানি দিয়েছেন একই কোষ দিয়ে। তিনি এমন তিন বার করেছেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

### ওযুতে দু কান মাসেহ করতে হয়

হাদীস : ৩৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) ওযুতে মাসেহ করেছেন মাথা এবং দু কাজ দুই কানের ভেতর দিক, দু শাহাদত আঙুল দিয়ে তাদের বাইরের দিক দু বৃদ্ধা আঙুল দিয়ে। -(নাসাঈ)

### রাসূল (স) ওযুর সময় দু আঙুল কানে ঢুকাতেন

হাদীস : ৩৮০ ॥ হযরত রুবাইয়ে বিনতে মুআব্বেষ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে ওযু করতে দেখেছেন। তিনি বললেন, মাতা মাসেহ করলে তা সামনের দিক ও পেছন দিক এবং দু কানপাটি ও দু কান এক বার করে। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) ওযু করলেন এবং দু আঙুল দু কানের ছিদ্রে ঢুকালেন। -(আবু দাউদ। তিরমিযী প্রথম অংশ এবং আহমদ ও ইবনে মাজাহ দ্বিতীয় অংশ বর্ণনা করেছেন।)

**ওযুতে মাথা মাসেহ করতে হয়**

হাদীস : ৩৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে ওযু করতে দেখেছেন এবং এটাও শুনেছেন যে, রাসূল (স) মাথা মাসেহ করলেন এমন পানি দিয়ে, যা তার হস্তাভয়ের পানি উদ্ধৃত নয়। -তিরমিযী এবং মুসলিম কিছু অধিকসহ বর্ণনা করেছেন।)

**ওযুতে দু চোখের কোণ মলতে হয়**

হাদীস : ৩৮২ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) একবার রাসূল (স)-এর ওযুর কথা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, ওযুতে তিনি দু চোখের কোণ মললেন এবং বললেন, কান দুটি মাথারই অংশ। - (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও তিরমিযী)।  
কিন্তু আবু দাউদ ও মিরমিযী এটাও বর্ণনা করেছেন, এ হাদীসের অপর রাবী হাম্মাদ বলেন, আমি জানি না কান দুটি মাথারই অংশ কথাটি কার। আবু উমামার না রাসূল (স)-এর। **হাদীস - ৩৮২**

**রাসূল (স)-এর নিয়ম বহির্ভূত কোনো কাজ করা ঠিক নয়**

হাদীস : ৩৮৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা বলেছেন, রাসূল (স)-এর কাছে এক বেদুঈন এসে তাঁকে ওযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তাকে তিনি তিনবার করে দেখালেন। অতপর বললেন, ওযু এরূপ, যে এর উপর বাড়াল সে মন্দ কাজ করল, সীমালঙ্ঘন করল ও যুলুম করল। - (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আবু দাউদ অনুরূপ অর্থে।)

**ওযুতে সীমালঙ্ঘন করা ঠিক নয়**

হাদীস : ৩৮৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পুত্রকে এরূপ বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে বেহেশতের ডান দিকের সাদা বালাখানাটি চাই। এ কথা শুনে তিনি বললেন, বাবা! আল্লাহর কাছে শুধু বেহেশত ভিক্ষা কর এবং দোষ থেকে পানাহ চাও। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সহসাই এ উম্মতের মধ্যে এমন সব লোক আসবে, যারা ওযু এবং দোআতে সীমালঙ্ঘন করবে। - (আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

**শয়তান ওযুতে ওয়াসওয়াসা দেয়**

হাদীস : ৩৮৫ ॥ হযরত উবাই ইবন কাব (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ওযুর মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেয়ার জন্য একটি শয়তান রয়েছে, যাকে বলা হয় 'ওলাহান'। সুতরাং পানির ওয়াসওয়াসা থেকে সতর্ক থাকবে। - (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব, এর সনদ সবল নয়। কারণ রাবী খারেজা ইবনে মোসহাব মুহাম্মদসীনের কাছে সবল নয়। অথচ তিনি ছাড়া এ হাদীস কেউ মারুফ সূত্রে বর্ণনা করেননি। **নিতান্তই যইফ-৯০**

**পরণের কাপড় দিয়ে ওযুর পানি মুছা যায়**

হাদীস : ৩৮৬ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, যখন তিনি ওযু করতেন, আপন কাপড়ের কিনারা দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল মুছে ফেলতেন। - (তিরমিযী) **হাদীস - ৩৮৬**

**ওযু করে অঙ্গসমূহ মুছে ফেলতে হয়**

হাদীস : ৩৮৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর একটি পৃথক কাপড় খণ্ড ছিল, যা দিয়ে তিনি ওযুর পরে তাঁর ওযুর অঙ্গসমূহ মুছে নিতেন। - (তিরমিযী, তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি সবল নয়। এর রাবী আবু মুআয মুহাম্মদসীনের কাছে দুর্বল।)

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ****হাদীস - ৩৮৭****ওযুর অঙ্গসমূহ এক বার দু বার, তিন বার ধোয়া যায়**

হাদীস : ৩৮৮ ॥ হযরত সাবিত ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, আমি ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বকরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কি হযরত জাবির (রা) বলেছেন, রাসূল (স) ওযু করেছেন, কখনও এক বার কখনও দু বার, আবার কখনও তিন তিন বার করে। তিনি উত্তর করলেন, হ্যাঁ। - (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) **হাদীস - ৩৮৮**

**রাসূল (স) দু বার করে ওযুর অঙ্গ ধুতেন**

হাদীস : ৩৮৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন ওযু করলেন, দু দু বার করে এবং বললেন, এটা এক নূরের উপর আর এক নূর। **হাদীসটি জাল, ভিত্তিহীন-৯৭**

**হযরত ইব্রাহীম (আ) ওযুতে অঙ্গগুলো তিন বার ধুতেন**

হাদীস : ৩৯০ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন ওযু করলেন, তিন তিন বার করে এবং বললেন, এটা আমার ওযু এবং আমার পূর্বকার নবীগণের ওযু। বিশেষ করে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ওযু। (রাযীন হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন। নববী শরহে মুসলিমে দ্বিতীয়টিকে যঈফ বলেছেন।)

### প্রতি নামাযের জন নতুন ওয়ু করা উচিত

হাদীস : ৩৯১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক ওয়াজের নামাযের জন্যই নতুন ওয়ু করতেন এবং আমাদের কোনো ব্যক্তির জন্য এক ওয়ুই যথেষ্ট, যে পর্যন্ত না সে ওয়ু ভঙ্গ হয়। -(দারেমী)

### ওয়ু করলে শরীর পবিত্র হয়

হাদীস : ২৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা, ইবনে মাসউদ ও ইবনে ওমর (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ওয়ু করল এবং বিসমিল্লাহ পড়ল, সে তার সমস্ত শরীর পবিত্র করল। আর যে ওয়ু করল অথচ বিসমিল্লাহ পড়ল না, সে কেবল তাঁর ওয়ুর স্থানসমূহকেই পবিত্র করল। ২৫২০—২৬

### ওয়ুর সময় হাতে আংটির নীচে পানি পৌছতে হবে

হাদীস : ৩৯৩ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নামাযের ওয়ু করতেন, আপন আঙুলের আংটি নাড়া দিতেন। -(দারা কুতনী উপরোক্ত হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাজাহ শুধু দ্বিতীয়টি বর্ণনা করেছেন।)

### ওয়ুর পূর্বে মিসওয়াক করতে হয়

হাদীস : ৩৯৪ ॥ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাক্কান (র.) বলেন, একদিন আমি ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন তো আপনার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) প্রত্যেক নামাযের জন্যই নতুন ওয়ু করতেন, তিনি ওয়ুর সাথে থাকেন বা বিনা ওয়ুতে, তা তিনি কার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন? ওবায়দুল্লাহ উত্তর করলেন, হযরত আসমা বিনতে যায়েদ ইবনে কাতাব তাঁকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা আলগাসীল সাহাবী তাঁকে বর্ণনা করেছেন, প্রথমে রাসূল (স)-কে প্রত্যেক ওয়াজের নামাযের জন্যই নতুন ওয়ু করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তিনি ওয়ুর সাথে থাকুন বা বিনা ওয়ুতে। যখন এটা রাসূল (স)-এর উপর কঠিন হল, তখন প্রত্যেক নামাযের জন্য মিসওয়াক করতে নির্দেশ দেয়া হল এবং ওয়ু ভঙ্গ ছাড়া ওয়ু করা তাঁর জন্য মওকুফ করা হল। ওবায়দুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ মনে করতেন, এ ব্যাপারে তাঁর শক্তি রয়েছে, অতএব, তিনি তা করে গেছেন, নিজের মৃত্যু পর্যন্ত। -(আহমদ)

### ওয়ুতে পানি অপচয় করা ভাল নয়

হাদীস : ৩৯৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল (স) সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর কাছে পৌছলেন, সাদ তখন ওয়ু করছিলেন। রাসূল (স) বললেন, এ অপচয় কেন সাদ? সাদ উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! ওয়ুতেও কি অপচয় আছে? রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়! যদিও তুমি প্রবাহমান নদীর ধারে হও। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

## সপ্তম অধ্যায়

### গোসলের গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### সহবাসে বীর্য বের না হলে গোসল ফরয হয় না

হাদীস : ৩৯৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোসল ফরয নয় পানি (বীর্য) ছাড়া। -(মুসলিম)

#### উভয়ের যৌনাঙ্গ মিলিত হলে গোসল ফরয হয়

হাদীস : ৩৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকের চার শাখায় (দুই হাত ও দুই পায়ের) সামনে বসে এবং (সঙ্গমে রত হয়ে বীর্যপাতের জন্য) প্রয়াস পায়, তখন নিশ্চয় গোসল ফরয হয়, যদিও সে বীর্যপাত না করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### স্বপ্নদোষ হলে বীর্য দেখা গেলে গোসল ফরয হয়

হাদীস : ৩৯৮ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, একদিন উম্মে সুলাইম বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আল্লাহপাক হক কথা বলতে লজ্জা করেন না, অতএব আমি লজ্জা করব না। স্ত্রীলোকের উপর কি গোসল ফরয হয়? যখন তার স্বপ্নদোষ হয়? রাসূল (স) বললেন, ইয়া, যখন সে বীর্য দেখে। এ কথা শুনে হযরত উম্মে সালামা লজ্জায় নিজের মুখ ঢেকে ফেলল এবং বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? রাসূল (স) বললেন, ইয়া কি আশ্চর্য! তার সন্তান তার সাদৃশ্য হয় কেমন করে? -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু ইমাম মুসলিম উম্মে সুলাইমের বর্ণনার মাধ্যমে এ কথাগুলো অধিক বলেছেন, রাসূল (স) এ কথাও বলেছেন যে, পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা ও হলদে। উভয়ের মধ্যে যেটিই জরী হয় অথবা গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে, সাদৃশ্য হয় তারই।

### রাসূল (স) চার সের পানি দিয়ে গোসল করতেন

হাদীস : ৩৯৯ । হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রায় এক সের পানি দিয়ে গুঁষ করতেন এবং প্রায় চার থেকে পাঁচ সের পানি দিয়ে গোসল করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### স্বামী-স্ত্রী এক পাত্র থেকে ফরয গোসল করা যায়

হাদীস : ৪০০ । হযরত মুয়াজ বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি এবং রাসূল (স) আমার ও তাঁর মধ্যস্থলে রক্ষিত একটি মাত্র পাত্র থেকে একসাথে গোসল করতাম। তিনি তাড়াতাড়ি করে আমার অঙ্গে পানি নিতেন। আর আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন। মুয়াজ বলেন, তখন তাঁরা উভয়েই নাপাক অবস্থায় থাকতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### ফরয গোসলের আগে প্রথমে দু হাত ধুতে হয়

হাদীস : ৪০১ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নাপাকীর গোসল করতেন, এভাবে শুরু করতেন, প্রথমে দু হাত কজি পর্যন্ত ধুতেন, অতপর গুঁষ করতেন যেভাবে নামাযের জন্য গুঁষ করতে হয়। তারপর আঙুলসমূহ পানিতে ডুবাতেন এবং তা দিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন, অতপর দু হাত দিয়ে মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন, তারপর শরীরের সর্বস্থানে পানি প্রবাহিত করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) একরূপে শুরু করেন, পায়ে হাত ডুবানোর পূর্বে প্রথমে দু হাত কজি পর্যন্ত ধুয়ে নিতেন, অতপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর পানি ঢালতেন এবং তা দিয়ে লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতেন, অতপর গুঁষ করতেন।

### ফরয গোসল করতে লজ্জাস্থান ধুতে হয়

হাদীস : ৪০২ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত মায়মুনা (রা) বলেছেন, এক বার আমি রাসূল (স)-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম, অতপর একটা কাপড় দিয়ে তাকে পর্দা করলাম। তিনি প্রথমে নিজের দু হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং তা ধুলেন, অতপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর কিছু পানি ঢাললেন এবং লজ্জাস্থান ধুলেন, অতপর হাত মাটিতে মারলেন এবং তাকে মুছে নিলেন। পুন হাত ধুলেন, কুলি করলেন, বাকি পানি ঢাললেন এবং সমস্ত অঙ্গে পানি প্রবাহিত করলেন। এরপর তিনি কিছু সরে গিয়ে দু পা ধুলেন, অতপর আঁখি তাঁকে কাপড় দিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না, হস্তদ্বয় ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন।

-(বোখারী ও মুসলিম। কিন্তু পাঠ বোখারীর)

### হায়েযের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতে হয়

হাদীস : ৪০৩ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আনসারীদের এক স্ত্রীলোক রাসূল (স)কে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তাকে বলে দিলেন, কিভাবে তা করবে। অতপর বললেন, মেশকের সুগন্ধিযুক্ত একটা কাপড়ের খণ্ড নিবে এবং তা দিয়ে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। সে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি তা দিয়ে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? রাসূল (স) আবার বললেন, পবিত্রতা অর্জন করবে। সে পুন বলল, আমি কিভাবে তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করব? রাসূল (স) বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি তাকে আমার দিকে টেনে নিলাম এবং চুপি চুপি বললাম, রক্ত ক্ষরণের পর তা দিয়ে মুছে নিবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### ফরয গোসলে মেয়েদের মাথার বেণী খুলতে হয় না

হাদীস : ৪০৪ । হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি আমার মাথার চুলে বেণী শক্তভাবে বাঁধি। ফরয গোসলের জন্য আমি কি সেটি খুলে দেব? রাসূল (স) বললেন, না, তুমি তোমার মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢালবে, এতেই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতপর তুমি তোমার শরীরে পানি প্রবাহিত করবে এবং পবিত্রতা লাভ করবে। -(মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### স্বপ্নদোষের আলামত দেখলে গোসল করতে হবে

**হাদীস : ৪০৫** । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোনো পুরুষ আর্দ্রতা পাচ্ছে অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার মনে পড়ছে না। সে কি করবে? তিনি বললেন, সে গোসল করবে। অপরপক্ষে কোনো পুরুষ স্মরণ করছে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে, অথচ আর্দ্রতা কোথাও পাচ্ছে না। তিনি বললেন, তার উপর গোসল ফরয নয়। এ সময় উম্মে সুলাইম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! যে স্ত্রীলোক এমন দেখবে তার উপরও কি গোসল ফরয হবে? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মতো। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ, গোসল নয় পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)

### স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করলে গোসল ফরয হয়

**হাদীস : ৪০৬** । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন পুরুষের খতনার স্থল স্ত্রীর খতনার স্থলে প্রবেশ করবে, তখন উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে। আমি ও রাসূল (স) তা করেছি। অতপর উভয়ে গোসল করেছি। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

### কেশের নীচে নাপাকী থাকে

**হাদীস : ৪০৭** । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক কেশের নীচেই নাপাকী রয়েছে। সুতরাং কেশসমূহকে উত্তমরূপে ধুবে এবং চর্মকে ভাল করে মলে পরিষ্কার করবে। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব এবং এর রাবী হারেছ ইবনে ওজীহ তেমন গ্রহণযোগ্য রাবী নয়। **হাদীস-১০০**

### এক বিন্দু নাপাকী থাকলে কিয়ামতে শান্তি পেতে হবে

**হাদীস : ৪০৮** । হযরত আলী মুরতাযা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নাপাকীর এক চুল পরিমাণ ছলিও ছেড়ে দেবে এবং তা ধুবে না তার সাথে আগুনের দ্বারা এমন ব্যবস্থা করা হবে। হযরত আলী (রা) বলেন, সে অবধিই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা শুরু করেছি, সে থেকে আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা শুরু করছি, সেই থেকেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা শুরু করছি। তিন বার বললেন। -(আবু দাউদ, আহমদ ও দারেমী)

কিন্তু আহমদ ও দারেমী সে থেকেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করছি, বাক্য বার বার বলেননি।

### গোসলের পর ওযু করতে হয় না **হাদীস-১০১**

**হাদীস : ৪০৯** । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) গোসলের পর ওযু করতেন না। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, মাসাদি ও ইবনে মাজাহ)

### নাপাকীর গোসলে সর্ব শরীরে পানি ঢালতে হয়

**হাদীস : ৪১০** । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) খিতমী দিয়ে নিজের মাথা দুতেন অথচ তিনি নাপাক। একেই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন এবং মাথায় পুনরায় পানি ঢালতেন না। -(আবু দাউদ) **হাদীস-১০২**

### উলঙ্গ হয়ে গোসল করা উচিত নয়

**হাদীস : ৪১১** । হযরত ইয়লা ইবনে মররা (রা) বলেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে উন্মুক্ত স্থানে গোসল করতে দেখলেন এবং মিশরে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতপর বললেন, আল্লাহপাক বড় লজ্জাশীল ও বড় পর্দাকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও পর্দা করাকে ভালবাসেন। অতএব, যখন তোমাদের কেউ গোসল করবে সে যেন পর্দা করে। -(আবু দাউদ ও নাসাদি)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### সহবাস করলে গোসল ফরয হয়

**হাদীস : ৪১২** । হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোসল ফরয হয় গুরুপাতের দরুনই। এ অনুমতি ইসলামের প্রথম দিকে ছিল, অতপর এটা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

### এক বিন্দু পরিমাণ শুকনো থাকলে গোসল শুদ্ধ হবে না

**হাদীস : ৪১৩** । হযরত আলী (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এলো এবং বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি নাপাকীর গোসল করেছি ও ফজরের নামায পড়েছি, অতপর দেখি এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি, রাসূল (স) বললেন, যদি তখন তুমি তার উপর তোমার ভিজা হাত মুখে দিতে, তোমার জন্য যথেষ্ট হত। -(ইবনে মাজাহ),

### নাপাকীর গোসল প্রথমে ছিল সাত বার **নিভাতই যাইফ - ১০৩**

**হাদীস : ৪১৪** । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, নামায ছিল পঞ্চাশ ওয়াক্ত, নাপাকীর গোসল ছিল সাত বার এবং কাপড় থেকে পেশাব ধোয়া ছিল সাত বার। রাসূল (স) আল্লাহর দরবারে বার বার প্রার্থনা করতে থাকেন, ফলে নামায করা হয় পাঁচ ওয়াক্ত, নাপাকীর গোসল করা হয় এক বার পেশাব থেকে কাপড় ধোয়া হয় এক বার। -(আবু দাউদ)

**হাদীস - ১০৪**



## অষ্টম অধ্যায়

### শরীয়তের নিম্নে গোসল

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

**কমপক্ষে সাত দিনে এক বার গোসল করতে হয়**

**হাদীস : ৪১৫** । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আবশ্যিক সে যেন, প্রত্যেক সাত দিনের মধ্যে একদিন গোসল করে, এতে সে তার মাথা ও তার শরীর ধোয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

**জুমার দিনে গোসল করা প্রত্যেকের উচিত**

**হাদীস : ৪১৬** । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমার নামাযে যাবে, তখন সে যেন গোসল করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**জুমার দিনে গোসল ওয়াজিব**

**হাদীস : ৪১৭** । হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমার দিনে গোসল করা ওয়াজিব প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**চার কারণে গোসল করা যায়**

**হাদীস : ৪১৮** । হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) চার কারণে গোসল করতেন, নাপাকীর কারণে, জুমার দিনে, শিলা লাগানোর কারণে ও মুরদাকে গোসলদানের কারণে। -(আবু দাউদ) ২১২৬-২৫৫

**মৃতকে বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল দিবে**

**হাদীস : ৪১৯** । হযরত কায়েস ইবনে আসেম (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, রাসূল (স) তাঁকে হুকুম করলেন, বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল করাতে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

**জুমার দিনে গোসল করা উত্তম কাজ**

**হাদীস : ৪২০** । হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে ওয়ূ করল, ওয়ূ হল তার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম। আর যে ব্যক্তি গোসল করল, গোসল হল তার জন্য উত্তমতর। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও দারেমী)

**মৃতকে গোসল দিয়ে নিজে গোসল করতে হয়**

**হাদীস : ৪২১** । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুরদাকে গোসল দিবে সে যেন গোসল করে। -(ইবনে মাজাহ)

কিন্তু আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ এ বাক্যটি বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, আর যে মুরদাকে বহন করে সেও যেন ওয়ূ করে।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

**জুমার দিনে গোসল করার নিয়ম চালু হলো কখন**

**হাদীস : ৪২২** । হযরত ইকরামা (রা) বলেন, ইরাকের কতক লোক এলো এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করল, হে ইবনে আব্বাস! আপনি জুমার দিনের গোসলকে ওয়াজিব বলে মনে করেন? উত্তরে তিনি বললেন, না, তবে গোসল যে করবে তার জন্য তার পবিত্রতার ও উত্তমতর হবে, আর যে গোসল করল না তার উপর তা ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে বলছি, কিভাবে জুমার গোসল শুরু হল, লোক দরিদ্র ছিল এবং পশমের মোটা কাপড় পরত। তদুপরি পিঠে বোজা বহন করে পরিশ্রম করত, অথচ তাদের মসজিদ ছিল ছোট ও নীচু ছাদবিশিষ্ট খেজুর ডালের ছাপড়া। এমতাবস্থায় একদিন গরমের সময় রাসূল (স) মসজিদের দিকে বের হলেন, তখন মানুষ সে পশমের কাপড়ে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ চড়িয়ে পড়েছিল, যাতে একের জন্যে অন্যের কষ্ট হচ্ছিল। যখন রাসূল (স) দুর্গন্ধ অনুভব করলেন। বললেন, হে লোক সকল! যখন এদিন আসবে, তোমরা গোসল করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন উৎকৃষ্ট তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করে। ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর আল্লাহপাক তাদেরকে সম্পদ দান করে, তারা পশম ছাড়া অন্য কাপড়ও পরতে থাকেন এবং তাঁদের মেহনত মজুরিরও অবসান ঘটে, আর তাদের মসজিদও সম্প্রসারিত হয় এবং ঐসব জিনিস দূর হয়ে গেল, যা একের জন্যে অন্যের কষ্টের কারণ হয়েছিল। যেমশ, ঘাম ইত্যাদি। -(আবু দাউদ)

## নবম অধ্যায়

## নাপাকী ব্যক্তির সাথে মেলামেশার অপকারিতা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

দু'বার সহবাস করার ইচ্ছা করলে মাঝে ওয়ু করতে হয়

হাদীস : ৪২৩ ॥ হযরত আবু সাদ্দ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতপর আবার তা করতে ইচ্ছা রাখে, সে যেন মাঝখানে ওয়ু করে। -(মুসলিম)

রাসূল (স) এক সাথে কয়েক স্ত্রীর কাছে যাওয়ার আগে ওয়ু করতেন

হাদীস : ৪২৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর বিভিন্ন স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন একই গোসলে। -(মুসলিম)

রাসূল (স) নাপাক অবস্থায় আত্মাহুকে স্পর্শ করতেন

হাদীস : ৪২৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) আত্মাহু ইয়াদ করেন তাঁর সকল অবস্থায়। -(মুসলিম)

## মুমিন কখনো নাপাকী হয় না

হাদীস : ৪২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার আমার সাথে রাসূল (স)-এর সাক্ষাৎ হলো। তখন আমি নাপাকী ছিলাম, তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমি তাঁর সাথে চলতে থাকলাম, যে পর্যন্ত না তিনি বসলেন। তখন আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং ঠিকানায় এসে গোসল করলাম। অতপর পুনরায় তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম। তখনও তিনি সেখানে বসে আছেন। তিনি বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে, হে আবু হুরায়রা! আমি তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। শুনে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! মুমিন নাপাকী হয় না। -(এটা বোখারীর বর্ণনা, এর ভাবার্থ মুসলিমও বর্ণনা করেছেন এবং বোখারীর কথার উপর একটু বাড়িয়েছেন, আমি উক্তরে রাসূল (স)-কে বললাম, যখন আমার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হল, তখন আমি নাপাক। অতএব, আপনার সাথে বসটাকে অপছন্দ মনে করলাম, যে পর্যন্ত না গোসল করি। বোখারীর অপর বর্ণনায়ও এমন রয়েছে।)

## নাপাকী অবস্থায় ওয়ু করে ঘুমাতে হয়

হাদীস : ৪২৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) এক বার রাসূল (স)-এর কাছে আরম্ভ করলেন, রাতে তিনি জানাবাতে পতিত হন। রাসূল (স) তাঁকে বললেন, তখন ভূমি ওয়ু করবে এবং তোমার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতপর ঘুমাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

## জানাবত অবস্থায় খাওয়ার পূর্বে ওয়ু করতে হয়

হাদীস : ৪২৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন জানাবাত অবস্থায় থাকতেন, আর এ অবস্থায় খাবার বা ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি নামাযের ন্যায় ওয়ু করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## নাপাকী ব্যক্তির স্পর্শে পানি নাপাক হয় না

হাদীস : ৪২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর একজন স্ত্রী একটি গামলাতে গোসল করলেন, অতপর রাসূল (স) তা থেকে ওয়ু করার ইচ্ছা করলেন। স্ত্রী বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি নাপাকী ছিলাম। রাসূল (স) বললেন, পানি নাপাক হয় না। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। দারেমীও এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শরহসুন্নায় রয়েছে, আবদুল্লাহ এ ঘটনা তাঁর খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা থেকে বর্ণনা করেছেন।)

## নাপাক শরীরে অন্যকে স্পর্শ করা যায়

হাদীস : ৪৩০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নাপাকীর গোসল করতেন, অতপর আমাকে জড়িয়ে ধরে শরীর গরম করতেন। আমার গোসল করার আগেই। -(ইবনে মাজাহ) ৫২৫-২০৬

## রাসূল (স) পায়খানা থেকে বের হয়ে কুরআন পড়েছেন

হাদীস : ৪৩১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) পায়খানা থেকে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। তাঁকে কুরআন থেকে বাধা দিতে পারত না জানাবাত ছাড়া কিছুই।

৫২৫-২০৭ -(আবু দাউদ ও নাসাই)

**ঋতুবতী মহিলা কুরআন স্পর্শ করবে না**

হাদীস : ৪৩২ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীকে এবং নাপাকী ব্যক্তি কুরআনের কিছুই পড়বে না। -(তিরমিযী) হাদীসটি মুনকার-১০৮

**নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষেধ**

হাদীস : ৪৩৩ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) বললেন, এ সকল ঘরের দরজা মসজিদের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও। কেননা, আমি মসজিদকে ঋতুবতী স্ত্রীলোক ও নাপাকী ব্যক্তির জন্য জায়েয মনে করি না। -(আবু দাউদ)

**নাপাকী ব্যক্তির ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না** যঈস-১০৯

হাদীস : ৪৩৪ । হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না সে ঘরে, যাতে কোনো ছবি রয়েছে অথবা কুকুর বা নাপাকী ব্যক্তি রয়েছে। -(আবু দাউদ ও নাসাই) যঈস-১১০

**তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা আসে না**

হাদীস : ৪৩৫ । হযরত আশ্মার ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির কাছে রহমতের ফেরেশতা আসে না। কাকের মৃতদেহ, খালুক ব্যবহারকারী ও নাপাকী ব্যক্তি, কিন্তু সে যদি ওয়ূ করে। -(আবু দাউদ)

**কুরআন পবিত্র হয়ে স্পর্শ করতে হয়**

হাদীস : ৪৩৬ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) আমর ইবনে হাযমের কাছে যে পত্র লিখেছেন, তাতে এ কথাও ছিল, পাক ব্যক্তি ছাড়া যেন কেউ কুরআন স্পর্শ না করে। -(মালিক ও দারী কুতলী)

**পায়খানা থেকে দূরে হয়ে তায়াম্মুম করতে হয়**

হাদীস : ৪৩৭ । হযরত নাকে (র.) বলেন, একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর সাথে তাঁরই কোনো কাজে গিয়েছিলাম। অতপর তিনি তাঁর কাজ সমাধা করলেন। সেদিন তাঁর কথার মধ্যে এ কথাটি ছিল, তিনি বললেন, এক ব্যক্তি কোনো এক গলিতে চলছিল এবং সেখানে রাসূল (স)-এর সাক্ষাৎ পেল। তিনি তখন পায়খানা বা প্রস্তাব থেকে বের হয়েছিলেন। সে রাসূল (স)-কে সালাম করল, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। এমনকি যখন লোকটি গলিতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, তখন রাসূল (স) দুই হাত দেয়ালের উপর মারলেন এবং তা দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন, অতপর পুনরায় হাত মারলেন এবং দু হাত মাসেহ করলেন তারপর লোকটির সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, আমি ওয়ূর সাথে ছিলাম না, এটাই তোমার সালামের উত্তর দিতে আমাকে বাধা দিয়েছিল। -(আবু দাউদ)

**রাসূল (স) ওয়ূ না করে সালামের জবাব দেননি** যঈস-১১১

হাদীস : ৪৩৮ । হযরত মুহাজির ইবনে কুনযুয (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এক বার রাসূল (স) এর কাছে এলেন। রাসূল (স) তখন পেশাব করছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম করলেন, কিন্তু রাসূল (স) তাঁর সালামের উত্তর দিলেন না, যে পর্যন্ত না ওয়ূ করলেন। অতপর তিনি ওজরখাহী করলেন এবং বললেন, ওয়ূ ছাড়া আমি আব্দাহর নাম নিতে পছন্দ করি না। -(আবু দাউদ)

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ****রাসূল (স) নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে ন**

হাদীস : ৪৩৯ । উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) নাপাক অবস্থায় হতেন, অতপর ঘুমাতে, আবার জাহাজ হতেন, আবার ঘুমাতে। -(আহমদ)

**গোসলের আগে ওয়ূ করতে হয়**

হাদীস : ৪৪০ । হযরত শোবা (রা) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) যখন নাপাকীর গোসল করতেন, ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর সাত বার পানি ঢালতেন, অতপর গুণ্ডাক ধুতেন। এক বার তিনি ভুলে গেলেন, পানি কত বার ঢেলেছেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম, আমি বলতে পারি না। তিনি বললেন, তুমি মাতৃহীন হও। কিসে তোমাকে এটা জানতে বাধা দিল? তিনি তাঁর নামাযের ওয়ূর ন্যায় ওয়ূ করলেন, অতপর বললেন, এমনিভাবে রাসূল (স) পবিত্রতা লাভ করতেন। -(আবু দাউদ) যঈস-১১২

**অধিক পবিত্রতার জন্য একাধিক বার গোসল করতে হয়**

হাদীস : ৪৪১ । হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, এক রাতে রাসূল (স) তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি এর-কাছে এক বার অপরাধজনের কাছে একবার গেলেন অতপর এক বার গোসল করলেন। আবু রাফে বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বশেষে, এক বারই মাত্র কেন গোসল করলেন না? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, এটা হচ্ছে অধিক পবিত্রতাবর্ধক, অধিক আনন্দদায়ক ও অধিক পরিচ্ছন্নতাকর। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

### পুরুষের অবশিষ্ট পানি দিয়ে ত্রীলোক গোসল করতে পারবে

হাদীস : ৪৪২ । তাবেঈ হযরত হুমাইদ হিমাইয়ারী বলেন, আমি এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম, তিনি চার বছর সময় রাসূল (স)-এর সাহচর্যে ছিলেন, যেভাবে হযরত আবু হুরায়রা সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, পুরুষের অবশিষ্ট পানি দিয়ে ত্রীলোকে গোসল করে অথবা ত্রীলোকের অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষ লোকে গোসল করে। পরবর্তী রাবী মুসাদ্দাদ এ কথা বাড়িয়ে বলেছেন, বরং উভয় যেন একই সঙ্গে অঞ্জলি ভরে।  
-(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ইমাম আহমদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং প্রথম দিকে এ কথা বাড়িয়েছেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন আমাদের কারো প্রতিদিন চিরুনি করতে এবং গোসলের জায়গায় পেশাব করতে। ইবনে মাজাহ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস থেকে।

### ত্রীলোকের ওয়ূর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষ ওয়ূ করবে না

হাদীস : ৪৪৩ । হযরত হাকাম ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, ত্রীলোকের ওয়ূর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষ লোক ওয়ূর করে। -(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

তিরমিযী এ কথা বাড়িয়ে বলেছেন, রাবী সদ্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রাসূল (স) হযরত ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট পানি বলেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান সহীহ।

## দশম অধ্যায়

### পানি ব্যবহারের গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) বন্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪৪৪ । হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন বন্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে। -(মুসলিম)

#### বন্ধ পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ

হাদীস : ৪৪৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বন্ধ পানিতে যা প্রবাহমান নেই এমন পানিতে প্রস্রাব না করে, পরে সে তাতে গোসল করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বন্ধ পানিতে গোসল না করে যখন সে নাপাক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, তখন সে কিভাবে করবে, হে আবু হুরায়রা! তিনি বললেন, সে তা থেকে উঠিয়ে নিবে। অর্থাৎ পানি উঠিয়ে গোসল করবে।

#### রাসূল (স)-এর ওয়ূর অবশিষ্ট পানি ওয়ূর হিসেবে ব্যবহৃত হত

হাদীস : ৪৪৬ । হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমার খালা আমাকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার এ ভগ্নী পুত্র রোগগ্রস্ত। রাসূল (স) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দোআ করলেন। অতপর তিনি ওয়ূ করলেন, আমি তাঁর ওয়ূর পানি কিছু পান করলাম। অতপর আমি তাঁর পেছনে দাঁড়লাম এবং তাঁর দু কাঁধের মধ্যে মশারির ঘুটির ন্যায় মোহরে নবুওত দেখলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### পানি দু কোন্ডা পর্যন্ত তাকলে নাপাক হয় না

হাদীস : ৪৪৭ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল সে পানি সম্পর্কে, যা মাঠে-বিয়াবানে থাকে, আর পর পর তাতে নানা ধরনের বন্য জীব-জন্তু ও হিংস্র পশু এসে তাকে। উত্তরে তিনি বললেন, পানি যখন দু কোন্ডা পরিমাণ হয়, তখন তা নাপাক হয় না। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)

## পানি সর্ব অবস্থায় পাক থাকে

হাদীস : ৪৪৮ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা কি 'বোয়াআ' কূপের পানি দিয়ে ওয়ূ করতে পারি? অথচ তা এমন একটি কূপ, যাতে হায়েযের নেকড়া, মরা কুকুর ও পৃথিবীকর্ময় আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, পানি পাক, কোন জিনিসই তাকে নাপাক করতে পারে না। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

## সাগরের লোনা পানি পাক

হাদীস : ৪৪৯ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা সমুদ্রে সওয়ার করি এবং সাথে সামান্য পানি নিয়ে যাই। যদি আমরা তা দিয়ে ওয়ূ করি, তবে পিপাসায় পতিত হই, এমতাবস্থায় আমরা সাগরের লোনা পানি দিয়ে ওয়ূ করতে পারি কিনা? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, সমুদ্রের পানি পাক এবং উহার মরা হালাল। -(মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

## খেজুর ও পানি পবিত্র

হাদীস : ৪৫০ । তাবেঈ আবু য়ায়েদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জ্বিনের রাতে রাসূল (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মশকে কি রয়েছে? তিনি বললেন, নবীয। রাসূল (স) বললেন, খেজুর পাক এবং পানি পবিত্রকারী। -(আবু দাউদ) ২৫২০-২১৬

আহমদ ও তিরমিযী শেষের দিকে এটা বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, অতপর রাসূল (স) তা দিয়ে ওয়ূ করলেন কিন্তু তিরমিযী এর সনদের সমালোচনা করে বলেন, আবু য়ায়েদ একজন মাজহুল ব্যক্তি। সহীহ সূত্রে ইবনে মাসউদ অপর শাগরেদ আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) স্বয়ং বর্ণনা করেন, আমি জিনের রাতে রাসূল (স)-এর সাথে ছিলাম না। -(মুসলিম)

## বিড়ালে মুখ দিলে পানি নাপাক হয় না

হাদীস : ৪৫১ । কাবশা বিনতে কাব ইবনে মালিক যিনি আবু কাতাদার পুত্রবধু ছিলেন। তাঁর কর্তৃক বর্ণিত আছে, একদিন আবু কাতাদা তাঁর কাছে গেলেন। তিনি তাঁর জন্য ওয়ূর পানি ঢাললেন। তখন একটি বিড়াল এলো এবং তা থেকে পানি পান করতে লাগল আর তিনি তার জন্য পাটটি কাত করে ধরলেন, যে পর্যন্ত না সে পান করল। কাবশা বলেন, তখন তিনি আমাকে দেখলেন, আমি তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছি। তিনি বললেন, হে ভাতিজী! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। তা তোমাদের ঘন ঘন বিচরণকারী অথবা বিচরণকারিণী। -(মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

## বিড়ালের খুটা নাপাক নয়

হাদীস : ৪৫২ । দাউদ ইবনে সালাহ ইবনে দীনার (তাবেঈ) তাঁর মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মাতার মুক্তিদানকারিণী মনিব এক বার তাঁকে কিছু হারীসা নিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তাঁর মাতা বলেন, আমি গিয়ে দেখলাম, তিনি নামায পড়ছেন। তখন তিনি আমাকে ইশারা করলেন, এটা রেখে দাও। এ সময় একটি বিড়াল এলো এবং তা থেকে কিছু খেল। অতপর হযরত আয়েশা (রা) বিড়ালের খাওয়া স্থান থেকে খেলেন এবং বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। এটা তোমাদের পাশে ঘন ঘন বিচরণকারীদের একটি জন্তু। এবং আমি রাসূল (স)-কে উহার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে ওয়ূ করতে দেখেছি। -(আবু দাউদ)

## পাখার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে ওয়ূ করা যায়

হাদীস : ৪৫৩ । হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা কি পাখার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে ওয়ূ করতে পারি? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, বরং সকল অহিস্র জন্তুর উচ্ছিষ্ট হারুই। -(শরহুস সুন্নাহ)

## হালাল খাদ্য মিশ্রিত পানিতে গোসল ২৫২০-২২৪

হাদীস : ৪৫৪ । হযরত উম্মে হানী বলেন, রাসূল (স) ও উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা একটি গামলায় গোসল করেছেন, যাতে খামির করা আটার অবশিষ্ট ছিল। -(নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## হিস্র জন্তু পানিতে মুখ দিলে তা নাপাক

হাদীস : ৪৫৫ । হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবদুর রহমান বলেন, এক বার হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা) এক কাফেলার সাথে বের হলেন, যাদের মধ্যে হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-ও ছিলেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি



হাউয়ের কাছে পৌছলেন। তখন আমার ইবনুল আস বললেন, হে হাউয়ের মালিক! তোমার হাউয়ে কি হিংস্র জন্তুরাও পান করতে আসে? এ সময় হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব বলেন, হে হাউজের মালিক! আমাদের এ সংবাদ দিন না। এ পানির ঘাটে কখনও আমরা আসি আর কখনও জন্তুরা আসে। -(মালিক) ২২২০-২২২৫

**রোদে গরম করা পানি দিয়ে গোসল করা উচিত নয়**

হাদীস : ৪৫৬ ৥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রোদে গরম করা পানি দিয়ে গোসল করো না। কেননা, এটা শ্বেত-কুষ্টি সৃষ্টি করে। -(দারা কুতনী) ২২২০-২২২৭

**গৃহপালিত পশু পানি পান করলে অবশিষ্ট পানি হালাল**

হাদীস : ৪৫৭ ৥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মক্কা ও মদীনার মধ্যে অবস্থিত কূপসমূহ সম্পর্কে, যাতে হিংস্র জন্তু, কুকুর ও গাধাসমূহ পানি পান করতে আসে, এগুলোর পানি কি পাক? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তাদের পেটে যা উঠিয়ে নিয়েছে তা তাদের জন্য আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা আমাদের জন্য পাক। -(ইবনে মাজাহ) ২২২০-২২২৬

## একাদশ অধ্যায়

### পবিত্রতার শুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

**মসজিদের নাপাকী পানি দিয়ে ধৌত করলে চলে**

হাদীস : ৪৫৮ ৥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মসজিদে ছিলাম, এমন সময় এক বেদুঈন এলো এবং মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ বলে উঠলেন, রাখ! রাখ! তখন রাসূল (স) বললেন, তাকে বাঁধা দিও না, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। সুতরাং তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলেন, যে পর্যন্ত না সে পেশাব শেষ করল। অতপর রাসূল (স) তাকে ডাকলেন এবং বললেন, দেখ, এ মসজিদসমূহে পেশাব করা ও অপবিত্রকরণের মতো কিছু করা সঙ্গত নয়। এতে শুধু আল্লাহর যিকির, নামায ও কুরআন পাঠ করা হয়। রাবী বলেন, রাসূল (স) ঠিক এ বাক্য বলেছেন, অথবা অনুরূপ বাক্য। হযরত আনাস (রা) বলেন, অতপর রাসূল (স) লোকদের মধ্যে একজনকে হুকুম করলেন। সে এক বালতি পানি আনল এবং তার উপর ঢেলে দিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

**হায়েযের রক্ত আঙুল দিয়ে মর্দন করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলাবে**

হাদীস : ৪৫৯ ৥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, একদিন এক স্ত্রীলোক রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করল। সে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! বলুন, আমাদের মধ্যে কারও কাপড়ে যদি হায়েযের রক্ত লাগে তখন সে কি করবে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যখন তোমাদের কারও কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগে, তখন সে যেন তাকে প্রথমে আঙুল দিয়ে খুব মর্দন করে, অতপর পানি ঢেলে ধুয়ে ফেলে। তারপর নামায পড়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**কুকুর কোনো পায়ে মুখ দিলে তা সাত বার করে ধৌত করবে**

হাদীস : ৪৬০ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও পায়ে কুকুর পান করে, সে যেন তাকে সাত বার ধোয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কারও পায়ে পবিত্রতা লাভ করা হল যখন তাতে কুকুর মুখ দেয় তাকে সাত বার ধোয় এবং প্রথম বারে মাটি দিয়ে।

**মসজিদে প্রস্রাব করার পর ধৌত করলে পবিত্র হয়**

হাদীস : ৪৬১ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন এক বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। লোক তাকে ঘিরে ধরল। তখন রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা, তোমাদেরকে সহজ পছা অবলম্বনকারী হিসেবে পাঠান হয়েছে, জটিলতা সৃষ্টিকারী রূপে নয়। -(বোখারী)

**কাপড়ে বীর্ষ লাগলে তা ধুতে হয়**

হাদীস : ৪৬২ ৷ হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে কাপড়ে বীর্ষ লেগে থাকে তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি তা রাসূল (স)-এর কাপড় থেকে ধুতাম। তারপর তিনি নামাযের জন্য বের হতেন, অথচ ধোয়ার চিহ্ন তাঁর কাপড়ে থাকত। -(বোখারী ও মুসলিম)

**কাপড়ে শুক্র লাগলে উঠিয়ে ফেললে চলে**

হাদীস : ৪৬৩ ৷ হযরত আসওয়াদ ও হাম্মাম (র.) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাপড় থেকে শুক্র খুঁটিয়ে ফেলতাম। -(মুসলিম)

আলকামা ও আসওয়াদের বর্ণনাতেও হযরত আয়েশা (রা) থেকে এমনই বর্ণনার পর তাতে এ কথাও রয়েছে, 'অতপর রাসূল (স) ঐ কাপড়ে নামায পড়তেন।'

**বাচ্চাদের প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে সে স্থান ধুয়ে নিলেই চলে**

হাদীস : ৪৬৪ ৷ হযরত উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর একটি ছোট শিশু নিয়ে রাসূল (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূল (স) তাকে নিজের কোলে বসালেন, আর সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। রাসূল (স) পানি আনালেন এবং তাতে ঢেলে দিলেন, কিন্তু ধুলেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

**চামড়া পাকা করলে পবিত্র হয়**

হাদীস : ৪৬৫ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন কাঁচা চামড়া দাবাগত করা হয়, তখন তা পাক হয়ে যায়। -(মুসলিম)

**মরা পশুর চামড়া ব্যবহার করা যায়**

হাদীস : ৪৬৬ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনার আযাদ করা বাদীকে একটি বকরী দান করা হল। পরে তা মারা গেল। রাসূল (স) তার কাছ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, কেন তোমরা এর চামড়া নিয়ে পাকা করলে না? অতপর তা দিয়ে ফায়দা উঠালে না? উত্তরে তারা বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! এটা তো মৃত/ রাসূল (স) বললেন, এটা তো খাওয়াই মাত্র হারাম হয়েছে। -(বোখারী)

**মরা পশুর চামড়া পাকা করলে ব্যবহার করা যায়**

হাদীস : ৪৬৭ ৷ রাসূল (স)-এর স্ত্রী হযরত সাওদা (রা) বলেন, আমাদের একটি ছাগল মরে গেল এবং আমরা তার চামড়া পাকা করলাম। অতপর আমরা সর্বদা তাতে নবীষ বানাতে থাকি, যাতে সেটা একটি পুরান মশকে পরিণত হয়ে গেল। -(বোখারী)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ****বাচ্চা মেয়ে প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে তা ধুতে হয়**

হাদীস : ৪৬৮ ৷ হযরত লুবাবা বিনতে হারেস (রা) বলেন, এক সময় হুসাইন ইবনে আলী (রা) রাসূল (স)-এর কোলে ছিলেন এবং তিনি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিলেন। তখন আমি বললাম, অন্য কাপড় পরিধান করুন এবং আমাকে আপনার তহবলটো দিন, আমি এটা ধুয়ে নেই। তিনি বললেন, ধুতে হয় মেয়েছেলের পেশাব। পুরুষ ছেলের পেশাবে পানি ঢেলে দিলেই চলে। -(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

**জুতার নাপাকী মাটি দিয়ে পবিত্র হয়**

হাদীস : ৪৬৯ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন তোমাদের কেউ জুতা দিয়ে নাপাক জিনিস মাড়ায়, তবে মাটি উহার জন্য পবিত্রকারী। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

**মাটি সর্ব অবস্থায় পবিত্র**

হাদীস : ৪৭০ ৷ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, তাঁকে একটি স্ত্রীলোক বললেন, আমি আমার কাপড়ের আঁচল কাছা নীচের দিকে লম্বা করে দিই আর নাপাক জায়গায় চলি, তিনি বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, পরবর্তী পাক জায়গার মাটি এটাকে পাক করে দেয়। -(মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

**হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করা যাবে না**

হাদীস : ৪৭১ ৷ হযরত মিকদাদ ইবনে মাদীকারেব (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, হিংস্র জন্তুর চামড়া পরিধান করতে এবং তার উপর বসতে। -(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

**রাসূল (স) হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন**

হাদীস : ৪৭২ ৷ হযরত আবু মালিহা ইবনে উসামা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করতে। -(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

## হিফ্র পত্তর চামড়ার মূল্য মাকরুহ

হাদীস : ৪৭৩ ৷ হযরত আবুল মালিহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হিফ্র পত্তর চামড়ার মূল্য মাকরুহ মনে করতেন।

-(তিরমিযী)

## চামড়া পাকা করার পূর্বে ব্যবহার করা যাবে না

হাদীস : ৪৭৪ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রা) বলেন, আমাদের কাছে রাসূল (স)-এর পত্র পৌছেছিল, মরার চামড়া বা রগ দিয়ে ফায়দা উঠিও না। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)

## রাসূল (স) মৃত পত্তর চামড়া গ্রহণ করতে বলেছেন

হাদীস : ৪৭৫ ৷ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) আদেশ দিয়েছেন মৃতের চামড়াসমূহ দিয়ে ফায়দা উঠাতে, যখন তা পাকা করা হয়। -(মালিক ও আবু দাউদ) ৪৭৫-১১৮

## পানি আর সলম গাছের পাতা দিয়ে চামড়া পাক করা যায়

হাদীস : ৪৭৬ ৷ হযরত মায়মুনা (রা) বলেন, কুরাইশের কতক লোক তাদের একটি গাধার ন্যায় মরা বকরী টানতে টানতে রাসূল (স) এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, যদি তোমরা এর চামড়া নিতে! তারা বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! এটা যে মরা! রাসূল স.) বললেন, পানি আর সলম গাছের পাতা একে পাকা করে দিবে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

## চামড়া পাকা করার পর যে কোনো চামড়াই ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪৭৭ ৷ হযরত সালামা ইবনে মুহাযেক (রা) বলেন, তারুকের যুদ্ধে রাসূল (স) একটি পরিবারের কাছে পৌছলেন। দেখলেন, সেখানে একটি মশক লটকান আছে। তিনি পানি চাইলেন। তারা বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! এটা যে মৃতের চামড়া! রাসূল (স) বললেন, এটাকে পাকা করাই হল তার পবিত্রতা। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## দুর্গন্ধময় রাস্তা ভাল নয়

হাদীস : ৪৭৮ ৷ আশহাল বংশের জনৈক স্ত্রীলোক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! মসজিদের দিকে আমাদের যাওয়ার একটি রাস্তা রয়েছে দুর্গন্ধময়। আমরা কি করব, যখন আমাদের ওখানে বৃষ্টি হয়? তিনি বললেন, তখন কি এমন কোনো রাস্তা পড়বে না যা পূর্বটির ভুলনায় অধিকতর পাক। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা হল এর বদলা। -(আবু দাউদ)

## ওশু করে রাস্তায় চলাফেরা করলে ওশু ভাঙে না

হাদীস : ৪৭৯ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স) এর সাথে নামায পড়তাম, অথচ রাস্তায় চলার কারণে ওশু করতাম না। -(তিরমিযী)

## মসজিদে কুকুর প্রবেশ করলে ধুতে হয় না

হাদীস : ৪৮০ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় মসজিদে নববীতে কুকুর যাতায়াত করত, কিন্তু সাহাবীগণ এর কারণে কিছু মাত্র পানি ছিটাতেন না। -(বোখারী)

## যে পশু খাওয়া যায় তার প্রস্রাব ক্ষতিকর নয়

হাদীস : ৪৮১ ৷ হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার গোশত খাওয়া হয় তার গোশত লাগাতে ক্ষতি নেই। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এক বর্ণনায়ও শব্দের আগপিছের সাথে এ কথা রয়েছে। -(আহমদ ও দারা কুতনী)

## ছাদশ অধ্যায়

## মোজার উপর মাসেহ করা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## মুসাফিরগণ তিন দিন মোজার ওপর মাসেহ করতে পারে

হাদীস : ৪৮২ ৷ হযরত গুরাইহ ইবনে হানী (তাবেঈ) বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবু তালিবকে মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূল (স) মুসাফিরদের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। -(মুসলিম)

**রাসূল (স) পাগড়ীর ওপর মাসেহ করলেন**

**হাদীস : ৪৮৩ :** হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। মুগীরা বলেন, এক দিন রাসূল (স) পায়খানার উদ্দেশ্যে বের হলেন, আর আমি তার সাথে একটি পানির পাত্র বহন করে গেলাম। ফজরের আগে যখন তিনি ফিরলেন আমি পাত্র থেকে তাঁর হাত দুটির উপর পানি ঢালতে থাকলাম। আর তিনি তাঁর হাত দুটি ও চেহারা ধুলেন, তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি পশমের জুকা। তিনি তাঁর হাত দুটি খুলতে চাইলেন কিন্তু জুক্বার আঙ্গিন খুব সংকীর্ণ ছিল। সুতরাং জুক্বার নীচের দিক থেকে তাঁর হাত দুটি বের করলেন এবং জুক্বাকে নিজের দু'কাঁধের উপর রেখে দিলেন। অতপর মাথার সামনের ভাগ ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করলেন। তারপর আমি তাঁর মোজা খুলতে চাইলাম। তিনি বললেন, এগুলো এভাবে থাকতে দাও, আমি এগুলো পরেছি পা দুটি পাক থাকা অবস্থায়। এ বলে তিনি তাদের উপর মাসেহ করলেন। অতপর তিনি সওয়ার হলেন, আর আমিও সওয়ার হলাম এবং আমরা আমাদের দলের কাছে এসে পৌছলাম। তখন তাঁরা নামাযে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, আর আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাদের নামায পড়াচ্ছিলেন এবং তাদের নিয়ে এক রাকাআত পড়েও ফেলেছিলেন। যখন তিনি রাসূল (স) এর আগমন অনুভব করলেন, পেছনে সরতে চাইলেন, কিন্তু রাসূল (স) তাঁকে স্থির থাকতে ইশারা করলেন, সুতরাং রাসূল (স) তাঁর সাথে দু'রাকআতের মধ্যে এক রাকআত পেলেন, যখন তিনি সালাম ফিরালেন, রাসূল (স) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। আর যে রাকআত আমাদের ছুটে গিয়েছিল তা আমরা আদায় করলাম। -(মুসলিম)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ****মুকিম এক দিন এক রাত মোজার ওপর মাসেহ করতে পারে**

**হাদীস : ৪৮৪ :** হযরত আবু বাকরাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকিমের জন্য একদিন এক রাত-যখন সে ওষু করে মোজার উপর মাসেহ করতে অনুমতি দিয়েছেন। আছরম তার সুনানে এবং ইবনে খুযাইমা ও দারা কুতনী ও হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। আলমুত্তাফা কিতাবেও এমন আছে।

**তিন দিন তিন রাত মোজা না খুলে রাখা যায়**

**হাদীস : ৪৮৫ :** হযরত সাফওয়ান ইবনে আসলাম (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের আদেশ দিতেন যখন আমরা মুসাফির হতাম-আমরা যেন আমাদের মোজাসমূহ না খুলি তিন দিন তিন রাত, নাপাকীর গোসল ব্যতীত, এমন কি পায়খানা, প্রস্রাব ও নিদ্রার পর ওষু করতেও না। -(তিরমিযী ও নাসায়ী)

**মোজার ওপর ও নিচে মাসেহ করতে হয়**

**হাদীস : ৪৮৬ :** হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-কে ওষু করিয়েছি। তিনি মোজার ওপর দিক ও তার নীচের দিক উভয়ই মাসেহ করেছেন। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

**রাসূল (স) মোজার দু পিঠে মাসেহ করতেন**

**হাদীস : ৪৮৭ :** হযরত মুগীরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি তিনি মোজাঘরের উপর মাসেহ করেছেন উপরের দিকে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

**জুতার ওপর মাসেহ করা যায়**

**হাদীস : ৪৮৮ :** হযরত মুগীরা (রা) বলেন, রাসূল (স) ওষু করলেন আর মাসেহ করলেন জুতাঘর ও জাওরাবদয়ের উপর। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ****মোজার ওপর মাসেহ করা আব্রাহার নির্দেশ**

**হাদীস : ৪৮৯ :** হযরত মুগীরা (রা) বলেন, রাসূল (স) মোজাঘরের উপর মাসেহ করলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ভুলে গিয়েছিল রাসূল (স) বললেন বরং তুমিই ভুলে গিয়েছ। এমন করার জন্যই আমার রকব নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি প্রতাপাশিত ও মহান। -(আহমদ ও আবু দাউদ) ২৪১৮ - ২২০

**টীকা :** .....

**হাদীস নং ৪৮৩ :** কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কথা হযরত মুগীরা সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে অথবা বলার প্রয়োজন নেই বিদায় বাদ দিয়েছেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করেছিলেন। অথবা পাগড়ী ঠিক করার জন্য হাত ব্যবহার করাকে রাবী মাসেহ বলে বর্ণনা করেছেন।

### মোজাহদের ওপর দিকেই মাসেহ করতে হয়

হাদীস : ৪৯০ ৷ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যদি বীন মানুষের বুদ্ধি অনুসারেই হত, তা হল মোজাহর উপর দিক অপেক্ষা নীচের দিক মাসেহ করাই উত্তম হত, অথচ আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি তাঁর মোজাহদের উপর দিকেই মাসেহ করতেন।—(আবু দাউদ ও দারেমী)

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### তায়াম্মুমের শুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### পানি না থাকলে তায়াম্মুম করা জায়েয

হাদীস : ৪৯১ ৷ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে এলে এবং বলল, আমি নাপাক হয়েছি, কিন্তু পানি পেলাম না। এসময় আম্মার হযরত ওমরকে বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, এক সফরে আমরা আমি ও আপনি উভয়ে ছিলাম। কিন্তু আপনি নামায পড়লেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং নামায পড়লাম। অতপর এটা আমি রাসূল (স)-এর কাছে বিবৃত করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এ বলে রাসূলুল্লাহ (স) আপনা হাতের করদ্বয় যমীনের উপর মারলেন এবং উভয়তে ফুঁ দিলেন, তারপর উভয় হস্ত দ্বারা আপন চেহারা ও আপন করদ্বয় মাসেহ করলেন।—(বোখারী)

মুসলিমও এমনই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এতে রয়েছে—রাসূল (স) বললেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। তোমার দু'হাত যমীনে মারবে, অতপর ফুঁ দিবে, তারপর উভয় হাত দিয়ে তোমার চেহারা ও তোমার দু'কজ্জি মাসেহ করবে।

#### রাসূল (স) তায়াম্মুম না করে সালামের জবাব দিলেন না

হাদীস : ৪৯২ ৷ হযরত আবু জুহাইম ইবনে হারেস সিম্মা (রা) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ দিয়ে গেলাম, তখন তিনি প্রশ্নাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। অবশেষে তিনি একটি দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তার নিজের ছড়ি দিয়ে খোঁচা দিলেন। অতপর নিজের হস্তদ্বয়কে দেয়ালের উপর দিলেন।

মিশকাত প্রণেতা বলেন, আমি এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের এবং হুসাইদীর গ্রন্থে পাইনি, অবশ্য মুহিউস সুনান হ এ হাদীসটি শরহে সুনান উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এ হাদীসটি হাসান।

#### মানুষকে তিনটি কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে

হাদীস : ৪৯৩ ৷ হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সমগ্র মানবজাতির উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তিনটি জিনিসের উপর। আমাদের ছক্কে করা হয়েছে ফেরেশতাদের সফের মতো। সমস্ত ভূমণ্ডলকে করা হয়েছে আমাদের জন্য নামাযের স্থান এবং মাটিকে করা হয়েছে আমাদের জন্য পবিত্রকারী, যখন আমরা পানি না পাই।—(মুসলিম)

#### আগে নামায পড়ে থাকলেও জামায়াত ছাড়তে নেই

হাদীস : ৪৯৪ ৷ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম, তিনি লোকদের নামায পড়ালেন। যখন নামায শেষ করলেন, দেখলেন এক ব্যক্তি এক ধারে বসে রয়েছে, লোকদের সাথে নামায পড়েনি। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! তোমাকে কিসে বাঁধা দিল লোকদের সাথে নামায পড়তে? সে বলল, আমি নাপাক হয়েছি অথচ পানি নেই। রাসূল (স) বললেন, তোমার কর্তব্য মাটি ব্যবহার করা। কেননা, মাটিই তোমার জন্য যথেষ্ট।—(বোখারী ও মুসলিম)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### পাক মাটি মুসলমানদের পবিত্রতাকারী

হাদীস : ৪৯৫ ৷ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাক মাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রকারী, যদিও সে দশ বছর পানি না পায়। যখন পানি পাবে তখন সে তার চর্মে পানি লাগায়, এটাই তার জন্য উত্তম।—(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ। নাসাই এরূপ দশ বছর পানি না পায় পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)



### অজানা রোগের চিকিৎসা হল জিজ্ঞেস করা

হাদীস : ৪৯৬ । হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, একদিন আমরা এক সফরে বের হলাম। হঠাৎ আমাদের একজনের মাথায় একটা পাথরের চোট লাগল এবং তাঁর মাথা জখমী করে দিল। অতপর তার স্বপ্নদোষ হল এবং সে আপন সহচরদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি আমার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি আছে বলে মনে কর? তারা বলল, আমরা তোমার জন্য অনুমতি আছে বলে মনে করি না। কেননা, তুমি পানি পাচ্ছ। সুতরাং সে গোসল করল আর এতে সে মারা গেল। অতপর আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসলাম, তাঁকে এ সংবাদ দেয়া হল। তিনি বললেন, তারা তাকে হত্যা করেছে, আব্দুল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন। তারা যখন জানে না তখন অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করল না কেন? কেননা, অজানা রোগের চিকিৎসাই হচ্ছে জিজ্ঞেস করা। অথচ তার জন্য যথেষ্ট ছিল, সে তায়াম্মুম করে এবং তার জখমের উপর একটা পটি বাঁধে। অতপর তার উপর মাসেহ করে এবং তার বাকী শরীরকে ধোয়। -(আবু দাউদ)

কিন্তু ইবনে মাজাহ একে আতা ইবনে আবু রাবাহের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন।

### তায়াম্মুম করার পর পানি পেলে গুণ্য করতে হয়

হাদীস : ৪৯৭ । হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন দুবাক্জি সফরে বের হল। অতপর নামাযের সময় উপস্থিত হল, অথচ তাদের কাছে পানি ছিল না সুতরাং উভয়ে পাক মাটিতে তায়াম্মুম করল এবং নামায পড়ল। অতপর তারা নামাযের সময়ের মধ্যেই পানি পেল। এতে তাদের একজন গুণ্য করে নামায পুনঃ পড়ল এবং অপরজন পুনঃ পড়ল না। অতপর উভয়ে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হল এবং তাঁর কাছে ঘটনা বলল। তিনি যে ব্যক্তি নামায পুনঃ পড়েনি তাকে বললেন, তুমি সঠিক পছা লাভ করেছ। তোমার সে নামাযই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি দোহরায়েছিল তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ পারিশ্রমিক রয়েছে। -(আবু দাউদ ও দারদী)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় সালামের জবাব দিলেন না

হাদীস : ৪৯৮ । হযরত আবু জুহাইম ইবনে হারেস সিম্বাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) জামাল নামক কূপের দিক হতে আসলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করল এবং তাঁকে সালাম করল, কিন্তু রাসূল (স) সালামের উত্তর দিলেন না, যে পর্যন্ত না তিনি একটি দেয়ালের কাছে আসলেন এবং চেহারা ও হাত মাসেহ করলেন। তারপর তিনি সালামের উত্তর দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### তায়াম্মুমের নিয়ম কানুন

হাদীস : ৪৯৯ । হযরত আন্নার ইবনে ইয়্যাসার (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, একবার তাঁরা রাসূল (স)-এর সাথে ছিলেন এবং ফজরের নামাযের জন্য মাটি দিয়ে মাসেহ করলেন। তাঁরা তাদের হাতকে মাটিতে মারলেন, অতপর একবার তাদের চেহারা মাসেহ করলেন এবং পূর্ণ হাত বাহুমূল পর্যন্ত এবং হাতের ভিতর দিকে বগল পর্যন্ত মাসেহ করলেন। -(আবু দাউদ)

## চতুর্দশ অধ্যায়

### হায়েযের বর্ণনা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### হায়েযের সময় সহবাস ব্যতীত সবকিছু করা যায়

হাদীস : ৫০০ । হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কোনো স্ত্রীলোক হায়েযগ্রস্ত হত, তখন তারা তাদের সাথে একত্রে খেত না এবং তাদেরকে এক সাথে ঘরে রাখত না। একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আব্দুল্লাহ তায়াল্লা নাযিল করলেন- “আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে হায়েয সম্পর্কে” শেষ পর্যন্ত।

তখন রাসূল (স) বললেন, তাদের সাথে সবকিছু করতে পার সঙ্গম ব্যতীত। এ কথা ইহুদীদের কাছে পৌঁছল এবং তারা বলল, এ ব্যক্তি আমাদের কোনো বিষয়েরই বিরুদ্ধাচারণা না করে ছাড়তে চান না। অতপর উসায়দ ইবনে হুযায়র এবং আব্বাস ইবনে বিশর (রা) আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহুদীরা এমন এমন বলে। তবে কি আমরা স্ত্রীলোকদের সাথে সহবাস করার অনুমতি পেতে পারি না। এতে রাসূল (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, তাতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেছেন। অতপর তারা বের হয়ে গেল। তারপর তাদের সমানে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কিছু দুধ হাদিয়া আসল। অতপর তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন এবং তাদের তা পান করালেন। এতে তারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেননি। -(মুসলিম)

### হায়েয অবহায় স্বামী-স্ত্রী একই বিছানায় থাকতে পারে

হাদীস : ৫০১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, (ক) আমি আর রাসূলুল্লাহ (স) একই পাত্রে হতে গোসল করতাম, অথচ তখন আমরা উভয় নাপাক এবং তিনি আমাকে হুকুম করতেন, আমি শুদ্ধ করে তহবন্দ বাঁধতাম, আর তিনি আমার গায়ে সাগতেন অথচ তখন আমি হায়েযগ্ৰস্তা। এভাবে তিনি আপন মাথা আমার দিকে বের করে দিতেন, অথচ তিনি থাকতেন, এতেকাফে, আর আমি তা ধৌত করতাম অথচ তখন আমি হায়েযগ্ৰস্তা। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) স্ত্রীদের হায়েয অবহায় তাদের সঙ্গ দিতেন

হাদীস : ৫০২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি পান করতাম যখন আমি হায়েযগ্ৰস্তা, অতপর তা হতে রাসূল (স)-কে দিতাম, আর তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে পান করতেন। আর কখনও আমি হাড়ের গোশত খেতাম অথচ আমি তখন হায়েযগ্ৰস্তা, অতপর তা আমি তাঁকে দিতাম, আর তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে খেতেন। -(মুসলিম)

### হায়েয গ্ৰস্তা স্ত্রীর শরীয়ে ঠেস দিয়ে কুরআন পড়া যায়

হাদীস : ৫০৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন, অথচ আমি তখন হায়েয গ্ৰস্তা। -(বোখারী ও মুসলিম)

### হায়েয অবহায় অন্যান্য কাজ করা যায়

হাদীস : ৫০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, মসজিদ হতে আমাকে মাদুরটি এনে দাও! আমি বললাম, আমি হায়েযগ্ৰস্তা। তিনি বললেন, তোমার হায়েয তোমার হাতে নয়। -(মুসলিম)

### হায়েয গ্ৰস্তা স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় শোয়া যায়

হাদীস : ৫০৫ ॥ হযরত মায়মুনা (রা) বলেন, রাসূল (স) নামায পড়তেন একটি চাদরে, যা একাংশ আমার গায়ের উপর থাকত আর অপরাংশ তাঁর গায়ের উপর, অথচ তখন আমি হায়েযগ্ৰস্তা। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### হায়েয গ্ৰস্তা অবহায় সহবাস করা হারাম

হাদীস : ৫০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হায়েযগ্ৰস্তার সাথে সহবাস করেছে অথবা কোনো স্ত্রীলোকের পশ্চাত-দ্বারে সঙ্গ করেছে অথবা গণক-ঠাকুরের কাছে গমন করেছে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি অবিশ্বাস করেছে। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

### স্ত্রীর হায়েয অবহায় সংযম পালন করা উচিত

হাদীস : ৫০৭ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রীর সাথে আমার কি কি করা হালাল যখন সে হায়েযগ্ৰস্তা থাকে? উত্তরে তিনি বললেন, তহবন্দের উপর যা করতে চাও করতে পার, কিন্তু এ থেকেও বিরত থাকা উত্তম। -(রযীন, কিন্তু মুহিউসসুনাহ বলেন, এর সনদ সবল নয়) ১১৫০-৩২৩

### হায়েয অবহায় সঙ্গম করলে সদকা করতে হয়

হযরত : ৫০৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, অথচ সে হায়েযগ্ৰস্তা, তখন সে যেন অর্ধ দীনার খয়রাত করে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই, দারেমী ও ইবনে মাজাহ) ১১৫০-৩২২

### হায়েযের প্রথম সঙ্গম করলে এক দিনার সদকা করতে হয়

হাদীস : ৫০৯ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন রক্ত লাল থাকে তখন এক দিনার আর যখন রক্ত পীত রং ধারণ করে তখন অর্ধ দিনার। -(তিরমিযী) ১১৫০-৩২৩

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### হায়েযের সময় স্বামী-স্ত্রী একত্রে শয়ন করতে পারে

হাদীস : ৫১০ ॥ হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম (তাবেয়ী) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, আমার স্ত্রীর সাথে আমার কি কি করা হালাল যখন সে হায়েযগ্ৰস্তা থাকে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তার শরীয়ে উত্তমরূপে তহবন্দ বাঁধবে, অতপর তার উপর দিকে যা ইচ্ছা করবে। -(মালিক ও দারেমী মুরসালরূপে)

### রাসূল (স) হায়েয অবহায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেননি

হাদীস : ৫১১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন আমি হায়েযগ্ৰস্তা হতাম, বিছানা হতে মাদুরে নেমে আসতাম। তখন রাসূল (স) আমাদের কাছে আসতেন এবং আমরাও তাঁর কাছে যেতাম না, যে পর্যন্ত না আমরা পাক হতাম। -(আবু দাউদ) ১১৫০-৩২৪

## পঞ্চদশ অধ্যায় এস্তেহাযার রোগিনী প্রথম পরিচ্ছেদ

**হায়েয হলে নামায ছেড়ে দিতে হবে**

হাদীস : ৫১২ ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এমন একজন স্ত্রীলোক, যে সর্বদা এস্তেহাযা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি এবং পাক হই না। অতএব, আমি কি নামায ছেড়ে দিব? উত্তরে তিনি বললেন না, এটা একটি শিরার রক্ত, হায়েয নয়। যখন তোমার হায়েয উপস্থিত হবে তখন নামায ছেড়ে দিবে আর যখন হায়েযের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবে, তুমি তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে ফেলবে। অতপর নামায পড়তে থাকবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**এস্তেহাযা রোগে নামায পড়তে হবে**

হাদীস : ৫১৩ ৷ হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ হতে বর্ণনা করেন যে, ফাতেমা সর্বদা এস্তেহাযায় আক্রান্ত হতেন। অতএব তাকে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যখন হায়েযের রক্ত হয় তখন তা কাল রক্ত হয়, যা চেনা যায়। যখন এমন রক্ত হবে নামায হতে বিরত থাকবে। যখন অন্যরকম রক্ত হবে তখন ওয়ূ করে নামায পড়তে থাকবে। কেননা, এটা রক্ত-বিশেষের রক্ত। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

**হায়েযের সময়ের চেয়ে বেশি সময় হলে তা এস্তেহাযা**

হাদীস : ৫১৪ ৷ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় এক স্ত্রীলোকের ঋতুর রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তার জন্য উম্মে সালামা রাসূল (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, সে দেখবে এ অবস্থা ঘটবার আগে মাসে যে কয়দিন তার হায়েয হত, সে মাসে কয়দিন পরিমাণ নামায ছেড়ে দিয়েছে, যখন সে পরিমাণ দিন শেষ হয়ে যাবে, সে গোসল করবে। অতএব কাপড় খণ্ড দিয়ে লেংটি বাঁধবে তারপর নামায পড়বে। -(মালিক, আবু দাউদ, দারেমী ও নাসাঈ এই অর্থে)

**হায়েয ব্যতীত নামায ছাড়া যাবে না**

হাদীস : ৫১৫ ৷ হযরত আদী ইবনে সাবিত (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে ইয়াহইয়া ইবনে মাইন বলেন, আদী (রা)-এর দাদার নাম হল দীনার। রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) মোস্তাহাযা স্ত্রীলোক সম্পর্কে বলেছেন, সে নামায ছেড়ে দিবে সে সকল দিনে, যে সকল দিনে সে সর্বদা হায়েযগ্রস্তা হত, অতপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় গুহু করবে। আর রোযা রাখবে ও নামায পড়বে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

**এস্তেহাযা হলে দু নামায একত্রে পড়া যায়**

হাদীস : ৫১৬ ৷ হযরত হামনাহ বিনতে জাহশ (রা) বলেন, আমি বেশি গুরুতর রকমে এস্তেহাযগ্রস্তা হয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসলাম তাঁকে এই অরুহা বলতে এবং এর মাসআলা জিজ্ঞেস করতে। এসে আমি তাঁকে আমার ভগ্নী উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহশের গৃহে পেলাম এবং বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি বেশি গুরুতর রকমে। এস্তেহাযগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, সে বিষয়ে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? এটা আমাকে নামায ও রোযার বাধা দিচ্ছে। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাকে তুলা দেওয়ার উপদেশ দিচ্ছি, এটা রক্ত বন্ধ করে দিবে। তিনি বললেন, এটা তো এর চাইতেও বেশি। রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি লাগাম বাঁধবে। তিনি বললেন, এটা অপেক্ষা অধিক। রাসূল (স) বললেন, তা হলে তুমি কাপড়ের পুলটিস বেঁধে দিবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা আরো অধিক গুরুতর আমি জলধারার ন্যায় রক্তক্ষরণ করি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তবে তোমাকে আমি দুটি নির্দেশ দিচ্ছি, এদের মধ্যে যেটিই কর তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি উভয়টি করতে সক্ষম হও তাহলে তুমিই অধিক জ্ঞান। অতপর তিনি তাঁকে বললেন, এটা শয়তানের অনিষ্ট সাধনসমূহ হতে একটা অনিষ্ট সাধন ব্যতীত কিছুই নয়।

(প্রথম) তুমি হায়েয ধরবে ছয় দিন অথবা সাত দিনকে। আসলটি আল্লাহর ইলমে আছে, অতপর গোসল করবে, এমন কি যখন তুমি মনে করবে যে, তুমি পাক ও পবিত্র হয়ে গিয়েছ, তখন তুমি নামায পড়তে থাকবে। তেইশ রাত দিন অথবা চব্বিশ রাত দিন এবং রোযা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর এরূপ তুমি প্রত্যেক মাসেই করবে, যেভাবে অপর স্ত্রীলোকেরা হায়েয গণ্য করে ও যেভাবে তোহর গণ্য করে, তাদের হায়েযের সময় ও তাদের তোহরের সময়কে।

(দ্বিতীয়) আর যদি তুমি সক্ষম হও, যোহরকে পিছিয়ে দিতে ও আছরকে এগিয়ে আনতে, অতপর গোসল করতে এবং উভয় নামায যোহর ও আসরকে একত্রে পড়তে, এভাবে মাগরিবকে পিছিয়ে দিতে ও এশাকে এগিয়ে আনতে, অতপর গোসল করতে এবং উভয় নামাযকে এক সাথে পড়তে, তাহলে তাই করবে। আর ফজরের জন্যও গোসল করতে, তাই করবে এবং রোযাও রাখবে। যদি তুমি সক্ষম হও এভাবে করবে। রাসূল (স) বললেন, আর এ শেষটিই হল উত্তম নির্দেশের মধ্যে আমার কাছে অধিক পছন্দীয়। -(আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এস্তেহাযা হলে গোসল করে নামায পড়বে

হাদীস : ৫১৭ ॥ হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ এত এত দিন যাবৎ এস্তেহাযাগ্রস্তা রয়েছে এবং নামায পড়েনি। রাসূল (স) বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটা হল শযতানের পক্ষ হতে। সে যেন একটি গামলাতে বসে, অতপর যখন যে পানির উপর পীত রং দেখে, তখন গোসল করে, যোহর ও আসরের জন্য একটি গোসল, পরে মাগরিব ও এশার জন্য এর একটি গোসল, আর ফজরের জন্য করে আরেকটি গোসল এবং গুয়ু করে এদের মধ্যখানে। -(আবু দাউদ)

## ষোড়শ অধ্যায়

### নামাযের ফযিলত ও মাহাত্ম্যের গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযের দ্বারা হদের কাফকারা হয়ে গেল

হাদীস : ৫১৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হদ এর কাজ করেছি, সুতরাং আমার প্রতি তা প্রয়োগ করুন। রাবী বলেন, রাসূল (স) তাকে সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। এ সময় নামাযের ওয়াস্ত হয়ে গেল। তখন সে রাসূল (স)-এর সাথে নামায পড়ল। রাসূলুল্লাহ (স) যখন নামায শেষ করলেন, লোকটি দাঁড়িয়ে বলল আমি হদ-এর কাজ করেছি। আমার প্রতি আল্লাহর কিতাব নির্ধারিত হদ জারি করুন। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায পড়নি? সে বলল হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তোমার জন্য তোমার গুনাহ বা হদ মাক করে দিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামায কবীরা গুনাহ ব্যতীত সব গোনাহর কাফকারা

হাদীস : ৫১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাঁচ ওয়াস্ত নামায, এক জুমুআ হতে অপর জুমুআ পর্যন্ত ও এক রমযান হতে অপর রমযান পর্যন্ত কাফকারা হয় সে সকল গুনাহর জন্য, যা এদের মধ্যবর্তী সময়ে হয় যখন কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়। -(মুসলিম)

পাঁচ ওয়াস্ত নামায পড়লে কোনো পাপ থাকে না

হাদীস : ৫২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আচ্ছা বলত তো, যদি তোমাদের কারও দরজায় একটি নহর থাকে, যাতে সে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে, বাকী থাকবে কি তার ময়লার কিছু? তারা উত্তর করলেন, বাকী থাকবে না, তার ময়লার কিছু। রাসূল (স) বললেন, এমনই উদাহরণ পাঁচ ওয়াস্ত নামাযের। এর সাথে আল্লাহ অপরাধসমূহ মুছে দেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামায পাপসমূহ দূর করে দেয়

হাদীস : ৫২১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি কোনো একটি স্ত্রীলোককে চুম্বন করেছিল। অতপর সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলো এবং তাঁকে এ সংবাদ দিল, অতপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাখিল করলেন-

اقم الصلوة طرفى النهار وزلفا من الليل ، ان الحسنات يذهبن السيات .

“নামায কয়েম কর দিনের দু অংশে এবং রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়, পুণ্যসমূহ দূর করে দেয় পাপসমূহকে।”

তখন সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি শুধু আমার জন্য? তিনি বললেন, আমার উম্মতের সকলের জন্যই। অপর বর্ণনায় আছে, আমার উম্মতের যে কেউ এমন আমল করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সঠিক সময়ে নামায পড়া আত্মাহুত কাছে অধিক প্রিয়

হাদীস : ৫২২ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজ আত্মাহুত কাছে অধিক প্রিয়? তিনি উত্তর করলেন, ঠিক সময়ে নামায পড়া। আমি বললাম তারপর কোন কাজ? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে স্খ্যবহার করা। আমি পুন বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আত্মাহুত রাস্তায় জিহাদ করা। ইবনে মাসউদ বলেন, রাসূল (স) আমাকে এগুলো বললেন, যদি আমি অধিক জিজ্ঞেস করতাম, তিনি আমাকে অধিক বলতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### নামায কুফর বিতাক্তিত করে দেয়

হাদীস : ৫২৩ । হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দার ও কুফরীর মধ্যে সেতু হল নামায ত্যাগ করা। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### আত্মাহুত সন্তুষ্টি অনুসারে নামায পড়তে হয়

হাদীস : ৫২৪ । হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাঁচটি নামায আত্মাহুত তাদেরকে ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তার জন্য উত্তমরূপে গুণ্য করবে এবং ঠিক সময় নামায আদায় করবে এবং নামাযের রুকুনসমূহ ও খুতবে পরিপূর্ণ করবে, তার জন্য আত্মাহুত উপর প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তাকে মাফ করে দেবেন। আর যে না করবে, তার জন্য আত্মাহুত উপর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে তিনি মাফ করে দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে ক্ষতিও দিতে পারেন। -(আহমদ ও আবু দাউদ। মালিক এবং নাসাঈ এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)

#### নামায রোযা যাকাত বেহেশতে দাখিল করবে

হাদীস : ৫২৫ । হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পড় তোমাদের প্রতি নির্ধারিত পাঁচটি নামায, রোযা কাটাও তোমাদের রমযান মাসটি, দাও তোমাদের মালের যাকাত এবং অনুগত থাক তোমাদের কর্মকর্তার-এতে প্রবেশ লাভ করবে তোমরা তোমাদের রক্ষের বেহেশতে। -(আহমদ ও তিরমিযি)

#### সন্তান সাত বছরের হলে নামাযের আদেশ করতে হবে

হাদীস : ৫২৬ । হযরত আমর ইবনে শোআব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের জন্য আদেশ করবে, যখন তারা সাত বছরে পৌঁছবে। আর এর জন্য মারবে যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে এবং তাদের শোয়ার স্থান পৃথক করে দিবে। -(আবু দাউদ। শরহে সুন্নাযও এমনই রয়েছে, কিন্তু মাসাবীহতে সাবুরাহ ইবনে মাবদ হতে বর্ণিত হয়েছে)

#### নামায ত্যাগ কমলে কাফের হয়ে যাবে

হাদীস : ৫২৭ । হযরত বুয়ায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমাদের ও তাদের মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা হল নামায, সুতরাং যে নামায ত্যাগ করে সে কাফের হয়ে যাবে। -(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### নামায যাবতীয় গোনাহকে ক্ষমা করে দেয়

হাদীস : ৫২৮ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মদীনার শেষ প্রান্তে একজন খ্রীলোকের সাথে রসালিজন করেছি এবং আমি তার সাথে আসল কাজ ব্যতীত আর সবকিছুই করেছি, এ যে আমি, অতএব আমার প্রতি যা ইচ্ছা আপনি করার হুকুম করুন। এ সময় হযরত ওমর (রা) বললেন, আত্মাহুত তোমার অপরাধ ঢেকে রেখেছেন। যদি তুমি নিজেকে ঢেকে রাখতে। আবদুল্লাহ বলেন, রাসূল (স) তার কথাই কোনো উত্তর দিলেন না। অতএব, সে উঠে দাঁড়াল এবং চলে গেল। অতপর রাসূল (স) তার পিছনে একজন লোক পাঠিয়ে তাকে ঢেকে আসলেন আর তার কাছে এ আয়াত পাঠ করলেন-

اقم الصلوة طرفى النهار وزلفا من الليل . ان الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك

ذكرى للذكرين - سورة هود - ١١٤

“নামায কায়ম কর দিনের দু অংশে এবং রাতের কিছু অংশে, নিশ্চয় পুণ্যসমূহ দূর করে দেয় পাপসমূহকে, এটা হল উপদেশ, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।”

এ সময় উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আত্মাহুত নবী! এটা কি তার জন্য বিশেষভাবে? তিনি বললেন, বরং সমস্ত মানুষের জন্যই। -(মুসলিম)



### নামায গাছের পাতার মত পাপসমূহকে ঝাড়িয়ে দেয়

হাদীস : ৫২৯ । হযরত আবু বর গেফারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুদ্দাহ (স) একদিন শীতকালে বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরছিল। এসময় তিনি একটি গাছের দুটি ডাল নাড়া দিলেন। রাবী বলেন, আর সে পাতা আরও ঝরতে লাগল। আবু বর বলেন, তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়, মুসলমান বান্দা যখন নামায পড়ে আর ইচ্ছা করে তার দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান, তখন ঝরতে থাকে তা হতে তার গুনাহসমূহ যেভাবে ঝরে পাতাসমূহ এ গাছ থেকে। -(আহমদ)

### দু রাকাতের নামায সঠিক নিয়মে পড়লে আগের গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ৫৩০ । হযরত য়ায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দু রাকাতের নামায পড়েছে, আর ভুল করেনি তাতে, আল্লাহ মাফ করে দিবেন তার সগীরা গুনাহ যা অতীত হয়েছে। -(আহমদ)

### নামাযের হেফযত করলে কিয়ামতের মুক্তি পাবে

হাদীস : ৫৩১ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুদ্দাহ (স) একদিন নামাযের এসব উপস্থাপন করে বললেন, যে নামাযের হেফযত করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে তার হেফযত করবে না কিয়ামতের দিন তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে না। কিয়ামতের দিন সে কারুণ, কেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাক্ষী হবে। -(আহমদ, দারেমী ও বায়হাকী)

### নামায ব্যতীত অন্য আমল বাদ দিলে কাকের হয় না

হাদীস : ৫৩২ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শকীক বলেন, রাসূল (স)-এর সাহাবীরা আমলসমূহের মধ্যে কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুকরী বলে মনে করতেন না। নামায ব্যতীত। -(তিরমিযী)

### ইচ্ছা করে কোনো করম নামায অ্যাপ করা আরম্ভ সেই

হাদীস : ৫৩৩ । হযরত আব্দুরদা (রা) বলেন, আমার দোস্ত আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, ১। তুমি আল্লাহর সাথে কিছুকে বা কাউকেও শরীক করবে না যদিও তোমাকে ঋণ-বিক্ষেপ করা হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং ২। ইচ্ছা করে কোনো করম নামায তরক করবে না। যে ইচ্ছা করে তা তরক করে তার হতে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে। ৩। আর শরাব পান করবে না। কেননা, এটা হচ্ছে সব মন্দের চাবিকাঠি। -(ইবনে মাজাহ)

## সত্তদশ অধ্যায়

### নামাযের সময়সমূহ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে যোহর নামাযের ওয়াস্ত হয়

হাদীস : ৫৩৪ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যোহরের নামাযের সময় আরম্ভ হয় যখন সূর্য ঢলে এবং যখন মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়, যে পর্যন্ত না আসরের সময় উপস্থিত হয়। আর আসরের সময় যে পর্যন্ত না সূর্য হলদে হয় এবং মাগরিবের নামাযের সময় যে পর্যন্ত না শফক অদৃশ্য হয়। আর এশার নামাযের সময় ঠিক মধ্যরাত পর্যন্ত এবং ফজরের সময় উষার উদয় হতে যে পর্যন্ত না সূর্যোদয় শুরু হয়। যখন সূর্যোদয় শুরু হবে নামায হতে বিরত থাকবে। কেননা, সেটা উদয় হয় শরভানের দুই শিং-এর মধ্যে। -(মুসলিম)

#### রাসূল (স) নামাযের সময় সুন্নিতে নিতেন

হাদীস : ৫৩৫ । হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, এক স্ত্রী রাসূল (স)-কে নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, আমাদের সাথে এ দু দিন নামায পড়। প্রথম দিন-যখন সূর্য ঢলল, তিনি বেলালকে হুকুম করলেন এবং বেলাল আযান দিলেন, তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন এবং বেলাল যোহরের একামত দিলেন। অতপর তাঁকে হুকুম দিলেন তিনি আসরের একামত বললেন, অথচ তখন সূর্য উঠে অবস্থিত এবং পরিষ্কার সাদা। অতপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি মাগরিবের একামত বললেন, যখন সূর্য অদৃশ্য হল। অতপর তাঁকে হুকুম করলেন আর তিনি এশার একামত বললেন, যখন মাত্র লালিমা অদৃশ্য হল। অতপর তাঁকে হুকুম করলেন আর তিনি ফজরের একামত বললেন,

যখন উষা উদয় হল। যখন দ্বিতীয় দিন হল, বেলালকে নির্দেশ দিলেন। যোহরকে ঠাণ্ডা পড়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে। তিনি তাতে বিলম্ব করলেন এবং যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়া পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। অতপর আসর পড়লেন সূর্য তখন উঠে অবস্থিত, কিন্তু এতে বিলম্ব করলেন আগের দিনের অধিক এবং মাগরিব পড়লেন লালিমা অদৃশ্য হবার সামান্য আগে। আর এশা পড়লেন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতীত হওয়ার পর। তারপর ফজর পড়লেন উষা খুব পরিষ্কার হওয়ার পর। অতপর রাসূল (স) বললেন, নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী ব্যক্তিটি কোথায়? সে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! এ যে আমি। তিনি বললেন, তোমাদের নামাযের সময় তোমরা যা প্রত্যক্ষ করলে তার মধ্যে। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**কোনো বস্তুর ছায়া একগুণ পরিমাণ হলে আসরের নামাযের ওয়াক্ত**

হাদীস : ৫৩৬ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত জিব্রাইল (আ) খানায় কাবার কাছে দুবার আমার ইমামতি করেছেন। তিনি আমাকে যোহর পড়ালেন যখন সূর্য ঢলল, আর তা ছিল জুতার দোয়ালি পরিমাণ এবং আসর পড়ালেন যখনই প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার এক গুণ হল, আর মাগরিব পড়ালেন আমাকে যখন রোযাদার রোযা খোলে এবং এশা পড়ালেন যখন শফক অদৃশ্য হল। আর ফজর পড়ালেন যখন রোযাদারের উপর খানাপিনা হারাম হয়। যখন দ্বিতীয় দিন আসল তিনি আমার যোহর পড়ালেন যখন বস্তুর ছায়া তার একগুণ হয়ে গেল এবং আসর পড়ালেন যখন তার ছায়া দু গুণ হয়ে গেল, আর মাগরিব পড়ালেন যখনই রোযাদার রোযা খোলে এবং এশা পড়ালেন যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ হল। অবশেষে ফজর পড়ালেন এবং খুব ফর্সা উষার পড়ালেন। অতপর আমার প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! এটাই আগনার আগেকার নবীদের নামাযের সময়। নামাযের সময় এ দু সময়ের মধ্যে। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

**জিব্রাইল (আ) রাসূল (স)-এর ইমামতি করেছিলেন**

হাদীস : ৫৩৭ । ইবনে শেহাব যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয একদিন আসরের নামাযে বিলম্ব করলেন। হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) তাঁকে বললেন, সাবধান! জিব্রাইল (আ) অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং রাসূল (স)-এর সামনে নামায পড়েছিলেন। ওমর বললেন, দেখ উরওয়া! তুমি কি বলছ? উরওয়া বললেন, আমি বশীর ইবনে আবু মাসউদ হতে শুনেছি, তিনি বলেন আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি জিব্রাইল (আ) অবতীর্ণ হলেন এবং আমার ইমামতি করলেন, আর আমি তার সাথে নামায পড়লাম, অতপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (আসর)। অতপর তার সাথে নামায পড়লাম (মাগরিব)। অতপর তার সাথে নামায পড়লাম (এশা)। অতপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (ফজর) এ সময় হিসেব করছিলেন রাসূল (স) নিজ আঙ্গুলীসমূহ দিয়ে পাঁচটি নামাযকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**সব কাজের মধ্যে নামায অধিক গুরুত্বপূর্ণ**

হাদীস : ৫৩৮ । হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নিজ প্রশাসকদের কাছে লিখেছেন, আমার কাছে আপনাদের সব কাজের মধ্যে নামাযই হল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে তার হেফযত করেছে এবং যথাযথভাবে উহাকে রক্ষা করেছে, সে তার ধীনকে রক্ষা করেছে। আর যে তাকে বিনষ্ট করেছে সে উহা ব্যতীত অপরগুলোর পক্ষে আরও অধিক বিনষ্টকারী সাব্যস্ত হবে। অতপর তিনি লিখেছেন, যোহর পড়বে যখন ছায়া এক হাত হবে, এ পর্যন্ত যে, তোমাদের প্রত্যেকের ছায়া সমান হয়, আসর পড়বে যখন সূর্য উঠে পরিষ্কার হবে, এ পর্যন্ত যে, তোমাদের প্রত্যেকের ছায়া সমান হয় যাতে একজন উট সওয়ার সূর্য অদৃশ্য হবার আগেই দু বা তিন ফর্সখ অতিক্রম করতে পারে এবং মাগরিব পড়বে যখনই সূর্য অদৃশ্য হয়। এশা পড়বে যখন শফক অদৃশ্য হয়। রাতে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। যে ঘুমাবে এর আগে তার চক্ষু না ঘুমাক। যে ঘুমাবে এর আগে তার চক্ষু না ঘুমাক!!! এবং ফজর পড়বে যখন তারকারাজি পরিষ্কার হয় এবং চমকে। -(মালিক)

৫৩৮ — ২২৬

**পারমের সময় ছায়ায় পরিমাণ পাঁচ কদম হলে যোহর পড়তে হয়**

হাদীস : ৫৩৯ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, গ্রীষ্মকালে রাসূল (স)-এর যোহরের নামাযের পরিমাণ ছায়ায় পরিমাণ ছিল তিন হতে পাঁচ কদম পর্যন্ত এবং শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদম পর্যন্ত। -(আবু দাউদ ও নাসাই)

## অষ্টাদশ অধ্যায়

### সকাল সকাল নামায পড়া

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

**যোহর নামাযের ওয়াক্তের সময় খুব গরম থাকে**

**হাদীস : ৫৪০ ।** হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূল (স)-এর পিছনে যোহর পড়তাম, আমরা উত্তাপ হতে বাঁচার জন্য আমাদের কাপড়ের উপর সিজদা করতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

**দোযখ বছরে দুটি নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে**

**হাদীস : ৫৪১ ।** হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন উত্তাপ বাড়বে শীতল করবে নামাযকে-আবু সাঈদ হতে বোখারীর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যোহরকে। কেননা, উত্তাপের আধিক্য দোযখের তাপ। দোযখ আপন পরওয়াদেগারের কাছে অভিযোগ করে বলেছিল, পরওয়াদেগার! আমার একাংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন তিনি তাকে অনুমতি দিলেন দুটি নিঃশ্বাসের। এক নিঃশ্বাস শীতের আর অপর নিঃশ্বাস গ্রীষ্মের। এতই তোমার গ্রীষ্ম তাপের আধিক্য পাও এবং শীতে শীতের আধিক্য পাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা ও গরমের আধিক্য অনুভব কর তা দোযখের গরম নিঃশ্বাসের কারণেই এবং তোমরা যে শীতের আধিক্য অনুভব কর তা তার শীতল নিঃশ্বাসের দরুনই।

**সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আসরের নামায পড়তে হয়**

**হাদীস : ৫৪২ ।** হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আসরের নামায পড়তেন, তখন সূর্য উচ্চ ও উজ্জ্বল থাকত। অতপর কেউ আওয়ালীর দিকে যেত এবং সেখানে পৌছত, তখনও সূর্য উপরে থাকত, অথচ আওয়ালীর কোনো কোনো স্থান মদীনা হতে চার মাইল বা তার কাছাকাছি দূরে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**সূর্য শয়তানের শিখরের সাক্ষাৎ**

**হাদীস : ৫৪৩ ।** হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তা মুনাফেকের নামায-যে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না সূর্য হলদে হয় এবং শয়তানের দু শিং এর মধ্যখানে আসে, তখন উঠে চার ঠোঁকর মারে, এতে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। -(মুসলিম)

**আসরের নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ**

**হাদীস : ৫৪৪ ।** হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার আসরের নামায ফওত হল, যেন তার সমস্ত পরিবার ও ধন-সম্পদ লুট হয়ে গেল। -(বোখারী ও মুসলিম)

**এশার নামায দেরি করে পড়া ভাল**

**হাদীস : ৫৪৫ ।** হযরত সাইয়্যাব ইবনে সালামা (রা) বলেন, আমি ও আমার পিতা (সাহাবী) হযরত আবু বারযা আসলামীর কাছে গেলাম। আমার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (স) ফরয নামায কিভাবে পড়তেন? তিনি বললেন, যোহর-যাকে তোমরা প্রথম নামায বল-যখন সূর্য ঢলে তখনই পড়তেন এবং আসর পড়তেন যার পর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়িতে ফিরত, অথচ তখনও পরিষ্কার থাকত। রাবী বলে, মাগরিব সম্পর্কে কি বলেছেন তা আমি ভুলে গিয়েছি। আর এমা যাকে তোমরা আতামাহ বল দেরি করে পড়তেই ভালবাসতেন এবং তার আগে নিদ্রা যাওয়া বা পরে কথা বলা না অপছন্দ করতেন। তিনি ফজরের নামায হতে অবসর গ্রহণ করতেন যখন কেউ আপন সাথে বসা ব্যক্তিকে চিনিতে পারত এবং ষাট হতে এক শত আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, এশাকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে তিনি পরওয়া করতেন না এবং তার আগে নিদ্রা যাওয়া ও পরে কথা বলা পছন্দ করতেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

**সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত**

**হাদীস : ৫৪৬ ।** হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, আমরা সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূল (স) যোহর পড়তেন দ্বিপ্রহর ঢলে এবং আসর পড়তেন আর তখনও সূর্য দীপ্তিমান থাকত এবং মাগরিব পড়তেন যখন সূর্য অস্ত যেত এবং এশা-যখন লোক বেশি হত সকালে পড়তেন, আর যখন কম হত দেরী করতেন এবং ফজর পড়তেন অন্ধকারে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### আসর নামায না পড়লে সব আমল নষ্ট হয়ে যায়

হাদীস : ৫৪৭ । হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আসরের নামায তরক করেছে তার আমল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। -(বোখারী)

### মাগরিবের নামাযের পরে অন্ধকার হয়ে যায়

হাদীস : ৫৪৮ । হযরত রাকে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মাগরিবের নামায পড়তাম। অতপর আমাদের কেউ ফেরত আর তখন দেখতে পেত তার তীর পড়বার স্থান। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার নামায পড়া যায়

হাদীস : ৫৪৯ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সাহাবীরা এশার নামায পড়তেন শফক অদৃশ হওয়ার পর হতে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। -(বোখারী ও মুসলিম)

### ফজরের নামাযের পর কিছুটা অন্ধকার থাকে

হাদীস : ৫৫০ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) ফজরের নামায পড়তেন, অতপর স্ত্রীলোকেরা নিজেদের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে ফিরত, অথচ অন্ধকারের কারণে তাদের চিনা যেত না। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সেহরী খাওয়ার পর ফজরের নামায পড়তে হয়

হাদীস : ৫৫১ । হযরত কাতাদা হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (স) ও যাবিদ ইবনে সাবিত সেহরী খেলেন। যখন তাঁরা দুজন সেহরী হতে অবসর গ্রহণ করলেন, আব্বাহর নবী (স) ফজরের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং নামায পড়ালেন। আমরা আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সেহরী হতে অবসর গ্রহণ ও নামাযের প্রবেশের মধ্য কি পরিমাণ সময় ছিল? তিনি করলেন, কেউ পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে পারে এ পরিমাণ। -(বোখারী)

### নামায সঠিক সময়ে পড়ার জন্য নির্দেশ

হাদীস : ৫৫২ । হযরত আবু যর গফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বললেন, হে আবু যর! কি অবস্থা হবে যখন তোমার উপর এমন শাসনকর্তারা হবে যারা নামাযের প্রতি অমনযোগী হবেন অথবা তার হতে একে পিছিয়ে দিবেন? আমি বললাম, আপনি কি আদেশ দেন? তিনি বললেন, নামায তার সঠিক সময়ে পড়বে, অতপর যদি তাদের সাথে পাও, পুনরায় পড়বে, আর এটা তোমার জন্য নফল হবে। -(মুসলিম)

### সূর্যোদয়ের আগে ফজরের এক রাকআত পেলে সে পূর্ণ নামায পেলে

হাদীস : ৫৫৩ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ফজরের নামাযের এক রাকআত পেয়েছে সূর্যোদয়ের আগে সে ফজরের নামাযকে পেয়েছে এবং যে আসরের নামাযে এক রাকআত পেয়েছে সূর্যোদয়ের আগে সে আসরের নামাযকে পেয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে এক সিজদা পেলেও আসরের নামায হবে

হাদীস : ৫৫৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আসরের নামাযের এক সিজদা পায় সূর্য অদৃশ হবার আগে, সে যেন তার নামাযকে পূর্ণ করে নেয়। এরূপে যখন ফজরের নামাযের এক সিজদা পায় সূর্য উদয় হবার আগে, সে যেন তার নামাযকে পূর্ণ করে নেয়। -(বোখারী)

### সময় হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়তে হয়

হাদীস : ৫৫৫ । হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেউ কোনো নামায ভুলে যায় অথবা তা না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তার প্রতিকার হল যখনই তা স্মরণ হবে পড়ে নিবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, এটা ছাড়া তার কোনো প্রতিকার নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সুন্মের মধ্যে কোনো ভুলত্রুটি নেই

হাদীস : ৫৫৬ । হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, নিদ্রায় কোনো ত্রুটি নেই, ত্রুটি হল জাগরণে। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ কোনো নামায ভুলে যায় অথবা তা না পড়ে নিদ্রা যায়, যখনই সেটা স্মরণ হয় পড়ে নিবে। কেননা, আব্বাহ তায়াল্লা বলেন, নামায কায়ম কর আমার স্মরণে। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নয়

হাদীস : ৫৫৭ । হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে আলী! তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করা না। নামায-যখন তার সময় আসে, জানাযা যখন তা উপস্থিত হয়, স্বামীবিহীন নারী। যখন তুমি সমাগোত্র ও সমকক্ষ বর পাও। -(তিরমিযী)

## নামাযের প্রথম সময় আত্মাহর সজ্জি

হাদীস : ৫৫৮ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন নামাযের প্রথম সময় হচ্ছে আত্মাহর সজ্জা এবং শেষ সময় হচ্ছে আত্মাহর কমা । -(তিরমিযী) **জাল-১২৮**

## নামাযকে প্রথম সময়ে পড়া ভাল

হাদীস : ৫৫৯ । হযরত উম্মে ফারওয়াহ (রা) বলেন, রাসূলুলাহ (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, কোনো কাজ অধিক উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, নামাযকে তার প্রথম সময়ে পড়া । -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ । তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আল-ওমরী ব্যতীত আর কারও হতে বর্ণিত নয় এবং তিনি হাদীসবিদদের কাছে সবেল নয়)

## নামায শেষ ওয়াক্তে পড়া নিষেধ

হাদীস : ৫৬০ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) দূরার কোলো নামাযকে তার শেষ ওয়াক্তে পড়েননি । আত্মাহ তারালা তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া পর্যন্ত । -(তিরমিযী)

## মুসলমানরা সর্বদা কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে

হাদীস : ৫৬১ । হযরত আবু আইয়ুব আমসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মত সর্বদা কল্যাণে থাকবে অথবা তিনি বলেছেন, কেতরাত-এর উপর থাকবে যতক্ষণ না তারা মাগরিবের নামাযে তারকারাজি ঘন-নিবিড় হয়ে উঠা পর্যন্ত বিলম্ব না করবে । -(আবু দাউদ, আর দারেমী আক্বাস হতে)

## এশার নামায দেরিতে পড়া ভাল

হাদীস : ৫৬২ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদেরকে এশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশে অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে বলতাম । -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

## আপেলের নবীর উম্মতদের উপর এশার নামাযের প্রচলন ছিল না

হাদীস : ৫৬৩ । হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা এ নামাযকে দেরি করে পড়বে । কেননা, এ নামায দ্বারা তোমাদেরকে অন্য সমস্ত উম্মতের উপর ফযিলত দেওয়া হয়েছে । তোমাদের আগে কোনো উম্মত কখনও এ নামায পড়েনি । -(আবু দাউদ)

## এশার নামায পড়ার সময়

হাদীস : ৫৬৪ । হযরত নোমান ইবনে শবীর (রা) বলেন, আমি উত্তমরূপে অবগত আছি তোমাদের এ নামাযের শেষ এশার নামাযের সময় সম্পর্কে । এটা পড়তেন তৃতীয়ার চন্দ্র ডুবলে । -(আবু দাউদ দারেমী)

## ফজরের নামায ফর্সা আলোতে পড়তে হয়

হাদীস : ৫৬৫ । হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ফজরের নামায ফর্সা আলোতে পড়বে । সওয়াবের পক্ষে এটা অতি উত্তম । -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী । কিন্তু নাসাঈর বর্ণনায় সওয়াবের পক্ষে একটা অতি উত্তম-এই কথা নেই ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## আসরের নামাযের পর উট যবেহ করে রান্না করে খাওয়া যায়

হাদীস : ৫৬৬ । হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে আসরের নামায পড়তাম, অতপর উট যবেহ করা হত এবং তা কেটে গোশত ভাগ করা হত, অতপর রান্না করা হত, আর আমরা রান্না করা গোশত খেতাম-সূর্য অদৃশ্য হবার আগেই । -(বোখারী ও মুসলিম)

## কোনো উম্মতের এশার নামায ছিল না

হাদীস : ৫৬৭ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা এক রাতে শেষ এশার নামাযের জন্য রাসূল (রা)-এর অপেক্ষা করছিলাম । তিনি বের হয়ে আসলেন যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গিয়েছিল, অথবা এরও কিছু পরে । আমরা বলতে পারি না যে, কোনো কাজ তাঁকে তাঁর পরিবারে আবদ্ধ করে রেখেছিল অথবা এছাড়া অন্য কিছু । যখন তিনি ফের হয়ে আসলেন, বললেন, তোমরা এমন একটি নামাযের প্রতীক্ষা করছ যার প্রতীক্ষা অপর কোন ধর্মাবলম্বীরা করে না । যদি আমি আমার উম্মতের পক্ষে কঠিন হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদের নিয়ে এ নামায এ সময়েই পড়তাম । অতপর তিনি মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দিলেন, সে একামত বলল, আর তিনি নামায পড়ালেন । -(মুসলিম)



**রাসূল (স) নামাযকে সংক্ষেপ করতেন**

হাদীস : ৫৬৮ । হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, বলেন, রাসূল (স) নামায পড়তেন প্রায় তোমাদের নামাযসমূহের মতোই, কিন্তু তিনি এশার নামাযকে তোমাদের নামায অপেক্ষা কিছু পিছিয়ে পড়তেন এবং নামাযকে সহজ-সংক্ষেপে করতেন । -(মুসলিম)

**রাসূল (স) এশার নামায দেখিতে পড়তেন**

হাদীস : ৫৬৯ । হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এক রাতে আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এশার নামায পড়েছি । অর্থাৎ ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তিনি বেশ হলেন না, যে পর্বত না প্রায় অর্ধরাত অতীত হয়ে গেল । অতপর বললেন, তোমরা তোমাদের আসন গ্রহণ কর । আমরা আমাদের আসন গ্রহণ করলাম । তিনি বললেন, লোকজন নামায সম্পন্ন করেছে এবং নিজেদের শয্যা গ্রহণ করেছে, আর তোমরা নিচর নামাযেই আছ, তোমরা নামাযের অপেক্ষায় আছ । যদি দুর্বলের দুর্বলতা এবং রুগ্ন ব্যক্তির রোগ কষ্টের আশংকা না থাকত, তাহলে আমি এ নামাযকে অর্ধরাত পর্বত পিছিয়ে পড়তাম । -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

**রাসূল (স) বোহরের নামায সকালে সকালে পড়তেন**

হাদীস : ৫৭০ । হযরত উম্মে রাসালা (রা) বলেন, রাসূল (স) তোমাদের অপেক্ষা বোহরের নামাযকে সকালে সকালে পড়তেন আর তোমরা তাঁর অপেক্ষা আসরের নামাযকে সকালে পড় । -(আহমদ ও তিরমিযী)

**নামায ঠাণ্ডা সময়ে পড়া ভাল**

হাদীস : ৫৭১ । হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন গরম কাল আসত রাসূল (স) নামায ঠাণ্ডা সময়ে পড়তেন । আর যখন ঠাণ্ডা পড়ত তখন সকালে পড়তেন । -(নাসাঈ)

**সরকারী প্রশাসন নামাযে বাঁধা দিবে**

হাদীস : ৫৭২ । হযরত ওবাদা ইবনে সাবিত (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন আমাকে বলেছেন, আমার পর তোমাদের উপর এমন প্রশাসকরা হবে, যাদেরকে নানারূপ কাজ ঠিক সময়ে নামায আদায় করা হতে বিরত রাখবে । এমন কি তার সময় চলে যাবে । তখন তোমরা নামায পড়ে নিবে তা ঠিক সময়েই । এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি কি তাদের সাথে আবার নামায পড়ব? তিনি বললেন, হ্যাঁ । -(আবু দাউদ)

**পরবর্তী শাসকরা নামায পিছিয়ে দিবে**

হাদীস : ৫৭৩ । হযরত কাবীসাহ ইবনে ওরাকাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, আমার পর তোমাদের উপর শাসকরা হবে যারা নামাযকে পিছিয়ে ফেলবে, তা তোমাদের পক্ষে হবে এবং তাদের বিপক্ষে যাবে, সুতরাং তোমরা তাদের পিছনে নামায পড়বে যতক্ষণ না তারা কেবলানুখী হয়ে নামায পড়ে । -(আবু দাউদ)

**সব কাজের মধ্যে নামায উত্তম**

হাদীস : ৫৭৪ । হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে খেয়র হতে বর্ণনা আছে, তিনি খলীফা হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন, যখন তিনি খীর গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন বললেন, হযরত! আপনিই সাধারণের ইমাম, কিন্তু আপনার উপর এ বিপদ উপস্থিত, যা আপনি দেখছেন, আর বিদ্রোহী নেতা আমাদের নামায পড়াচ্ছেন, অথচ এটাকে আমরা তনাহ বলে মনে করি । তখন তিনি বললেন, মানুষ যে সকল কাজ করে থাকে, নামায হল সে সকলের মধ্যে উত্তম কাজ । সুতরাং যখন মানুষ ভাল কাজ করবে তাদের সাথে শরীক হবে এবং যখন মন্দ কাজ করবে তাদের মন্দ কাজ হতে দূরে সরে থাকবে । -(কোখারী)

**উনবিংশ অধ্যায়  
নামাযের ফযিলত****প্রথম পরিচ্ছেদ****ফজর নামায ও রাগিবের নামায পড়লে সে বেহেশতী**

হাদীস : ৫৭৫ । হযরত ওমরান ইবনে রুআইমাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কখনও এমন কোনো ব্যক্তি দোযখে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে নামায পড়েছে । অর্থাৎ ফজর ও আসর ।

-(মুসলিম)

### দু ঠাণ্ডা সময়ে নামায কল্যাণময়

হাদীস : ৫৭৬ । হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দু ঠাণ্ডা সময়ের নামায পড়বে সে বেহেশতে যাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতা একত্রে মিলিত হয়

হাদীস : ৫৭৭ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে পর পর আসে একদল ফেরেশতা রাতে, আর একদল ফেরেশতা দিনে এবং উভয়ে মিলিত হয় ফজরের নামাযে ও আসরের নামাযে। অতপর উঠে যান যারা তোমাদের মধ্যে ছিল। তখন এদের পরওয়ারদেগার এদের জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত-তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে আসলে? উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে ছেড়ে এসেছি, তখন তারা নামায পড়তেছিল এবং আমরা তাদের কাছে পৌঁছেছি, তখনও তারা নামায পড়ছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### ফজরের নামায পড়লে আত্মাহর দায়িত্বে চলে যায়

হাদীস : ৫৭৮ । হযরত জুনদুব কাসরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ফজরের নামায পড়ত সে আত্মাহর দায়িত্বে চলে গেল। সুতরাং হে আত্মাহর বান্দারা! আত্মাহর যেন আপন দায়িত্বের কোনো বিষয় সম্পর্কে বাদী হবেন, তাকে ধরতে পারবেনই। অতপর তিনি তাকে উপড় করে দোষের আগুন নিক্ষেপ করবেন। -(মুসলিম। আর মাসাবীহের কোনো কোনো নোসখায় কাসরীর পরিবর্তে কোশাররী রয়েছে)

#### প্রথম সারিতে নামায পড়া অনেক সওয়াব

হাদীস : ৫৭৯ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি লোক জানত আযান দেওয়া এবং নামাযে প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি সওয়াব রয়েছে, অতপর লটারী দেওয়া ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না। তাহলে তারা এর জন্য লটারী দিত আর যদি তারা জানত নামাযের জন্য সকালে যাওয়ার মধ্যে কি সওয়াব রয়েছে তাহলে তারা এর দিকে অন্যের আগে পৌঁছবার চেষ্টা করত এবং যদি জানত এশা ও ফজরের মধ্যে কি রয়েছে, তাহলে তারা এর দিকে অন্যের আগে পৌঁছবার চেষ্টা করত এবং যদি জানত এশা ও ফজরের মধ্যে কি রয়েছে, তাহলে তারা এর জন্য আসত।

#### মুনাফিকরা ফজর ও এশার নামায পড়তে চায় না

হাদীস : ৫৮০ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুনাফিকদের পক্ষে ফজর ও এশা অপেক্ষা কোনো কঠিন নামায নেই। যদি তারা জানত তাদের মধ্যে কি রয়েছে, তাহলে তারা এর জন্য আসত, যদিও তাদের আসতে হত হামাগুড়ি দিয়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### এশার নামাযের অনেক কবিলত আছে

হাদীস : ৫৮১ । হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে এশার নামায জামাআতে পড়েছে, পড়েছে, সে যেন অর্ধ রাত নামায পড়েছে, আর যে ফজরের নামায জামাআতে পড়েছে, সে যেন পূর্ণ রাত নামায পড়েছে। -(মুসলিম)

#### এশার নামাযকে আত্মা বলা হয়

হাদীস : ৫৮২ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেদুঈনরা যেন তোমাদের উপর জয়ী হতে না পারে তোমাদের মাগরিবের নামাযের নামকরণে। রাবী বলেন, বেদুঈনরা তাকে এশা বলত এবং রাসূল (স) আরও বলেন, বেদুঈনরা যে তোমাদের উপর জয়ী হতে না পারে। তোমাদের এশার নামাযের নামকরণেও। তা আত্মাহর কিতাবে এশা। তা পড়া হয় আতামায়। দুধ দোহনের সময়ে। -(মুসলিম)

#### আসরের নামাযকে ওসতা নামায বলে

হাদীস : ৫৮৩ । হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বন্দক-মুন্ধের তারিখে বলেছেন, আমাদেরকে 'ওসতা' নামায আসরের নামায হতে বিয়ত রাখল। আত্মাহ তাদের ঘরসমূহ ও কবরসমূহকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করুক। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### ওসতা নামাযই আসরের নামায

হাদীস : ৫৮৪ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও সামুয়া ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ওসতা নামাযই হচ্ছে আসরের নামায। -(তিরমিযী)

আসরের নামাযে দিনের ও রাতের ফেরেশতারা মিলিত হয়

হাদীস : ৫৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে আব্বাহ পাকের এই বাণী-

ان قران الفجر كان مشهودا

“ফজরের কেরাআতে হাজির হয়।”-এ ব্যাখ্যা করণ করেন যে, এতে হাজির হয় রাতের ফেরেশতারা এবং দিনের ফেরেশতারা। -(তিরমিযী)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফজরের নামায হল ইমানের পতাকা

হাদীস : ৫৮৬ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামাযের দিকে গেল, সে ইমানের পতাকা নিয়ে গেল। আর যে ভোরে বাজারের দিকে গেল, সে শয়তানের পতাকা নিয়ে গেল। -(ইবনে মাজাহ) হাদীসটি নিতাইই যইফ- ১৩১

হযরত আয়েশা (রা) বলেন যোহরের নামাযকে ওসতা বলে

হাদীস : ৫৮৭ ॥ হযরত য়য়িদ ইবনে সাবিত হতে এবং তিরমিযী উভয় হতে মুআল্লাক রূপে বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (স) খুব সহজ নামায পড়তেন

যইফ- ১২৯

হাদীস : ৫৮৮ ॥ হযরত য়য়িদ ইবনে সাবিত বলেন, রাসূল (স) যোহরের নামায খুব সকালে পড়তেন। তিনি এমন কোনো নামায পড়তেন না যা রাসূল (স)-এর সাহাবীদের পক্ষে ভা অপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়, “নামাযসমূহের হেফাযত কর, বিশেষ করে ওসতা নামাযের”-যয়িদ বলেন, এর আগেও দুটি নামায রয়েছে। এবং পরেও দুটি নামায রয়েছে। (আসর ও মাগরিব) -(আহমদ ও আবু দাউদ)

ফজরের নামাযকে ওসতা নামায বলে

হাদীস : ৫৮৯ ॥ হযরত মালেকের কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, ওসতা নামায। -(মোআত্তা এবং তিরমিযী ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা) হতে মুআল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

যইফ- ১৬০

### বিংশ অধ্যায়

আযান ও আযান শ্রবণ সম্পর্কে গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত বেলাল (রা) প্রথম আযান দিলেন

হাদীস : ৫৯০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, সাহাবীরা আতুন ও শিয়ার উল্লেখ করলেন। একে কেউ কেউ ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের প্রথা বললেন। অতপর বেলালকে নির্দেশ দেওয়া হল আযান জোড়া জোড়া এবং একামত বিজোড় দেওয়া সম্পর্কে। তিনি বললেন, তবে ‘কাদকামাতিস সালাত’ ব্যতীত। -(বোখারী ও মুসলিম)

আযানে প্রতি শব্দ দুবার উচ্চারণ করতে হয়

হাদীস : ৫৯১ ॥ হযরত আবু মাহযুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিজে আমাকে শিক্ষা দেন এবং বলেন, তুমি বল, “আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার; আশহাদুআল-লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ, আশহাদুআল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (স) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ; হাইয়া আলাসসালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ; হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ; আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার; লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আযানের বাক্য উনিশটি

হাদীস : ৫৯২ ॥ হযরত আবু মাহযুরা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁদের আযান শিক্ষা দিয়েছেন উনিশটি বাক্যে এবং একামত সতের বাক্যে। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও দারেমী)

রাসূল (স)-এর সময় আযান দুবার ছিল

হাদীস : ৫৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সময় আযান দু বার এবং একামত একবার ছিল। কিন্তু ‘কাদকামাতিসসালাত’-কে মুয়াজ্জিন দুবার বলতেন। -(আবু দাউদ, নাসাই ও দারেমী)

### কিভাবে আযান দিতে হয়

হাদীস : ৫৯৪ : হযরত আবু মাহযুরা (রা) বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূল্লাহ! আমাকে আযানের নিয়ম বলে দিন আবু মাহযুরা বলেন, অতপর রাসূল (স) আমার মাথার সম্মুখভাগের উপর হাত মুছলেন এবং বললেন, বল “আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, থেকে তোমার স্বরকে তুমি খুব উচ্চ করবে। অতপর বলবে, ‘আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং আশহাদু আনু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আনু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। এতে তুমি তোমার স্বরকে ছোট করবে। অতপর তুমি তোমার স্বরকে উচ্চ করে বলবে, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আনু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আনু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। যদি ফজরের নামায হয় তাহলে বলবে, ‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম, আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।’ – (আবু দাউদ)

### ফজরের নামায ব্যতীত তাসবীহ করা যাবে না

হাদীস : ৫৯৫ : হযরত বেলাল (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, কোনো নামাযেই তাসবীহ করবে না ফজরের নামায ব্যতীত। – (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) **হাফ্ফা - ২৬২**

### দীর্ঘস্বরে ধীরে ধীরে আযান দিতে হয়

হাদীস : ৫৯৬ : হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) হযরত বেলালকে বললেন, যখন আযান দিবে, ধীরে ধীরে দীর্ঘ স্বরে দিবে এবং যখন এক্বামত বলবে, তাড়াতাড়ি অনুচ্চ স্বরে বলবে এবং তোমার আযান ও এক্বামতের মধ্যে এ পরিমাণ সময় রাখবে যাতে খাওয়ার হাজতী তার খাওয়া হতে পানের হাজতী তার পান হতে এবং পায়খানা-প্রস্রাবের হাজতী যখন তার হাজত পূর্ণ করতে গিয়েছে, তার হাজত হতে অবসর গ্রহণ করে সারে এবং তোমার নামাযের জন্য দাঁড়াবে না যে পর্যন্ত না আমাকে দেখে। – (তিরমিযী) **হাফ্ফা - ২৬৩**

### যে আযান দেয় সে এক্বামত দিবে

হাদীস : ৫৯৭ : হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আযান দাও-ফজরের নামাযে। সুতরাং আমি আযান দিলাম। অতপর বেলাল এক্বামত দিতে চাইলেন। তখন রাসূল (স) বলেন, সুদায়ী আযান দিয়েছে, আর যে আযান দিবে সে এক্বামতও দিবে। – (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ **হাফ্ফা - ২৬৪**

### নামায আহ্বানের ব্যাপারে আলোচনা

হাদীস : ৫৯৮ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, মুসলমানেরা যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা অনুমান করে নামাযের জন্য একটা সময় ঠিক করে নিতেন এবং সে সময় সকলে একত্রিত হতেন। নামাযের জন্য কেউ আহ্বান করত না। একদিন তাঁরা এ ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। কেউ বললেন, নাসারাদের ন্যায় একটা ঘণ্টা বাজান হোক, আর কেউ বললেন, ইয়াহুদীদের ন্যায় একটা শিলা। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, তোমরা কি একজন লোককে পাঠাতেই পার না যে, নামাযের জন্য মানুষকে আহ্বান করবে? তখন রাসূল (স) বললেন, হে বেলাল! উঠ এবং নামাযের জন্য আহ্বান কর। – (বোখারী ও মুসলিম)

### কিভাবে আযানের প্রচলন হল

হাদীস : ৫৯৯ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ ইবনে আবদে রাব্বিহী (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) ঘণ্টা বাজানোর জন্য আদেশ করলেন, যাতে তা নামাযের জন্য একত্রিত হতে মানুষের উদ্দেশ্যে বাজান হয়। তখন স্বপ্নে আমার কাছে একজন লোক উপস্থিত হল, যে নিজের হাতে একটা ঘণ্টা ধারণ করছিল, তখন আমি বললাম; হে আল্লাহর বান্দা! এ ঘণ্টাটি তুমি বিক্রয় করবে কি? সে বলল, এ দিয়ে তুমি কি করবে? আমি বললাম, এ দ্বারা আমরা নামাযের জন্য আহ্বান করব। সে বলল, এ হতে যেটা উত্তম তা আমি তোমাকে বলে দিব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। আবদুল্লাহ বলেন, তখন সে আল্লাহ আকবার হতে শুরু করে আযানের শেষ পর্যন্ত সব শব্দগুলি বলল। এরূপে এক্বামতেরও। অতপর যখন আমি ভোরে উঠলাম, রাসূল (স)-এর কাছে পৌঁছলাম এবং তাঁকে যা দেখেছি তা বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার মোবারক করুন! এটা নিশ্চয়ই সত্য স্বপ্ন। যাও বেলালের সাথে এবং তাকে বলে দাও যা তুমি দেখেছ। সে শব্দ দ্বারা বেলাল যেন আযান দেয়। কেননা, সে তোমার অপেক্ষা অধিক উচ্চ স্বরধারী। সুতরাং আমি বেলালের সাথে গেলাম এবং তাকে এটা বলতে লাগলাম, আর তিনি তা দ্বারা আযান দিতে লাগলেন। আবদুল্লাহ

বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তা শুনলেন-তখন তিনি তাঁর ঘরে ছিলেন, আর নিজের চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে যিনি সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় আমিও দেখেছি অনুরূপ। যা তাকে দেখান হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা। -(আবু দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)

### নামাযের জন্য আহ্বান করা উচিত

হাদীস : ৬০০ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ফজরের নামাযের জন্য বের হলাম। তখন তিনি যার কাছ দিয়ে যেতেন, তাকে নামাযের জন্য আহ্বান করতে অথবা দীর্ঘ পা দিয়ে তাকে নাড়িয়ে দিতেন। -(আবু দাউদ) ২৬২-১৬৫

### নামায নিদ্রা হতে উত্তম

হাদীস : ৬০১ ॥ ইমাম মালিক (র.)-এর কাছে বিখ্যাত সূত্রে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, জৈনিক মুয়াজ্জিন হযরত ওমরের কাছে এলো তাঁকে ফজরের নামাযের জন্য জাগাতে এবং তাঁকে নিদ্রিত অবস্থায় পেল। সে বলল, নামায নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম। তখন ওমর তাকে এটা ফজরের নামাযের আযানেই সংযোগ করতে বললেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### আযানের সময় দু আঙ্গুল কানে দিতে হয় ২৬২-১৬৬

হাদীস : ৬০২ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাদ ইবনে আম্মার ইবনে সাদ নবী করীম (স)-এর মুয়াজ্জিন (রা) বলেন, আমার পিতা তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা সাদ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বেলালকে হুকুম দিলেন তাঁর দুই আঙ্গুল দু কানের মধ্যে সংস্থাপন করতে এবং বললেন, এটা তোমার স্বরকে উচ্চ করবে। -(ইবনে মাজাহ) ২৬২-১৬৭

## একবিংশ অধ্যায়

### আযানের মাহাত্ম্য এবং মুয়াজ্জিনের উত্তর দান

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### মুয়াজ্জিনের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি

হাদীস : ৬০৩ ॥ হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনরা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট হবেন। -(মুসলিম)

#### আযান শুনে শয়তান পালিয়ে যায়

হাদীস : ৬০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হতে থাকে, শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে বাতর্ক্য করতে করতে, যাতে সে আযান না শুনে। অতপর যখন আযান শেষ হয়ে যায় সে ফিরে আসে। আবার যখন এক্বামত বলা হতে থাকে, সে পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে এবং যখন এক্বামত শেষ হয়ে যায়, পুনরায় ফিরে আসে এবং খটকা ঢালতে থাকে মানুষের অন্তরে। সে বলে, অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর, যেসকল বিষয় তার মনে ছিল না। অবশেষে মানুষ এরূপ হয়ে যায় যে, সে বলতে পারে না কত রাকআত আমায পড়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### আযানের ফযিলত অনেক বেশি

হাদীস : ৬০৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যেকোন মানুষ ও জ্বিন অথবা অন্য কিছু মুয়াজ্জিনের স্বরের শেষ রেশটুকুও শুনেবে, সে কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। -(বোখারী)

#### আযানের শব্দগুলোই আযান শুনে বলতে হয়

হাদীস : ৬০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আযান দিতে শুনেবে, তার জবাবে বলবে সে যা বলে তার অনুরূপ। অতপর আমার উপর দুরূদ পড়বে। কেননা, যে আমার উপর একবার দুরূদ পড়ে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহ কাছে উসীলা চাইবে, আর তা হচ্ছে বেহেশতে একটি উচ্চ মর্যাদার স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন মাত্র বান্দা ভিন্ন অন্য কারও জন্য উপযোগী নয়। আমি আশা করি আমিই হব সে বান্দা। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য উসীলা চাবে তার জন্য আমার শাকাআত ওয়াজিব হবে। -(মুসলিম)

### আযানের বাক্যগুলো মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে বললে বেহেশতী

হাদীস : ৬০৭ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন মুয়াজ্জিন বলে, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, যদি তোমাদের কেউ বলে, আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার, অতপর যখন মুয়াজ্জিন বলে, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” সেও বলে আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আবার যখন মুয়াজ্জিন বলে, আশহাদু আনু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, সেও বলে, আশহাদু আনু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, তারপর যখন মুয়াজ্জিন বলে হাইয়া আলাসসালাহ, সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিলাহ, পরে যখন মুয়াজ্জিন বলে, আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার, সেও বলে আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার, অতপর মুয়াজ্জিন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেও বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অন্তর হতে, সে বেহেশতে দাখিল হবে। -(মুসলিম)

### আযানের পর দোয়া করলে রাসূল (স) সুপারিশ করবেন

হাদীস : ৬০৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তি বলবে, যখন আযান শুনেবে -

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة - ات محمد ن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته -

হে এই পূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মদ (স)-কে উসীলা ও মর্যাদা দান কর এবং পৌছাও তাকে মাকামে মাহমুদে, যার ওয়াদা তুমি করেছ। ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হবে। -(বোখারী)

### আযান শুনেলে আক্রমণ নিষেধ

হাদীস : ৬০৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আক্রমণ চালাতেন, যখন উষার উদয় হত এবং আযাত শুনার জন্য কান পেতে থাকতেন। যদি আযান শুনেলেন আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন, অন্যথায় আক্রমণ চালাতেন। একদিন তিনি এক ব্যক্তিকে শুনেলেন, সে বলছে, আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি বেঁচে গেলে দোষ হতে। অতপর সাহাবীরা তার দিকে তাকালেন এবং দেখলেন, সে একজন ছাগল চালক। -(মুসলিম)

### আযানের পরে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৬১০ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনে বলেন-

“আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু-প্রতিপালকরূপে, মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে ধীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি, তাহলে তার ওনাহ মাক করা হবে।” -(মুসলিম)

### প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে নামায আছে

হাদীস : ৬১১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে নামায রয়েছে, প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে নামায রয়েছে। অতপর তৃতীয়বার বললেন, যে চায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### ইমাম নামাযের জামিনদার

হাদীস : ৬১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইমাম হল নামাযের জামিন, আর মুয়াজ্জিন হল আমানতদার। আল্লাহ! তুমি ইমামদের ঠিক পথে চালাও এবং মুয়াজ্জিনদের মাক করে দাও। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও শাফেয়ী। শাফেয়ীর অপর রেওয়ায়ত মাসাবীহের শব্দের সাথে)

### সাত বৎসর আযান দিলে তার জন্য দোষখের আশুন হারাম

হাদীস : ৬১৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে সাত বৎসর আযান দিবে, তার জন্য দোষখের আশুন থেকে মুক্তি নির্ধারিত। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### ছাগল চালকের নামায আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন

হাদীস : ৬১৪ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমার রকব খুশী হন সেই ছাগল চালকের প্রতি, যে একা পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে নামাযের আযান দেয় এবং নামায পড়ে। তখন আল্লাহ পাক



ফেরেস্তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি দেখ, সে আযান দেয় এবং নামায কায়েম করে-ভয় করে আমাকে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম এবং বেহেশতে দাখিল করলাম। -(আবু দাউদ, ও নাসাঈ)

### তিন ব্যক্তি মিশকের স্ত্রণের উপর থাকবে

হাদীস : ৬১৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মিশকের কস্তরীর স্ত্রণের উপর হবে। ১. যে ক্রীতদাস আল্লাহ ও তার প্রভুর হক ঠিকমত আদায় করে। ২. যে ব্যক্তি কোনো কওমের ইমামতি করে আর তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং ৩. যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য প্রত্যেক দিন ও রাতে আযান দেয়। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব) ২৫২০-২৬০১

### মুয়াজ্জিনের গোনাহ ক্ষমা করা হবে

হাদীস : ৬১৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুয়াজ্জিন তাকে মাফ করে দেওয়া হবে তার আওয়াজের শেষ রেশটুকু পর্যন্ত এবং তার জন্য সাক্ষ্য দিবে প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব। আর যে নামাযে উপস্থিত হবে তার জন্য পাঁচটি নামাযের সওয়াব লেখা হবে, এবং মাফ করা হবে তার উভয় নামাযের মধ্যকার গুনাহ। -(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ কিন্তু নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব পর্যন্ত অতপর বলেছেন, তার জন্য রয়েছে, যারা নামায পড়েছে তাদের সওয়াবের পরিমাণ।

### নামাযের ইমামতিতে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়

হাদীস : ৬১৭ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার কওমের ইমাম নিযুক্ত করুন। রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা, তুমি তাদের ইমাম। তবে ইমামতিতে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং একজন মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করবে, যে আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ না করে।

-(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

### মাগরিবের আযানের পর দোয়া

হাদীস : ৬১৮ ॥ হযরত উম্মে সালাম (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমি যেন মাগরিবের আযানের সময় বলি-

“হে খোদা! এটা তোমার রাতের আগমন, তোমার দিনের প্রস্থান এবং তোমার মুয়াজ্জিনদের আযানের সময়। আমাকে ক্ষমা কর।” -(আবু দাউদ এবং বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে) ২৫২০-২৪০

### একামতেরও জবাব দিতে হয়

হাদীস : ৬১৯ ॥ হযরত আবু উম্মা অথবা রাসূল (স)-এর জনৈক সাহাবী বলেন, একদিন বেলাল একামত দিতে শুরু করলেন। যখন তিনি বললেন, “কাদকামাতাসি সালাহ” রাসূল (স) বললেন, “আকামাহান্নাহ ওয়া আদামাহ।” আল্লাহ তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং তাকে স্থায়ী করুন এবং বাকী সব একামতে ওমর বর্ণিত হাদীসের আযানের জবাবে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে সেইরূপ বললেন। -(আবু দাউদ) ২৫২০-২৪০

### আযান ও একামতের মধ্যবর্তী দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ৬২০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আযান ও একামতের মধ্যকার দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

### আযানের সময়ে দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ৬২১ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুই সময়ে দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। অথবা কমই ফিরিয়ে দেওয়া হয়, আযানের সময়ে দোয়া এবং যুদ্ধের সময়ের দোয়া। যখন পরস্পর কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। অন্য বর্ণনায় আছে, বৃষ্টির নীচেকার দোয়া। -(আবু দাউদ ও দারেমী। কিন্তু দারেমী বৃষ্টির নীচেকার দোয়ার উল্লেখ করেননি)

### মুয়াজ্জিনের ফযিলত নিয়ে প্রশ্ন

হাদীস : ৬২২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মুয়াজ্জিনরা আমাদের অপেক্ষা অধিক ফযিলত লাভ করতেছেন। রাসূল (স) বললেন, তুমিও বল যেমন তারা বলে থাকে এবং যখন শেষ করবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, তাতে তোমাকেও দেয়া হবে। -(আবু দাউদ)

### টীকা :

হাদীস নং : ৬১৯ ॥ ‘সুবহে সাদেক’ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত রমযানের ‘সাহরী’ ঋণ্ডা জায়েয। হযরত বেলালের আযান হত এর আগে। সম্ভবত তিনি তা ‘সাহসী ঋণ্ডার উদ্দেশ্যে লোকদের জাগানোর জন্য দিতেন। কেননা, অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ওয়াক্ত হবার আগে নামাযের আযান দিতে রাসূল (স) নিষেধ করেছেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### নামাযের আযান শুনে শয়তান পালিয়ে যায়

হাদীস : ৬২৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, শয়তান যখন নামাযের আযান শুনে, ভাবতে থাকে যে পর্যন্ত না রাওহা পৌঁছে রাবী বলেন, রাওহা মদীনা হতে ছত্রিশ মাইল দূরে। -(মুসলিম)

### আযানের উত্তর আযানের শব্দ দিয়ে দিতে হয়

হাদীস : ৬২৪ ॥ হযরত আলকামা ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমি হযরত মুয়াবিয়ার কাছে ছিলাম। যখন তাঁর মুয়াজ্জিন আযান দিতে ছিলেন, তখন মুয়াবিয়া বলতে থাকেন, যেমত তার মুয়াজ্জিন বলতেছিলেন। অবশেষে যখন মুয়াজ্জিন 'হাইয়া আলাসসালাহ' বললেন, তিনি বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিদ্বাহ!' যখন মুয়াজ্জিন বললেন, হাইয়া আলাল ফালাহ, তিনি বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতো ইল্লা বিদ্বাহিল আলিয়িল আজীম। এরপর তিনি বললেন, যা মুয়াজ্জিন বললেন। অতপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে এমনই বলতে শুনেছি। -(আহমদ)

### অস্তরের বিশ্বাসের সাথে আযানের জবাব দিলে বেহেশতী

হাদীস : ৬২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক সময় আমরা রাসূল (স)-এর সাথে ছিলাম। তখন বেলাল দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। বেলাল যখন চুপ করলেন, রাসূল (স) বললেন, যে অস্তরের বিশ্বাসের সাথে এর অনুরূপ বলবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। -(নাসাঈ)

### রাসূল (স) নামাযের আযানের জবাব দিতেন

হাদীস : ৬২৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন মুয়াজ্জিনকে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ! বলতে শুনতেন, তিনি বলতেন, আর আমিও আর আমিও। -(আবু দাউদ)

### বার বছর আযান দিলে বেহেশত নির্ধারিত

হাদীস : ৬২৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, যে রাসূল (স) বলেছেন, যে বার বছর আযান দেয়, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার জন্য লেখা হয় তার আযানের বিনিময়ে প্রত্যহ ষাট নেকী, আর প্রত্যেক ওয়াক্ত একামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী -(ইবনে মাজাহ)

### মাগরিবের আযানের পরে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৬২৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমাদেরকে আদেশ করা হত মাগরিবের আযানের সময় দোয়া করতে। -(বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে)

## দ্বাবিংশ অধ্যায়

### আযান অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### উম্মে মাকতুমের আযানের পর কজরের নামায পড়া হত

হাদীস : ৬২৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেলাল রাত থাকতে আযান দেয়। সুতরাং তোমরা খানাপিনা করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়। ইবনে ওমর বলেন, ইবনে উম্মে মাকতুম একজন অন্ধ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আযান দিতেন না যে পর্যন্ত না তাকে বলা হত যে, ভোর হয়েছে। ভোর হয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### বেলাল (রা) রাত থাকতে আযান দিতেন

হাদীস : ৬৩০ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদেরকে যেন সেহরী খাওয়া হতে বাঁধা না দেয় বেলালের আযান এবং সুবহে কায়েব, কিন্তু সুবহে সাদেক যা দিগন্তে প্রসারিত হয়। -(মুসলিম)

#### ফজরের নামাযে আযান দিতে হয়

হাদীস : ৬৩১ ॥ হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) বলেন, আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, যখন তোমরা সফরে যাবে আযান দিবে এবং একামত বলবে। অতপর তোমাদের মধ্যে যে বড় যে যেন তোমাদের ইমামতি করে। -(বোখারী)

### রাসূল (স)-এর নিয়মে নামায পড়তে হবে

হাদীস : ৬৩২ ॥ হযরত মালিক ইবনে হুয়ায়রিস (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা নামায পড়বে, যেমন আমাকে নামায পড়তে দেখেছ। যখন নামাযের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্যে একজন যেন আযান দেয়, অতপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে যেন ইমামতি করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### খায়বার যুদ্ধের পর সবাই ফজরের নামায দেৱিতে পড়েছিলেন

হাদীস : ৬৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন খায়বার যুদ্ধ হতে ফিরতেছিলেন, রাতে চলতেছিলেন, অবশেষে যখন তাঁকে তন্দ্রায় অভিভূত করল, শেষ রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং বেলালকে বললেন, আমাদের জন্য তুমি রাতের প্রতি লক্ষ্য রেখ। অতপর বেলাল নামায পড়ল যা তার পক্ষে সম্ভব হল এবং রাসূল (স) ও তাঁর সহচররা ঘুমিয়ে রইলেন। যখন ফজর নিকটবর্তী হল, বেলাল সূর্য উদয়ের দিকে মুখ করে আপন উটের গায়ে হেলাল দিলেন। ফলে বেলালকে তার চক্ষুদ্বয় পরাভূত করে ফেলল, অথচ তিনি তাঁর উটের গায়ে হেলাল দিয়ে আছেন। অতপর না রাসূল (স) জাগরিত হলেন না বেলাল, না রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে কেউ, যে পর্যন্ত সূর্য কিরণ এসে তাঁদের গায়ে ঠেকল। অতপর রাসূল (স) হলেন জ্বাদের প্রথম ব্যক্তি যিনি জাগরিত হলেন। ব্যস্ত হয়ে গেলেন এবং বললেন, ওহে বেলাল! বেলাল বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমাকে পরাভূত করেছে যা আপনাকে পরাভূত করেছিল। তিনি বললেন, সওয়াবী আগে নিয়ে চল। সুতরাং তাঁরা তাঁদের উটসমূহকে কিছুদূর আগে নিয়ে গেলেন। অতপর রাসূল (স) ওয়ূ করলেন এবং বেলালকে আদেশ দিলেন। বেলাল একামত দিলেন নামাযের। অতপর তিনি তাঁদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে যায়, সে তা পড়বে যখনই তা স্মরণ করবে। কেননা, আল্লাহ ভায়ালা বলেছেন, اقِمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي “নামায কায়ম কর আমার স্মরণে।” -(মুসলিম)

### রাসূল (স) আসা পর্যন্ত সাহাবারা নামাযে দাঁড়াতে না

হাদীস : ৬৩৪ ॥ হযরত আবু ক্বাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন নামাযের জন্য একামত দেয়া হয়, তোমরা দাঁড়াবে না যে পর্যন্ত না দেখে যে আমি বের হয়েছি। -(বোখারী ও মুসলিম)

### নামাযের একামত দিলে দৌড়ে আসবে না

হাদীস : ৬৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, যখন নামাযের জন্য একামত দেয়া হয় তখন তোমরা এর জন্য দৌড়ে আসবে না; বরং তোমরা এর জন্য হেঁটে আসবে, যেন তোমাদের উপর শান্তি ও গান্ধীর্ষ বিরাজ করে। অতপর তোমরা ইমামের সাথে যা পাবে পড়বে, আর যা ছুটে যাবে তা পরে পূর্ণ করে নিবে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে-তোমাদের কেউ যখন নামাযের সংকল্পে বের হয়, তখন যে নামাযেই থাকে। সুতরাং দৌড়ে আসার প্রয়োজন নেই।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### নামায না পেয়ে অনুতাপ হলে বেশি ছওয়াব

হাদীস : ৬৩৬ ॥ হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন, মক্কার পথে এক রাতে রাসূল (স) শেষ রাতে সওয়াবী হতে অবতরণ করে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং বেলালকে নিযুক্ত করলেন তাঁদেরকে যেন নামাযের জন্য জাগিয়ে দেন, অতপর বেলাল ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাঁরাও ঘুমিয়ে রইলেন, অবশেষে তাঁরা জাগরিত হওয়ার পর ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তখন রাসূল (স) তাঁদের আদেশ দিলেন সওয়াবী হয়ে যেতে, যে পর্যন্ত না তাঁরা সে ময়দান হতে বের হয়ে যান। অতপর বললেন, এ ময়দান, এতে শয়তান বিদ্যমান। সুতরাং তাঁরা সওয়াবী হয়ে চলতে লাগলেন যে পর্যন্ত না সে ময়দান হতে বের হয়ে গেলেন। এরপর রাসূল (স) তাঁদের নির্দেশ দিলেন অতবরণ করতে এবং ওয়ূ করতে এবং বেলালকে নির্দেশ দিলেন আযান দিতে অথবা একামত বলতে। অতপর তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন এবং দেখলেন তাঁদের জীতি-বিহ্বলতাকে। তখন তিনি বললেন, “হে লোকসকল! আল্লাহ তোমাদের প্রাণসমূহকে কবজ করে নিয়েছিলেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন এর অপর সময়ও এটা আমাদের ফেরত দিতে পারতেন। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা তা ভুলে যায়, অতপর জেগে এর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সে যেন একে সেরূপ পড়ে সেরূপ যত্নসময় পড়ত। এরপর তিনি হযরত আবু বকরের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, “শয়তান বেলালের কাছে আসে, তখন সে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল এবং তাকে শোয়ায়ে দেয়।

অতপর তাকে চাপড়াতে থাকে যেভাবে ছেলেকে চাপড়ানো হয়, যে পর্যন্ত না সে ঘুমিয়ে পড়ে।” অতপর তিনি বেলালকে ডাকলেন, বেলাল রাসূল (স)-কে অনুরূপ সংবাদ দিলেন যা তিনি হযরত আবু বকরকে দিয়েছিলেন। তখন আবু বকর বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। -(মালিক)

### রোযা ও নামায মুমিনের জিম্মায় থাকে

হাদীস : ৬৩৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানদের দুটি বিষয় মুয়াজ্জিনদের ঘাড়ে ঝুলে রয়েছে, তাদের রোযা এবং তাদের নামায। -(ইবনে মাজাহ) **কলি-২৪২**

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

### মসজিদ ও নামাযের স্থানসমূহ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### মক্কা বিজয়ের দিন বায়তুল্লাহ নামায পড়লেন

হাদীস : ৬৩৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) যখন কাবাগৃহে প্রবেশ করলেন, এর প্রত্যেক কোণে দোয়া করলেন। কিন্তু নামায পড়লেন না যেন পর্যন্ত না তা হতে বের হলেন। যখন বের হলেন, কাবার সামনে দুই রাকআত নামায পড়লেন এবং বললেন, এটিই কেবলা। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### কাবাঘর ছয়টি স্তম্ভের উপর ছিল

হাদীস : ৬৩৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) কাবায় প্রবেশ করলেন। তিনি উসামা ইবনে যায়িদ, ওসমান ইবনে তালহা হাজ্জাবী ও বেলাল ইবনে রাবাহ। অতপর তাঁকে সহ কেউ দরজা বন্ধ করে দিল এবং তিনি কিছুক্ষণ এর ভেতরে রইলেন। পরে আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম যখন তিনি বের হলেন, রাসূল (স) সেখানে কি করেছেন? বেলাল বললেন, তিনি একটি স্তম্ভকে বামে, দুটিকে ডানে এবং তিনটিকে পেছনে রাখলেন, তৎকালে কাবা ছয়টি স্তম্ভের উপর ছিল অতপর নামায পড়লেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### মসজিদে নববীর নামায বেশি ফযিলতপূর্ণ

হাদীস : ৬৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার এই মসজিদে এক নামায ওপর মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। মসজিদে হারাম ব্যতীত। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য দিকে সফর করা যায় না

হাদীস : ৬৪১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ তিন মসজিদ ভিন্ন অপর কোনো মসজিদের দিকে সফর করা যায় না: মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এ মসজিদ। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স)-এর হজরা ও মিম্বরের মাঝে বেহেশতের বাগান

হাদীস : ৬৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান, আর আমার মিম্বর হচ্ছে আমার হাউজ (কাওসার)-এর উপর।

-(বোখারী ও মুসলিম)

#### রাসূল (স) কোবার মসজিদে গমন করতেন

হাদীস : ৬৪৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যেক শনিবারে কোবার মসজিদে গমন করতেন হেঁটে অথবা সওয়ার হয়ে এবং এতে দু রাকআত নামায পড়তেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### মসজিদ সবচেয়ে প্রিয় স্থান

হাদীস : ৬৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্থানসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান আল্লাহর কাছে মসজিদসমূহ এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থান হল বাজারসমূহ। -(মুসলিম)

#### মসজিদ নির্মাণ করলে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৬৪৫ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### মসজিদে যে গমন করে সে আল্লাহর মেহমান

হাদীস : ৬৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে সকাল-বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ তায়াল্লা বেহেশতে তার জন্য তুর প্রত্যেকবারের পরিবর্তে একটি মেহমানী প্রস্তুত করে রাখবেন। যতবার সে সকাল-বিকাল যাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দূর হতে মসজিদে আসলে সওয়াব বেশি হয়

হাদীস : ৬৪৭ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামাযের সওয়াবের ব্যাপারে যে ব্যক্তিই সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক সওয়াবের ভাগী, যে ব্যক্তি মসজিদে আগমনের ব্যাপারে সর্বাধিক অধিক দূর হতে আগমনকারী এবং যে ব্যক্তি নামাযের জন্য অপেক্ষা করে যতক্ষণ না সে তা ইমামের সাথে আদায় করে, সে অধিক সওয়াবের ভাগী ঐ ব্যক্তি থেকে যে তা একা সম্পাদন করে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### মসজিদে গমন করলে কদম্ব তপে সওয়াব দেয়া হয়

হাদীস : ৬৪৮ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মসজিদে নববীর পাশে কিছু স্থান খালি হল। এতে বনু সালামা গোত্র মসজিদের কাছে উঠে আসতে ইচ্ছা করল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পৌঁছল এবং তিনি তাদেরকে বললেন, খবর পেলাম তোমরা ঐ স্থান পরিবর্তন করে মসজিদের কাছে আসতে ইচ্ছা করছে? তারা বলল, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তা ইচ্ছা করছি। তখন রাসূল (স) বললেন, হে বনু সালামা! তোমরা তোমাদের স্থানে থাক, তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লেখা হবে। তোমরা তোমাদের স্থানে থাক, তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লেখা হবে। -(মুসলিম)

### সাত ব্যক্তি আল্লাহর আনশের ছায়া পাবে

হাদীস : ৬৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ছায়া দিবেন নিজের ছায়ায়। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সেই যুবক যে বর্ষিত হয়েছে আল্লাহর ইবাদতে, ৩. সেই ব্যক্তি, যার অন্তর লেগে থাকে মসজিদের সাথে যখন সে তা হতে বের হয় যতক্ষণ না তাতে ফিরে আসে, ৪. সে দু ব্যক্তি, যারা একে অন্যকে ভালবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, উভয় মিলিত হয় তার জন্য এবং উভয় পৃথকও হয় এর জন্য, ৫. সে ব্যক্তি, যে নিজনে স্মরণ করে আল্লাহকে, আর অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে তার দু চোখ, ৬. সে ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং ৭. সেই ব্যক্তি, যে দান করে কোন দান, আর গোপন করে তাকে, এমনকি তার বাম হাত জানে না তার ডান হাত কি দান করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### মসজিদে যাতায়াতে নামায পড়ায় সওয়াব বেশি

হাদীস : ৬৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন কোনো ব্যক্তির জামায়াতে নামায তার ঘরে বা ভিন্ন বাজারে নামায অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি সওয়াব। আর এটা তখনই হয় যখন সে শুষ্ক করে আর উত্তমরূপে সম্পাদন করে ওযু, তারপর বের হয় মসজিদের দিকে, বের করে না তাকে নামায ব্যতীত অপর কিছু, সে যত পদক্ষেপই করে, এর দরুন তার এক একটা পদ মর্যাদা উন্নত করা হয় তা দ্বারা তার এক একটা গুনাহ মাফ করা হয়। অতপর যখন সে নামায পড়তে থাকে, ফেরেশতারা ভিন্ন-ভিন্ন বারবার দোয়া করতে থাকেন, যে পর্যন্ত সে তার নামাযের জায়গায় থাকে- হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে আল্লাহ! তুমি তাকে রহম কর। তোমাদের কেউ যে পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষায় থাকে সে পর্যন্ত সে নামাযেই থাকে। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেন, যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে, নামায তাকে আবদ্ধ রাখে। আর অপর বর্ণনায় ফেরেশতাদের দোয়া হতে বেশি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ কর, হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল কর। এভাবে দোয়া করতে থাকেন। যতক্ষণ সে কাউকেও কষ্ট না দেয় এবং ওযু ভঙ্গ না করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### মসজিদে প্রবেশ করে দোয়া পড়তে হয়

হাদীস ৬৫১ ॥ হযরত আবু উসাইদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বলে-হে আল্লাহ! তুমি তোমার করুণার দ্বার আমার জন্য খুলে দাও। আর যখন বের হয় তখন যেন বলে-হে আল্লাহ! আমি চাই তোমার দান। -(মুসলিম)

### মসজিদে প্রবেশ করে দু রাকআত নামায পড়তে হয়

হাদীস : ৬৫২ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার আগে দু রাকআত নামায পড়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সফর হতে ফিরে সরাসরি বাড়ি যাওয়া নিষেধ

হাদীস : ৬৫৩ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) দিনের পূর্বাঙ্ক ব্যতীত সফর হতে বাড়ি আগমন করতেন না। আর যখন আগমন করতেন প্রথমেই মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং এতে দু রাকআত নামায পড়তেন, তারপর সেখানে বসতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)



### হারান বস্তু মসজিদে তালাশ করা উচিত নয়

হাদীস : ৬৫৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকেও মসজিদে এসে কোনো হারান বস্তু তালাশ করতে শুনে, সে যেন বলে, আল্লাহ তা তোমাকে কিরিয়ে না দিন। কেননা, মসজিদসমূহ এ জন্য নির্মিত হয় না। -(মুসলিম)

### দুর্গন্ধ কিছু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ নিষেধ

হাদীস : ৬৫৫ । হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধময় পান (কাঁচা পেয়াজ বা রসুনের) কিছু খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা ফেরেশতারা কষ্ট পান যা দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

### মসজিদে খুখু ফেলা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৫৬ । হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মসজিদে খুখু ফেলা ওনাহ, আর তার প্রায়শ্চিত্ত তাকে মাটিতে পুঁতে দেয়া। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলতে হয়

হাদীস : ৬৫৭ । হযরত আবু যর গফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের ভাল-মন্দ আমলসমূহ আমার কাছে উপস্থিত করা হয়; তখন আমি তাদের ভাল কাজসমূহের মধ্যে দেখতে পেলাম, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তুকে দূর করা এবং মন্দ কাজসমূহের মধ্যে পেলাম, কফ বা নাসা-গ্রেস্মাকে মসজিদে ফেলা, অথচ পুঁতে ফেলা হল না। -(মুসলিম)

### নামাযের সামনে খুখু ফেলা নিষেধ

হাদীস : ৬৫৮ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায়, সে যেন তার সামনের দিকে খুখু না ফেলে। কেননা, সে আল্লাহর সাথে মুনাযাতে আছে, যে পর্যন্ত যে জায়গা নামাযে আছে। ডানদিকেও নয়, কেননা, তার ডানদিকে রয়েছে ফেরেশতা, বরং সে যেন খুখু ফেলে তার বামদিকে অথবা তার পায়ের নিচে, তারপর মাটিতে ঢেকে দেয়। আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় রয়েছে, তার বাম পায়ের নিচে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### নবীরে কবরকে মসজিদে রূপান্তর করা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৫৯ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর যে রোগ হতে আর সেরে উঠেননি, সে রোগে বলেছেন, আল্লাহর অভিপাত হোক ইহুদী ও খৃস্টানদের প্রতি, তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### কবরকে মসজিদ বানান সম্পূর্ণভাবে নিষেধ

হাদীস : ৬৬০ । হযরত মুহাম্মদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, সাবধান! তোমাদের আগে যারা ছিল তারা তোমাদের নবীরা ও নেক ব্যক্তিগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করও না। আমি তোমাদের এটা হতে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করছি। -(মুসলিম)

### ঘরেও নামায পড়া যায়

হাদীস : ৬৬১ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের ঘরেও কিছু কিছু নামায পড়বে এবং তাকে কবরে পরিণত করবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

### পূর্ব পশ্চিমের মাঝে কেবলা অবস্থিত

হাদীস : ৬৬২ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যখানেই কেবলা। - (তিরমিযী)

### গীর্খা ভেঙ্গে মসজিদ করতে হয়

হাদীস : ৬৬৩ । হযরত তালক ইবনে আলী (রা) বলেন, একবার আমরা গোত্রীয় দূতরূপে রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম। তারপর তাঁর হাতে বাইয়াত করলাম ও তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তারপর বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের অঞ্চলে আমাদের একটি গির্জা আছে। অতপর আমরা তার কাছে তাঁর ওয়র পানি চাইলাম। সুতরাং তিনি পানি আনালেন এবং ওয়ূ করতে শুরু করলেন ও কুলি করলেন, তারপর তা আমাদের জন্য একটি পাত্রে ঢাললেন এবং আমাদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও। যখন তোমরা তোমাদের অঞ্চলে পৌঁছবে তোমাদের গির্জাটিকে ভেঙ্গে ফেলবে এবং তার জায়গায় পানি ছিটিয়ে দিবে। তারপর তাকে মসজিদে পরিণত করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের অঞ্চল অনেক দূরে এবং খরাও ভয়ানক, পানি শুকিয়ে যাবে। রাসূল (স) বললেন, আরও পানি দ্বারা তাকে বাড়িয়ে নিবে। এটা তার পবিত্রতা ও বরকত বৃদ্ধি করা ছাড়া কমাতে না। -(নাসাই)



### মহল্লায় মসজিদ নির্মাণের আদেশ আছে

হাদীস : ৬৬৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ও সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

### মসজিদ চাকচিক্য করা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৬৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মসজিদসমূহকে উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হইনি। ইবনে আব্বাস বলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়! তোমরা তাতে স্বর্ণ-রোপ্য মণ্ডিত করে চাকচিক্যময় করবে, যেভাবে ইহুদী-নাসারা চাকচিক্যময় করেছে। -(আবু দাউদ)

### মসজিদে গিয়ে পরস্পরে গর্ব করা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৬৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষ পরস্পরে মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে। -(আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)

### প্রতি পুণ্যের কাজের সওয়াব আছে

হাদীস : ৬৬৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার কাছে আমার উম্মতের সওয়াবসমূহ উপস্থিত করা হয়, এমনকি একটি খড়-কুটার সওয়াবও যা কেউ মসজিদ হতে বাইরে ফেলে। এভাবে আমার কাছে উপস্থিত করা হয় আমার উম্মতের গোনাহসমূহ, তখন আমি এ গোনাহ অপেক্ষা বড় কোনো গোনাহ দেখি নি যে, কোনো ব্যক্তিকে কুরআনের একটি সূরা অথবা একটি আয়াত দেয়া হয়েছে, অতপর সে তা ভুলে গিয়েছে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ) হাফিজ-১৪৬

### অন্ধকারে মসজিদে যাওয়া সওয়াবের কাজ

হাদীস : ৬৬৮ ॥ হযরত বুয়্যরদাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা অন্ধকারে মসজিদে যায়। কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতি। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ সাহল ইবনে সাদ ও আনাস হতে)

### নিয়মিত মসজিদে গমন করলে পূর্ণ ঈমানদার

হাদীস : ৬৬৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কাউকেও দেখবে, সে নিয়মিত মসজিদে আসে-যায় এবং তত্ত্বাবধান করে, তখন তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য দিবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন- আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে সে, যে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে।

-(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

### পুরুষত্ব নষ্ট করা জায়েয নেই হাফিজ-১৪৮

হাদীস : ৬৭০ ॥ হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমাদেরকে খোজা হতে অনুমতি দিন। রাসূল (স) বললেন, সে আমার পথে নেই, যে কাউকেও খোজা হতে অনুমতি দিন। রাসূল (স) বলেছেন, সে আমার পথে নেই, যে কাউকেও খোজা করেছে অথবা নিজেকে খোজা হয়েছে। আমার উম্মতের খোজাত্ব হল রোযা। অতপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমাদেরকে ভ্রমণ করতে অনুমতি দিন; রাসূল (স) বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে যাওয়া। অতপর তিনি বললেন, আমাদেরকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে অনুমতি দিন। রাসূল (স) বললেন, আমার উম্মতের বৈরাগ্য হচ্ছে নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা। -(শরহে সুন্নাহ) হাদিসটি জাল - ১৪৫

### আল্লাহ কুদরতী হাত রাসূল (স)-এর কাঁধে রাখেন

হাদীস : ৬৭১ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একবার আমি আমার পরওয়ারদেগার আযযা ওয়াজাল্লাকে অতি উত্তম অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মালায়ে আলা' কি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আপনিই তা অধিক অবগত। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতের হাত আমার দু কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, যা শীতলতা আমি আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব করলাম। তখন আমি আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে সবই অবগত হলাম। রাবী বলেন, অতপর রাসূল (স) এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, "এভাবে আমি দেখালাম ইব্রাহিমকে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজ্যসমূহ, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" -দারেমী এটাকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীও এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ ও ইবনে আব্বাস এবং মুআয ইবনে জাবাল হতে এবং এতে বর্ণিত করেছেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কি জানেন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম হ্যাঁ, কাফকারাত নিয়ে বিতর্ক করছে। আর কাফকারাত হল (ক) অবস্থান করা নামাযের পর মসজিদসমূহে (খ) পায়ে হেঁটে জামায়াতে হাজির হওয়া। (গ) কষ্টের সময়ও উত্তমভাবে পূর্ণাঙ্গ ওয়ূ করা। যে এটা করবে কল্যাণের সাথে বাঁচবে ও

কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে তার গোনাহ হতে পাক হয়ে যাবে সেদিনের ন্যায়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। তারপর আব্দুল্লাহ তায়াল্লা বললেন, হে মুহাম্মদ (স)! যখন নামায পড়বে এ দোয়া করবে, হে আব্দুল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই ভাল কাজসমূহ সম্পাদন করতে, মন্দ কাজসমূহ ত্যাগ করতে ও দরিদ্রদের ভালবাসতে। হে আব্দুল্লাহ! যখন তুমি তোমার বান্দাদের ফিতনা-ফাসাদে ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফিতনামুক্ত রেখে তোমার দিকে উঠিয়ে নিবে। রাসূল (স) আরও বললেন, দারাজাত হল সালামের প্রচলন করা, দরিদ্রকে খাদ্য পান করা এবং রাতে নামায পড়া, যখন মানুষ নিদ্রায় মগ্ন।

### তিন ব্যক্তি আব্দুল্লাহর দায়িত্বে যাবে

হাদীস : ৬৭২ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি, যারা সকলেই আব্দুল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে- ১. যে আব্দুল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হয়েছে, সে আব্দুল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে, যে পর্যন্ত না তাকে আব্দুল্লাহ উঠিয়ে নেন এবং বেহেশতে দাখিল করেন, অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন সে যুদ্ধে যে সওয়াব বা মালে গণীমত লাভ করেছে তার সাথে। ২. যে মসজিদে গমন করেছে সে আব্দুল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে এবং ৩. যে সালাম সহকারে নিজের ঘরে প্রবেশ করেছে সেও আব্দুল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। -(আবু দাউদ)

### ঘর থেকে ওয়ু করে বের হলে অনেক সওয়াব আছে

হাদীস : ৬৭৩ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নিজের ঘর হতে ওয়ু করে ফরয নামাযের জন্য বের হয়েছে, তার সওয়াব একজন এহরামধারী হাজীর সওয়াবের সমান। আর যে যোহর নামাযের জন্য বের হয়েছে আর তাকে এ নামায ব্যতীত ধাবিত করে নি অপর কিছু তার সওয়াব একজন ওমরাকারীর সওয়াবের সমান এবং এক নামাযের পর অপর নামায পড়া, যার মধ্য সময়ে কোন বেহুদা কাজ করা হয়নি, তা ইন্দিয়ীনে লেখা হয়ে থাকে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

### মসজিদসমূহ বেহেশতের বাগান

হাদীস : ৬৭৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা বেহেশতের বাগানসমূহের কাছ দিয়ে যাবে, তখন তার ফল খাবে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূল্লাহ! বেহেশতের বাগান কি? রাসূল (স) বললেন, মসজিদসমূহ। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তার ফল খাওয়া কি? রাসূল (স) বললেন,

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر এই বাক্য বলা। -(তিরমিযী) ২৮৫৮

### মসজিদে একমাত্র ইবাদতের উদ্দেশ্যেই গমন করা উচিত

হাদীস : ৬৭৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের উদ্দেশ্যে আসবে তাই হবে তার প্রাপ্য। -(আবু দাউদ)

### রাসূল (স) নিজেরও দুর্কদ পাঠ করতেন

হাদীস : ৬৭৬ ॥ হযরত ফাতেমা বিনতে হুসাইন আপন দাদী হযরত ফাতেমায়ে কুবরা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ফাতেমা কুবরা (রা) বলেছেন, যখন রাসূল (স) মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন মুহাম্মদের প্রতি দুর্কদ ও সালাম পাঠ করতেন এবং বলতেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার গোনাহসমূহ মাফ কর এবং তোমার রহমতের দ্বারসমূহ আমার জন্য খুলে দাও। এবং যখন মসজিদ হতে বের হতেন, মুহাম্মদের উপর দুর্কদ ও সালাম পাঠ করতেন, আর বলতেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার গোনাহসমূহ মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দ্বারসমূহ খুলে দাও। -(তিরমিযী, আহমদ ও ইবনে মাজাহ) কিন্তু শেষোক্ত দু'জনের বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ফাতেমা কুবরা বলেছেন, যখন রাসূল (স) মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং এভাবে যখন তিনি মসজিদ হতে বের হতেন, বলতেন,

بسم الله والسلام على رسول الله

صلى على محمد وسلم

আব্দুল্লাহর নামে এবং শান্তি বর্ষিত উত আব্দুল্লাহর রাসূলের উপর

-এর পরিবর্তে। (ফাতেমা উক্ত দু'শব্দই বর্ণনা করেছেন) তিরমিযী

বলেন, হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা, ফাতেমায়ে কুবরা হযরত ফাতেমায়ে কুবরাকে দেখেন নি।

### মসজিদে কবিতা পাঠ করা নিষেধ

হাদীসটির অংশবিশেষ যইফ- ১৪৭

হাদীস : ৬৭৭ ॥ হযরত আমর ইবনে শুআইব (র.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা দেখবে কেউ মসজিদে বিক্রয় অথবা ক্রয় করছে, বলবে, আব্দুল্লাহ তোমার এ ব্যবসায় তোমাকে লাভবান না করুক। এভাবে যখন দেখবে, কেউ মসজিদে কোন হারিয়ে যাওয়া বস্তুর অনুসন্ধান করছে, তখন বলবে, আব্দুল্লাহ তোমাকে তা ফেরত না দিক। -(তিরমিযী ও দারেমী)

### মসজিদে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৭৮ ৥ হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, মসজিদে ইত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে এবং সেখানে কবিতা পাঠ করতে ও সেখান হুদ কায়েম করতে। -(আবু দাউ ও জামেউল উসূল)

### কাঁচা পিয়াজ ও রসুন খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৬৭৯ ৥ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন এ দুটি গাছ হতে খেতে। অর্থাৎ, পিয়াজ ও রসুন এবং বলেছেন, যে তা বাবে সে যেন আমার মসজিদের কাছে না আসে এবং তিনি আরও বলেছেন, যদি তোমাদের সেটা একান্ত খেতে হয়, তবে তাকে পাকিয়ে দুর্গন্ধ নষ্ট করে দিবে। -(আবু দাউদ)

### জমিনের সব জায়গায় নামায পড়া যায়

হাদীস : ৬৮০ ৥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জমিন সর্বত্রই মসজিদ, কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী)

### সাত জায়গায় নামায পড়া নিষেধ

হাদীস : ৬৮১ ৥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, সাত জায়গায় নামায পড়তে-আবর্জনা ফেলার স্থানে, যবহেখানায়, কবরস্থানে, পশ্চিমখে, গোসলখানায়, উটশালায় এবং বায়তুল্লাহর হাদে।

১১২০-১৪৮

-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

### ছাগল বাঁধার স্থানে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৬৮২ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ছাগল বাঁধার স্থানে নামায পড়তে পার, কিন্তু উট বাঁধার স্থানে নামায পড়বে না। -(তিরমিযী)

### মহিলাদের কবর বিয়ারত করা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৮৩ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) অভিষাপ করেছেন, ঐ সকল স্ত্রীলোকের প্রতি, যারা কবর বিয়ারত করতে যায় এবং ঐ সকল লোকের প্রতি, যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে বা বাতি জ্বালায়। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

১১২০-১৪৯

### দুনিয়ার উৎকৃষ্ট স্থান হল মসজিদ

হাদীস : ৬৮৪ ৥ হযরত আবু উমামা বাহলী (রা) বলেন, ইহুদিদের একজন আলেম রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, জমিনের মধ্যে উত্তম স্থান কোন্টি রাসূল (স) নীরব রইলেন এবং বললেন, তুমি নীরব থাক যে পর্যন্ত না জিব্রাইল (আ) আসেন। অতপর সে নীরব থাকল এবং জিব্রাইল (আ) আসলেন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। জিব্রাইল (আ) উত্তরে বললেন, জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত অধিক জ্ঞাত নয়, কিন্তু আমি আমার পরওয়াদেগারকে জিজ্ঞেস করব। অতপর হযরত জিব্রাইল (আ) বললেন, হে মুহাম্মদ (স)! আমি আল্লাহর এত কাছে হয়েছিলাম, যত কাছে ইতিপূর্বে কখনো হইনি। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে ও কত কাছে হয়েছিলেন, হে জিব্রাইল! তিনি বললেন, তখন আমার মধ্যে ও তাঁর মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার নূরের পর্দা অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, জমিনের নিকৃষ্টতর স্থান তার বাজারসমূহ এবং উৎকৃষ্টতর স্থান হল মসজিদসমূহ। -(ইবনে হেক্বান)

১১২০-১৫০

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### মসজিদে ভাল কাজের জন্যই আগমন করতে হয়

হাদীস : ৬৮৫ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে আমার এই মসজিদে আসে এবং কেবল ভাল কাজের জন্যই আসে, যা সে শিক্ষা করে বা শিক্ষা দেয়, সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীর মতো, আর যে এটা ছাড়া অন্য কাজে আসে সে ঐ ব্যক্তির মতো, যে অন্যের জিনিসকে দেখে অথচ ভোগ করতে পারে না। -(ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

### মসজিদে দুনিয়াদারীর আলোচনা নিষেধ

হাদীস : ৬৮৬ ৥ হযরত হাসান বসরী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের পক্ষে এমন এক যমীনা আসবে, যখন মসজিদে তাদের আলোচনা হবে দুনিয়াদারীর বিষয় সম্পর্কে। সুতরাং তাদের সঙ্গে বসবে না, তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কোন আবশ্যকতা নেই। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

১১২০-১৫১

### মসজিদে শর উচ্চ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৮৭ ৥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, একদিন আমি মসজিদে গিয়ে আছি এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে একটি কঙ্কর মারল, দেখি তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন তিনি আমাকে বললেন, যাও এই দু ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আস।

সূতরাং আমি তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি বললেন, তোমরা কোনো গোত্রের বা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা তায়েফের লোক। তিনি বললেন, যদি তোমরা মদীনার লোক হতে, তবে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয় কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূল (স)-এর মসজিদের মধ্যে তোমাদের স্বর উচ্চ করছো? -(বোখারী)

### মসজিদের বহিরে সাংসারিক কথাবার্তা বলতে হয়

হাদীস : ৬৮৮ । ইবনে মালিক (র.) বলেন, হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীর পাশে একটি প্রশস্ত স্থান তৈরি করেছিলেন, যার নাম ছিল 'বুতাতা' এবং বলেছিলেন, যে ব্যক্তি বাজে কথা বলতে অথবা কোনো কবিতা পাঠ করতে চায়, অথবা উচ্চস্বরে কথা বলতে চায়, সে যেন সে স্থানে চলে যায়। -(মালিক মুআত্তা)

### মসজিদে খুশু ও প্রোম্মা ফেলা নিষেধ

হাদীস : ৬৮৯ । হযরত আনাস বলেন, রাসূল (স) মসজিদের কিবলার দিকে কিছুটা নাক-ঝাড়া প্রোম্মা দেখলেন। এতে তিনি ভয়ানক কষ্ট বোধ করলেন, এমন কি তা তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেল। সূতরাং তিনি দাঁড়ালেন এবং নিজের হাতে তা খোঁচড়াইয়ে ফেললেন। অতপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন সে তার পরওয়ারদেগারের সাথে কথোপকথনে থাকে, আর তার পরওয়ারদেগার হলেন তখন তার ও তার কিবলার মধ্যখানে। অতএব, কেউ যেন তার কিবলার দিকে থু থু না ফেলে, বরং তার বামদিকে অথবা পায়ের তলায় ফেলে। অতপর রাসূল (স) নিজের চাদরের এক পাশ ধরলেন এবং তাতে থু থু ফেললেন, আরপর তার একাংশকে অপরাংশ দিয়ে মলে দিলেন এবং বললেন, অথবা সে যেন এমন করে। -(বোখারী)

### আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে কষ্ট দেয়া হারাম

হাদীস : ৬৯০ । হযরত সায়েব ইবনে খাল্লাদ (রা) বলেন, আর তিনি হলেন, রাসূল (স)-এর সাহাবীদের একজন। এক ব্যক্তি একদল লোকের ইমামতি করল, তখন ও কিবলার দিকে থু থু ফেলল এবং রাসূল (স) তা দেখলেন। যখন সে নামায শেষ করল, তখন রাসূল (স) তার দলকে বললেন, এ ব্যক্তি যে আর তোমাদের নামায না পড়ায়। এরপর একবার সে তাদের নামায পড়াতে চাইল, তখন তারা তাকে নিষেধ করল এবং রাসূল (স)-এর হুকুম তাকে জ্ঞানাল। অতপর সে রাসূল (স)-এর কাছে-তা উল্লেখ করল। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাবী বলেন, আমি মনে করি, তিনি এটাও বলেছেন, যে, তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছ। -(আবু দাউদ)

### রাসূল (স)-এর স্বপ্ন দেখার কারণে ফরযের নামাযে দেবী হল

হাদীস : ৬৯১ । হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) ভোরে ফজরের নামাযে আমাদের কাছ হতে অনুপস্থিত রইলেন, যে পর্যন্ত না আমরা সূর্যের গোলক দেখার কাছাকাছি হয়ে গেলাম। এ সময় তিনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসলেন, সঙ্গে সঙ্গে নামাযের একামত বলা হল, আর রাসূল (স) নামায পড়ালেন এবং সংক্ষেপ করলেন নামাযকে। যখন সালাম ফিরালেন সশব্দে ডাকলেন এবং আমাদের বললেন, তোমরা সফে থাক যেভাবে আছ। অতপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, শুন আমি বলছি, আজ ভোরে তোমাদের কাছে আসতে আমার কিসে বাঁধা দিয়েছিল। আমি রাতে উঠলাম এবং ওযু করলাম, অতপর আমার পক্ষে যা সম্ভবপর হল নামায পড়লাম। নামাযে আমার তন্দ্রা এসে গেল এবং আমি অসাড়া হয়ে পড়লাম। এ সময় দেখি, আমি আমার প্রভুর কাছে উপস্থিত এবং তিনি অতি উত্তম অবস্থানে আছেন। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মদ! আমি উত্তর করলাম, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি উপস্থিত আছি। তিনি বললেন, মালায়ে আলা বা শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতারা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আমি অবগত নয় পরওয়ারদেগার, তিনি এভাবে তিনবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। অতপর দেখি আমার দু কাঁধের মধ্যখানে আপন কুদরতের হাত রেখে দিয়েছেন, যাতে আমি আমার সিনায় তাঁর মুবারক আঙ্গুলীসমূহের শীতলতা অনুভব করতে লাগলাম, তখন সব জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল। আর আমি সব বিষয় অবগত হলাম। অতপর তিনি আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মদ! আমি উত্তর করলাম, আমি হাজির আছি হে আমার পরওয়ারদেগার! তখন তিনি বললেন, এখন বল দেখি মালায়ে আলা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, 'কাফফারাহসমূহ' নিয়ে, তিনি বললেন, সেগুলো কি? আমি উত্তর করলাম, (ক) পায়ে হেঁটে জামান্নাতে যাওয়া। (খ) নামাযের পর মসজিদে বসে থাকা এবং (গ) কষ্টের সময় পূর্ণভাবে এবং উত্তমরূপে ওযু করা। তিনি পুনঃ বললেন, তারপর কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি উত্তর করলাম, মর্যাদার বিষয় নিয়ে। তিনি বললেন, সেসব কি? আমি বললাম, অপরকে খাদ্য দান করা, নিজের কথাবার্তা মধুর করা ও রাতে নামায পড়া। লোক যখন নিদ্রায় থাকে। অতপর তিনি আমাকে বললেন, আমার কাছে কিছু চাও? রাসূল (স) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভাল কাজ সম্পাদন করতে ও মন্দ কাজ পরিহার করে চলতে এবং গরীবদের ভালবাসতে এবং তুমি আমাকে মাফ করতে

ও আমার প্রতি রহম করতে, আর যখন তুমি লোকদেরকে ফিতনায় ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফিতনামুক্ত অবস্থায় উঠিয়ে নিবে। এ ছাড়া আমি চাই তোমার কাছে তোমাকে ভালবাসতে এবং তোমাকে সে ভালবাসে তাকে ভালবাসতে। আর যে কাজ তোমার ভালবাসার দিকে আমাকে অগ্রসর করবে সে কাজকেও ভালবাসতে। অতপর রাসূল (স) বললেন, এ ঘটনা সত্য। এটা লিখে রাখ এবং অন্যকে এটা শিক্ষা দাও। -(আহমদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী আরও বলেছেন, এ হাদীস হাসান ও সহীহ এবং আমি এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম বোখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

### সবচেয়ে বেশি সওয়াব মসজিদে হারামে নামায পড়া

হাদীস : ৬৯২ ৥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারোও এক নামায নিজ ঘরে এক নামাযের সমান, আর পাঞ্জেরানা মসজিদে তার এ নামায পঁচিশ নামাযের সমান এবং তার এক নামায সে মসজিদে, যাতে জুম্মা পড়া হয়, পাঁচশত নামাযের সমান, আর তার এক নামায (বায়তুল মাকদাসে) মসজিদে আকসায় ৫০ হাজার নামাযের সমান, আর তার এক নামায মসজিদুল হারামে এক লক্ষ নামাযের সমান। -(ইবনে মাজাহ) গ্রন্থ-১৫৬

### মসজিদুল হারাম দুনিয়ার সর্বপ্রথম মসজিদ

হাদীস : ৬৯৩ ৥ হযরত আবু যর গফারী (রা) বলেন, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! জমিনে কোনো মসজিদই প্রথমে নির্মিত হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি বললাম, অতপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। আমি বললাম, উভয়ের মধ্যে কত সময় ব্যবধান? তিনি বললেন, চল্লিশ বৎসরের। তারপর বললেন, মব জমিনই তোমার জন্য মসজিদ, যেখানেই নামাযের সময় হবে, সেখানেই নামায পড়বে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### মসজিদে প্রবেশ করে দোয়া পড়তে হয়

হাদীস : ৬৯৪ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মসজিদে যেতেন, তখন বলতেন-  
اعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

“আমি আশ্রয় চাচ্ছি মহান আল্লাহর, তাঁর সম্মানিত চেহারার ও তাঁর অনাদি ক্ষমতার উসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে।”  
রাসূল (স) বলেন, যখন কেউ এটা বলে, শয়তান বলে, আমার হতে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেল। -(আবু দাউদ)

### কবর পূজা হারাম করা হয়েছে

হাদীস : ৬৯৫ ৥ তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (র.) বলেন, একদিন রাসূল (স) এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার কবরকে বিগ্রহ করও না, যার পূজা হতে থাকবে। আল্লাহর কঠোর রোখে পতিত হয়েছে সে জাতি, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। -(মালিক মুরসালরূপে)

### রাসূল (স) হীতানে নামায পড়তে ভালবাসতেন

হাদীস : ৬৯৬ ৥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) হীতান-এ নামায পড়তে ভালবাসতেন। রাবীদের কেউ কেউ বলেছেন, হীতান অর্থ বাগান। -(আহমদ ও তিরমিযী এবং তিরমিযী বলেছেন যে, এ হাদীসটি গরীব। তিনি আরও বলেছেন, আমরা এ হাদীস হাসান ইবনে আবু জাফর ব্যতীত অন্য কারোও হতে অবগত নই। আর তাকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ও অন্যান্য মুহাদ্দেসরা যরীক বলেছেন। গ্রন্থ-১৫২

## চতুর্বিংশ অধ্যায়

### আচ্ছাদন

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### এক কাপড়ে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৬৯৭ ৥ হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি উম্মে সালামার গৃহে ইশতেমালের নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ, কাপড়ের দু দিককে দু কাঁধের উপর রেখে। -(বোখারী ও মুসলিম)



**এক কাপড়ে নামায পড়লে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়**

হাদীস : ৬৯৮ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এভাবে এক কাপড়ে নামায না পড়ে যার কোনো অংশ তাঁর কাঁধের উপর না থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**এক কাপড়ে নামায পড়লে সতর্ক খুলে যেতে পারে**

হাদীস : ৬৯৯ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে এক কাপড়ে নামায পড়বে, সে যেন তার দুই মাথাকে কাঁধের উপর বিপরীত দিক হতে জড়িয়ে নেয়। -(বোখারী)

**নকশাদার কাপড় পরিধান করে নামায পড়বে না**

হাদীস : ৭০০ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) একটি চাদরে নামায পড়লেন যাতে বুটা ছিল। তিনি তার বুটার দিকে একবার নজর করলেন। যখন নামায হতে অবসর লাভ করলেন, বললেন, আমার এ চাদরখানাকে এর প্রদানকারী আবু জাহ্মের কাছে নিয়ে যাও এবং আমার জন্য তার অবেজানীয়াটি নিয়ে আস! কেননা, এটা এখনই আমাকে আমার নামাযে একাগ্রতা হতে বিরত রেখেছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু বোখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে, আমি এর বুটার দিকে নজর করছিলাম, অথচ তখন আমি নামাযে, সুতরাং আমার ভয় হচ্ছে এটা আমাকে গোলমালে ফেলবে)

**রাসূল (স) নকশাদার পর্দা সরানোর নির্দেশ দিলেন**

হাদীস : ৭০১ । হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকার একটি পর্দা ছিল যা দিয়ে তিনি তাঁর ঘরে একদিক ঢেকে রেখেছিলেন। রাসূল (স) তাঁকে বললেন, তোমার এ পর্দাখানা আমাদের হতে সরিয়ে ফেল। কেননা, এর ছবিসমূহ সবসময় আমার দৃষ্টিপথে আসতে থাকে আমার নামাযে মধ্যে। -(বোখারী)

**রেশমী বস্ত্র মুত্তাকীদের জন্য জায়েয নেই**

হাদীস : ৭০২ । হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-কে একটি রেশমের কাবা হাদিয়া দেয়া হল। তিনি তা পরিধান করলেন এবং তাতে নামায পড়লেন। অতপর সজ্ঞারে তা খুলে ফেললেন, যেন তিনি তাকে খুব অপছন্দ করছেন। তারপর বললেন, এটা মুত্তাকীদের জন্য ঠিক নয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**

**এয়োজনে শুধু বড় জামা পড়ে নামায পড়া যায়**

হাদীস : ৭০৩ । হযরত সালাম ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি একজন শিকারী ব্যক্তি। সুতরাং আমি তহবন্দ ব্যতীত এক জামায় নামায পড়তে পারি কিনা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হতে তার গেরেবান বন্ধ করবে, যদিও কাঁটা দিয়ে হয়। -(আবু দাউদ ও নাসাই)

**তহবন্দ বিলম্বিত করে নামায পড়া জায়েয নেই**

হাদীস : ৭০৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি নামায পড়ছিলেন, তখন তার তহবন্দ ছিল বেশি বিলম্বিত। রাসূল (স) তাকে বললেন, যাও ওয়ূ কর, সে গেল এবং ওয়ূ করল, তারপর আসল। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলান্নাহ! কেন তাকে ওয়ূ করতে বললেন? তিনি বললেন, সে নামায পড়ছিল তার তহবন্দ বিলম্বিত করে, অথচ আত্মাহ কবুল করেন না তার নামাযকে, যে আপন তহবন্দ বিলম্বিত করে দেয়। -(আবু দাউদ)

**বালেগা মেয়েরা উক্তনা ছাড়া নামায পড়বে না** মহক-২৫৪

হাদীস : ৭০৫ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উড়নি ছাড়া বালেগা জীলোকের নামায কবুল হয় না। -(আবু দাউ ও তিরমিযী)

**জীলোকের কোর্তা ও ওড়না ব্যবহার করে নামায পড়তে পারে**

হাদীস : ৭০৬ । হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! জীলোক কি শুধু কোর্তা ও উড়নিত নামায পড়তে পারে তহবন্দ ব্যতীত? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি কোর্তা বড় হয় এবং পায়ের পাতা ঢেকে দেয়। -(আবু দাউদ এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, মুহাদ্দিসগণের একদল এটাকে স্বয়ং উম্মে সালামার কথা বলেই সাব্যস্ত করেছেন, রাসূল (স)-এর কথা নয়) মহক-২৫৫

**মুখ ঢেকে নামায পড়া যাবে না**

হাদীস : ৭০৭ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, নামায পড়ার কালে 'সদল' করতে এবং কারও নিজের মুখ ঢাকতে। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)



### মুসলমানদের প্রতিটি কাজ ইহুদীদের বিরুদ্ধে

হাদীস : ৭০৮ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধাচারণ করবে। তারা তাদের জুমা ও মোজা সহকারে নামায পড়ে না। -(আবু দাউদ)

### জুতায় ময়লা থাকলে খুলে নামায পড়তে হবে

হাদীস : ৭০৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁর জুতা দুখানি খুলে ফেললেন এবং তাদের বামদিকে রাখলেন। এটা যখন লোকেরা দেখল, তারাও নিজেদের জুতাসমূহ খুলে রাখল। যখন রাসূল (স) নামায শেষ করলেন, বললেন, কেন তোমরা তোমাদের জুতাসমূহ খুলে রাখলে? তারা বললেন, আমরা আপনাকে আপনার জুতা খুলে রাখতে দেখেছি, তাই আমরাও আমাদের জুতা খুলে রেখেছি। তখন রাসূল (স) বললেন, হযরত জিব্রাইল (আ) আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে খবর দিলেন যে, আমার জুতায় ময়লা রয়েছে। যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসবে সে যেন দেখে, যদি তার জুতায় ময়লা রয়েছে তাহলে যেন তা মুছে ফেলে এবং জুতা সহকারেই নামায পড়ে। -(আবু দাউদ ও দারেমী)

### নামাযের সময় জুতা ডান দিকে রাখতে হয় না

হাদীস : ৭১০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তখন যেন তার জুতা তার ডান দিকে না রাখে এবং বামদিকেও না রাখে, যাতে তা অন্যের ডান দিকে হয়ে যায়। অবশ্য যদি বামদিকে কোন লোক না থাকে; বরং তাকে যেন নিজের দু পায়ে মধ্যখানে কিছু সামনে রাখে। অন্য বর্ণনায় আছে, অথবা তাদের নিয়ে নামায পড়ে। -(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও এই মর্মে বর্ণনা করেছেন)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### মাদুরকে জায়নামায বানান যায়

হাদীস : ৭১১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম, দেখলাম, তিনি মাদুরের উপর নামায পড়ছেন এবং তার উপরই সিজদা দিচ্ছেন। খুদরী বলেন, আমি আরও দেখলাম যে, তিনি এক কাপড়ে নামায পড়ছেন, একে বিপরীত দিক থেকে কাঁধের উপর পরে। -(মুসলিম)

#### রাসূল (স) খালি পায়ে ও জুতাসহ নামায পড়তেন

হাদীস : ৭১২ ॥ হযরত আমার ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (স)-কে খালি পায়ে ও জুতা সহকারে নামায পড়তে দেখেছি। -(আবু দাউদ)

#### রাসূল (স)-এর সময় কারও দুটি কাপড় ছিল না

হাদীস : ৭১৩ ॥ তায়েবী মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের বলেন, একদিন হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাদের সাথে নামায পড়লেন একটি মাত্র তহবন্দে, যার গিরা লাগিয়েছিলেন পিছনে ঘাড়ের উপর। অথচ তাঁর অন্যান্য কাপড় তখন খুঁটির উপর বিদ্যমান ছিল। এতে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, আপনি যে এক তহবন্দেই নামায পড়লেন? তখন তিনি উত্তর করলেন, এটা আমি এজন্য করেছি, যাতে তোমার মতো মূর্খ ব্যক্তি দেখে। রাসূল (স)-এর যামানায় আমাদের মধ্যে কারই বা দুইটি কাপড় ছিল? -(বোখারী)

#### কাপড়ের অভাবে এক কাপড়ে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৭১৪ ॥ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, এক কাপড়ে নামায পড়া রাসূল (স) কর্তৃক অনুমোদিত। আমরা রাসূল (স)-এর যামানায় এভাবে করেছি, অথচ এটা আমাদের দোষ ধরা হয়নি। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, হ্যাঁ, এভাবে ছিল যখন কাপড়ের অভাব ছিল, কিন্তু যখন আল্লাহ আমাদের সচ্ছলতা দান করেছেন, তখন দু কাপড়ে নামা পড়াই উত্তম, যা সাধারণ নিয়মানুসারে পূর্ণ পরিচ্ছেদ হিসেবে গণ্য হয়। -(আহমদ)

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়

### অন্তরাল

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) বর্ষা সামনে রেখে নামায পড়তেন

হাদীস : ৭১৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) খুব সকালে ঈদগাহের দিকে গমন করতেন। আর তাঁর আগে আগে বর্ষা বহন করা হত এবং ঈদগাহে তাঁর সামনে রেখে নামায পড়তেন। -(বোখারী)

**রাসূল (স)-এর ওয়ূর বাড়তি পানি সর্বাধি ব্যবহার করত**

**হাদীস : ৭১৬** । হযরত আবু জুহাইফা (রা) বলেন, আমি একবার মক্কায় রাসূল (স)-কে দেখলাম, তখন তিনি আবতাহে একটি চামড়ার লাল তাবুতে ছিলেন। বেলালকে দেখলাম, রাসূল (স)-এর ওয়ূর উদ্ধৃত পানি নিতে এবং লোকদেরকে দেখলাম তাঁর ওয়ূর সেই ছিটা পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে। যে তার কিছু লাভ করল সে তার শরীরে মাখল। আর যে তার লাভ করতে পারল না, সে তার সঙ্গীর হাতের তরলতা গ্রহণ করতে লাগল। তারপর আমি বেলালকে দেখলাম, একটি বর্ণা নিতে এবং তা মাটিতে পুঁতে দিল। এ সময় রাসূল (স) বের হলেন একটি লাল জোড়া পরিধান করে, আঁচল সামলিয়া এবং লোকদেরকে নিয়ে দুই রাকআত নামা পড়লেন সেই বর্ণা সামনে রেখে। সে সময় মানুষ এবং পশুদেরকে দেখলাম গমনাগমন করছে বর্ণার বাইরে দিয়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**উট সামনে রেখে নামায পড়া যায়**

**হাদীস : ৭১৭** । তাবেই নাফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) মাঠে নামায পড়তেন নিজ উটকে আড়াআড়িভাবে সামনে বসিয়ে দিতেন, তারপর তার দিকে ফিরে নামায পড়তেন। -(বোখারী ও মুসলিম, কিন্তু বোখারীর বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, নাফে বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, যখন উট মাঠে চরাতে যেতেন, তখন রাসূল (স) কি করতেন? তিনি বললেন, তখন তিনি উটের হাওদা নিতেন এবং তাকে সোজা করে সামনে রাখতেন। তারপর তার পিছনের ডাঙার দিকে ফিরে নামায পড়তেন।

**হাওদার সামনে ডাঙা রেখে দিলে নামায পড়া যায়**

**হাদীস : ৭১৮** । হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আপন সামনের হাওদার পিছনে ডাঙার মতো কিছু রেখে দিবে, তখন তার দিকে নামায পড়বে এবং তার বাইরে দিয়ে যারা গমনাগমন করবে তাদের পরওয়া করবে না। -(মুসলিম)

**নামাযের সামনে দিয়ে গমন করা জায়েয নেই**

**হাদীস : ৭১৯** । হযরত আবু জুহাইম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামাযের সামনে দিয়ে গমনকারী যদি জানত তার কি গোনাহ হয়, তবে সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে উত্তম মনে করত, মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমন করা অপেক্ষা। রাবী আবু নযর বলেন, আমি বলতে পারি না, যে আবু জুহাইম চল্লিশ দিন বলেছেন, না মাস, না বছর। -(বোখারী ও মুসলিম)

**নামাযের আড়ালের ভিতর দিয়ে শয়তান গমন করে**

**হাদীস : ৭২০** । হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কেউ কোনো জিনিসকে মানুষ হতে আড়ালরূপে দাঁড় করিয়ে নামায পড়তে থাকে, আর কেউ সে আড়ালের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তখন সে যেন তাকে বাঁধা দেয়। যদি সে অমান্য করে তাহলে সে যেন তার সাথে লড়ে। কেননা, সে শয়তান। এটা বোখারীর বর্ণনা, আর মুসলিমও এ মর্মে বর্ণনা করেছেন।

**তিনটি জিনিস নামায নষ্ট করে**

**হাদীস : ৭২১** । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামায নষ্ট করে স্ত্রীলোক, গাধা ও কুকুর এবং এটা হতে রক্ষা করে হাওদার পিছনের ডাঙার মতো কিছু জিনিস। -(মুসলিম)

**রাসূল (স)-এর নামাযের সময় আয়েশা (রা) সামনে শুয়ে থাকতেন**

**হাদীস : ৭২২** । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রাতে নামায পড়তেন, আর আমি তাঁর এবং কেবলার মধ্যখানে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতাম জানাযার আড়াআড়ি থাকার মতো। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রাসূল (স) আড়াল ব্যতীত নামায পড়েছেন**

**হাদীস : ৭২৩** । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি একটি গর্দভীর উপর সওয়ার হয়ে উপস্থিত হলাম-তখন আমি বলেগ হবার কাছাকাছি, আর রাসূল (স) তখন মিনায় কোনো দেয়ালের আড়াল ব্যতীত লোকদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন আমি সফের একাংশের সামনে দিয়ে গেলাম। তারপর গর্দভীকে চরতে ছেড়ে দিয়ে আমি সফে দাখিল হলাম, কিন্তু কেউ আমার এ কাজে আপত্তি করলেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ****রাসূল (স) নামাযের সময় সামনে কিছু রাখতে বলেছেন**

**হাদীস : ৭২৪** । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে সে যেন তার সামনে কিছু স্থাপন করে। যদি কিছু না পায় তা হলে যেন তার ছড়ি খাড়া করে দেয়। যদি তার সাথে ছড়িও না থাকে, তবলে যেন একটা রেখে টেনে দেয়। তারপর যা তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে তা তার ক্ষতি করবে না। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

হাদীস : ৭২৫ - ৭২৬

### সুতরা থাকলে শয়তান নামায নষ্ট করতে পারে না

হাদীস : ৭২৫ ॥ হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আড়ালের দিকে নামায পড়ে, তখন সে যেন তার কাছে হয়ে দাঁড়ায়। এতে শয়তান তার নামাযকে নষ্ট করতে পারবে না। -(আবু দাউদ)

### সুতরা গেছের ডান অথবা বাম জ্রর বরাবর রাখতে হয়

হাদীস : ৭২৬ ॥ হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, আমি যখনই রাসূল (স)-কে কোন কাঠ বা স্তম্ভ অথবা কোনো গাছকে সামনে রেখে নামায পড়তে দেখেছি, তখনই দেখেছি তিনি তাকে আপন ডান জ্র অথবা বাম জ্র সামনেই রেখেছেন, সোজাসুজি নাক বরাবর সামনে রাখেন নি। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ-১৫৭

### রাসূল (স)-এর সামনে দিয়ে একটি গাধী ও কুকুর চলে গেল

হাদীস : ৭২৭ ॥ হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছে আসলেন, আর আমরা তখন বনে অবস্থান করছিলাম। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন আব্বাস (রা)। তখন তিনি মাঠে নামায পড়লেন, অথচ আমাদের একটি গাধা ও একটি কুকুর তাঁর সামনে খেলা করছিল, কিন্তু তিনি এর প্রতি কোনো জ্রক্ষেপ করলেন না। -(আবু দাউদ এবং নাসাঈ ও এরূপ বর্ণনা করেছেন) গ্রন্থ-১৫৮

### নামাযের সামনে দিয়ে গমনকারী হল শয়তান

হাদীস : ৭২৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো কিছুই নামায নষ্ট করতে পারে না, তথাপি বাঁধা দিবে সামনে দিয়ে গমনকারীকে তোমাদের সাধ্যানুযায়ী। নিচয়ই ওটা শয়তান। -(আবু দাউদ) ডৃতীয় পরিচ্ছেদ গ্রন্থ-১৫৯

### রাসূল (স)-এর নামাযের সময় আয়েশা (রা) পা গুটিয়ে নিতেন

হাদীস : ৭২৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সামনের দিকে ঘুমাতাম। আর আমার দু পা থাকত তাঁর কিবলার দিকে। যখন তিনি সিজদা করতেন আমাকে টোকা দিতেন। আর আমি আমার পা দুটি গুটিয়ে নিতাম। তারপর যখন তিনি দাঁড়াতেন, আমি দু পা লম্বা করে দিতাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সে সময় ঘরে বাতি থাকত না। -(বোখারী ও মুসলিম)

### নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াতে প্রচুর ক্ষতি হয়

হাদীস : ৭৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ জানত, নামাযের মধ্যে তার নামাযী ভায়ের সামনে দিয়ে এলোপাতাড়ি গমনে কি ক্ষতি রয়েছে, তাহলে সে একশত বছর দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করত-যে পা সে বাড়িয়েছে তা অপেক্ষা। -(ইবনে মাজাহ) গ্রন্থ-১৬০

### নামাযের সামনে দিয়ে চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষেধ

হাদীস : ৭৩১ ॥ হযরত কাবে আহবার তাবেরী (র.) বলেন, মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমনকারী যদি বুঝত, এতে তার কি ক্ষতি হয়, তাহলে সে তার সামনে দিয়ে গমন করা অপেক্ষা নিজে যমিনে গড়িয়ে যাওয়াকে উত্তম মনে করত। অপর বর্ণনায় আছে, সহজ মনে করত। -(মালিক)

### আড়াল ব্যতীত নামায পড়লে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে

হাদীস : ৭৩২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আড়াল ব্যতীত নামায পড়ে, তখন তার নামায নষ্ট করে গাধা, শূকর, ইয়াহুদী, মজুসী ও ত্রীলোক। অবশ্য তার নামায ত্রুটিমুক্ত থাকে, যখন তারা কাকর নিক্ষেপ পরিমাণ দূর দিয়ে গমন করে। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ-১৬১

## ষড়বিংশ অধ্যায়

### নামাযের নিয়ম

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### নামায সঠিক নিয়মে পড়তে হয়

হাদীস : ৭৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং নামায পড়ল। আর রাসূল (স) তখন মসজিদের এক কোণে বসেছিলেন। তারপর সে তাঁর কাছে এলো এবং তাঁকে সালাম করল। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, 'ওয়াআলাইকাসসালাম, যাও এবং আবার নামায পড়। তোমার নামায পড়া হয় নি।' সে

পুন গেল এবং আবার নামায পড়ল। তারপর এলো এবং রাসূল (স)-কে সালাম করল। রাসূল (স) বললেন, 'ওয়াআলাইকাসসালাম আবার যাও এবং পুন নামায পড়। তোমার নামায পড়া হয়নি।' তারপর তৃতীয়বার অথবা তার পরের বার সে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রাসূল (স) বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াতে ইচ্ছা করবে, পূর্ণরূপে ওয়ূ করবে, তারপর কিবলার দিক হয়ে দাঁড়াবে এবং তাকবীর বলবে, তারপর কুরআনের যা তোমার পক্ষে সহজ হয় পড়বে। তারপর রুকু করবে এবং স্থির থাকবে রুকুতে, তারপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তারপর সিজদা করবে এবং সিজদাতে স্থির থাকবে; তারপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে, তারপর সিজদা করবে এবং সিজদায় স্থির থাকবে, তারপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে। অপর বর্ণনায় আছে, তারপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে; তারপর তোমার সব নামাযে এরূপ করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### নামাযের সময় দুহাত বিছিয়ে দেয়া নিষেধ

হাদীস : ৭৩৪ ৥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নামায শুরু করতেন আব্বাহ আকবর দিয়ে এবং কিরাআত শুরু করতেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দিয়ে এবং যখন রুকু করতেন, মাথা উপরেও করতেন না এবং নীচুও করতেন না; বরং মাঝামাঝি রাখতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন সিজদায় যেতেন না যে পর্যন্ত না সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তারপর যখন সিজদা হতে মাথা উঠাতেন সিজদায় যেতেন না-যে পর্যন্ত না সোজা হয়ে বসতেন এবং প্রত্যেক দু রাকআতের পরই 'আন্তাহিয়াতু' পড়তেন এবং বসায় তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের মতো কুস্তা-বসা বসতে নিষেধ করতেন এবং কেউ পশুর মতো দু হাত মাটিতে বিছিয়ে দেয় তাও নিষেধ করতেন, আর তিনি নামায শেষ করতেন সালাম দিয়ে। -(মুসলিম)

### রাসূল (স)-এর নামাযের তালিম

হাদীস : ৭৩৫ ৥ হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) রাসূল (স)-এর একদল সাহাবীর মধ্যে বললেন, আমি আপনাদের অপেক্ষা রাসূল (স)-এর নামায অধিক স্মরণ রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি তিনি যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, দু হাত দু কাঁধের বরাবর উঠাতেন এবং যখন রুকু করতেন দু হাত দিয়ে দু হাঁটুতে শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠকে নত করে রাখতেন, আর যখন মাথা উঠাতেন ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যাতে প্রত্যেক গিট আপন স্থানে পৌঁছে যেত। তারপর যখন সিজদা করতেন, রাখতেন দু হাত যমিনে না বিছিয়ে ও পেটের সাথে না মিশিয়ে এবং দু পায়ের আঙ্গুলীসমূহের মাথাকে রাখতেন কিবলামুখী করে। তারপর যখন দু রাকআতের পরে বসতেন নিজের বাম পায়ের উপর এবং খাড়া রাখতেন ডান পা। তারপর যখন শেষ রাকআতে বসতেন বাড়িয়ে দিতেন বা পা এবং খাড়া রাখতেন অপর পা, আর বসতেন নিতম্বের উপরে। -(বোখারী)

### তাকবীরের সময় দুহাত কাধ বরাবর উঠাতে হয়

হাদীস : ৭৩৬ ৥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) দু হাত দু কাঁধ বরাবর উঠাতেন যখন নামায শুরু করতেন। তারপর যখন রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপে দু হাত উঠাতেন এবং বলতেন, 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ'-কিন্তু সিজদায় যেতে এরূপ করতেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

### তাকবীরের সময় দু হাত ফুলতে হয়

হাদীস : ৭৩৭ ৥ হযরত নাফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ যখন নামায শুরু করতেন, তাকবীরে তাহরীমা বলতেন এবং দু হাত উঠাতেন, তারপর যখন রুকুতে গমন করতেন তখনও দু হাত উঠাতেন এবং যখন সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ বলতেন, তখনও দু হাত উঠাতেন, তারপর যখন দু' রাকআত পড়ে দাঁড়াতেন তখনও দু হাত উঠাতেন এবং ইবনে ওমর (রা) এটা রাসূল (স)-এর নাম করে বলেছেন। -(বোখারী)

### প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠান যায়

হাদীস : ৭৩৮ ৥ হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, দু হাত উঠাতেন এমন কি উভয়কে দু কানের বরাবর করতেন এবং যখন রুকু হতে নিজ মাথা উঠাতেন তখন বলতেন, সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ-তখনও এরূপ করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, এমন কি দু হাত দু কানের লতি বরাবর উঠাতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### নামাযের নিয়মকানুন সঠিকভাবে পালন করতে হয়

হাদীস : ৭৩৯ ৥ হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিন রাসূল (স)-কে নামায পড়তে দেখেছেন। রাসূল (স) যখন বিজোড় রাকআতে থাকতেন সিজদা হতে উঠে দাঁড়াতেন না-যে পর্যন্ত না সোজা হয়ে বসতেন। -(বোখারী)

**রাসূল (স)-এর সঠিক নিয়মে নামায পড়তে হবে**

হাদীস : ৭৪০ ৷ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজর (র.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে দেখেছেন, তিনি উভয় হাত উঠালেন, যখন তিনি নামায শুরু করলেন তাকবীর বলে, তারপর উভয় হাত কাপড়ে ঢাকলেন এবং ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখলেন। তারপর যখন রুকু করতে ইচ্ছে করলেন, উভয় হাত কাপড় হতে বের করলেন এবং তাদেরকে উঠালেন ও তাকবীর বললেন, তারপর রুকু করলেন। তারপর যখন 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ' বললেন, আবার উভয় হাত উঠালেন, তারপর যখন সিজদা করলেন, সিজদা করলেন দু হাতের মধ্যখানে। -(মুসলিম)

**নামাযের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে হয়**

হাদীস : ৭৪১ ৷ হযরত সাদ ইবনে সাহল (রা) বলেন, লোকদের নির্দেশ দেয়া হত, লোক যেন নামাযের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর রাখে। -(বোখারী)

**নামাযের প্রত্যেক কাজে তাকবীর বলতে হয়**

হাদীস : ৭৪২ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন 'তাকবীর' বলতেন যখন দাঁড়াতেন; তারপর তাকবীর বলতেন যখন রুকু করতেন; তারপর বলতেন 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ' যখন রুকু হতে নিজের পিঠ সোজা করতেন, তারপর দাঁড়িয়ে বলতেন, 'রাব্বানা লাকাল হামদ'। তারপর তাকবীর বলতেন যখন নিচের দিকে ঝুকতেন। তারপর আবার তাকবীর বলতেন যখন মাথা উপরের দিকে উঠাতেন; তারপর তাকবীর বলতেন যখন সিজদার দিকে যেতেন, তারপর তাকবীর বলতেন যখন মাথা উপরে উঠাতেন। তারপর তিনি সমগ্র নামাযেই এরূপ করতেন, যে পর্যন্ত না শেষ করতেন এবং তাকবীর বলতেন যখন তিনি দু রাকআত শেষে বসার পর দাঁড়াতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

**নামাযের উত্তম হল কুনূত দীর্ঘ করা**

হাদীস : ৭৪৩ ৷ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামাযের উত্তম জিনিস হল 'কুনূত' দীর্ঘ করা। -(মুসলিম)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ****রাসূল (স)-এর সঠিক নামাযের বর্ণনা**

হাদীস : ৭৪৪ ৷ হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) রাসূল (স)-এর দশজন সাহাবীর মধ্যে বললেন, আমি আপনাদের অপেক্ষা রাসূল (স)-এর নামায সম্পর্কে অধিক অবগত। তাঁরা বললেন, আমাদেরকে বলুন। তখন তিনি বললেন, রাসূল (স) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন দু হাত উঠাতেন, এমন কি তাদেরকে দু কাঁধের বরাবর করতেন, তারপর তাকবীর বলতেন। তারপর কিরাআত পড়তেন; তারপর তাকবীর বলতেন এবং দু হাত উঠাতেন, এমন কি তাদেরকে কাঁধের বরাবর রাখতেন, তারপর রুকু করতেন এবং দু হাতের করকে দু হাঁটুর উপর রাখতেন, এ সময় পিঠ সোজা রাখতেন, মাথা নিচের দিকেও ঝুকাতেন না এবং উপরের দিকেও উঠাতেন না। তারপর মাথা উঠাতেন এবং বলতেন 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ' তারপর সোজা হয়ে দু হাত উঠাতেন, এমন কি দু কাঁধের বরাবর করতেন। তারপর বলতেন, 'আল্লাহু আকবার' তারপর সিজদার জন্য যমিনের দিকে ঝুকতেন। সিজদায় দু হাতকে দু পাশ হতে পৃথক রাখতেন এবং দু পায়ের আঙুলসমূহ কিবলার দিকে মুড়িয়ে দিতেন। তারপর মাথা উঠাতেন এবং নিজের বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন। তারপর তিনি সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর প্রত্যেক হাড় নিজ নিজ জায়গায় ঠিকভাবে বসে যায়। তারপর সিজদায় যেতেন। তারপর মাথা উঠাতে উঠাতে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং বাম পা বিছিয়ে বসতেন। এ সময় সোজা হয়ে থাকতেন যাতে তাঁর সব হাড় নিজ নিজ জায়গায় বসে যায়, তারপর দাঁড়াতেন, তখনও তাকবীর বলতেন এবং দু হাত উঠাতেন, এমন কি তাদেরকে দু কাঁধের বরাবর করতেন যেভাবে নামায শুরু করতে তাকবীর বলতেন। তারপর তিনি এরূপ করতেন তাঁর অবশিষ্ট নামাযে-অবশেষে যখন শেষ সিজদায় পৌঁছতেন, যার পরে সালাম ফিরাতে হয়, বাম পা ডান দিকে বাড়িয়ে দিতেন এবং বাম নিতম্বের উপর চাপিয়ে বসতেন; তারপর সালাম ফিরাতেন। তখন তাঁরা বলে উঠলেন, সত্য বলেছেন: রাসূল (স) এরূপেই নামায পড়তেন। -(আবু দাউদ, দারেমী) আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এ মর্মে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এটা হাসান সহীহ হাদীস)

আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আবু হুমাইদের হাদীসে এটাও আছে-তারপর রাসূল (স) রুকু করলেন এবং দু হাত দু জানুর উপর রাখলেন যেন জানু ধরে রেখেছেন, এসময় তিনি উভয় হাতকে ধনুকের জ্যার মতো করলেন এবং তাদেরকে দূরে রাখলেন দু পাশ হতে আবু হুমাইদ আরও বলেন, তারপর তিনি সিজদা করলেন এবং নাক ও কপালকে



ভালরূপে যমিনে ঠেকালেন এবং দু হাত দু পাজুর হতে দূরে রাখলেন, এ সময় তিনি দু হাত যমিনে স্থাপন করলেন, দু কাঁধের বরাবর এবং দু উরুকে কাঁক করে রাখলেন। পেটকে উরুদ্বয়ের উপরে ঠেকালেন না, এভাবে তিনি সিজদা শেষ করলেন। তারপর বসলেন বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং ডান পায়ের অগ্রভাগকে কিবলার দিকে মোড়িয়ে দিলেন এবং ডান করকে ডান জানুর উপরে এবং ডান পায়ের অগ্রভাগকে কিবলার দিকে মোড়িয়ে দিলেন এবং ডান করকে ডান জানুর উপরে এবং বাম করকে বাম জানুর উপরে স্থাপন করলেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি ইশারা করলেন।

আবু দাউদের অপর বর্ণনা আছে—যখন তিনি দু রাকআতের পর বসতেন, তখন বসতেন বাম পায়ের পেটের উপরে এবং খাড়া করে রাখতেন ডান পা। আর যখন তিনি চতুর্থ রাকআতে পৌঁছতেন বাম নিতম্বকে যমিনে ঠেকিয়ে এবং উভয় পা একদিন দিয়ে বের করে দিতেন।

### রাসূল (স) তাকবীরের সময় দু হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন

হাদীস : ৯৪৫ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে দেখেছেন যখন তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালেন, দু হাত উঠালেন যাতে উভয় হাত কাঁধ বরাবর হয়ে গেল এবং বৃদ্ধা আঙুলদ্বয় কান বরাবর করলেন, তারপর তাকবীর বললেন। —(আবু দাউদ। আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আছে, বৃদ্ধা আঙুলদ্বয়কে দু কানের লতি পর্যন্ত উঠালেন।)

### নামাযের সময় বাম হাত ডান হাত দিয়ে ধরতে হয় হাফস-১৬২

হাদীস : ৯৪৬ ॥ হযরত কাবীসাহ ইবনে হুব (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা বলেন, রাসূল (স) আমাদের ইমামতি করতেন এবং বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে ধরতেন। —(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

### এক সাহাবা পুনরায় নামায পড়লেন

হাদীস : ৯৪৭ ॥ হযরত রিফাআহ ইবনে রাফে (রা) বলেন, এক ব্যক্তি এসে মসজিদে নামায পড়ল, তারপর অগ্রসর হয়ে রাসূল (স)-কে সালাম করল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার নামায পুন পড়, তুমি নামায পড়নি। তখন সে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমাকে শিখিয়ে দিন আমি কিরূপে নামায পড়ব। রাসূল (স) বললেন, যখন তুমি কিবলামুখী ফিরবে, প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর সূরা ফাতেহা পড়বে এবং তার সাথে আর যা পড়ার তৌফিক আল্লাহ তোমাকে দেন তা পড়বে। তারপর যখন রুকু করবে দু হাতের কর দু জানুর উপর রাখবে এবং রুকুতে স্থির থাকবে এবং পিঠ সটান রাখবে। তারপর যখন উঠবে পিঠ সোজা করবে এবং মাথাকে এভাবে উঠাবে যাতে হাড়সমূহ নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে যায়। তারপর যখন সিজদা করবে স্থির থাকবে সিজদাতে। আবার যখন উঠবে, বসবে বাম উরুর উপরে। তারপর এরূপ করতে থাকবে প্রত্যেক রুকু ও সিজদাতে ধীরস্থিরভাবে। —এটা মাসাবীহর শব্দ। এ হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন অল্প পরিবর্তনের সাথে। তিরমিযী ও নাসাঈ এটার অর্থের অনুরূপ।

### নফল নামায দু রাকআত পড়তে হয়

হাদীস : ৯৪৮ ॥ হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামায দু দু রাকআত এবং প্রত্যেক দু রাকআতেই তাশাহুদ, স্ম, বিনয় ও দীনতার ভাব রয়েছে। তারপর তুমি তোমার দু হাত উঠাবে। ফযল বলেন, তুমি তোমার দু হাত তোমার রবের কাছে উঠাবে হাতের বুকের দিককে তোমার চেহারার দিকে করবে এবং বলবে, “হে আল্লাহ! আর যে এরূপ করবে না তার নামায এরূপ এরূপ”। অপর বর্ণনায় আছে, তার নামায অসম্পূর্ণ। —(তিরমিযী)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ হাফস-১৬৩

### নামাযের তাকবীর উচ্চস্বরে দিতে হয়

হাদীস : ৯৪৯ ॥ তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে হারেস ইবনে মোয়াল্লা বলেন, একদিন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) আমাদের নামায পড়লেন এবং উচ্চ স্বরে তাকবীর বললেন, যখন সিজদা হতে মাথা উঠালেন এবং যখন সিজদা করলেন এবং দু রাকআতের পর মাথা উঠালেন। তারপর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে এরূপ করতে দেখেছি। —(বোখারী)

### নামাযে বাইশ বার তাকবীর দিবে

হাদীস : ৯৫০ ॥ তাবেঈ হযরত ইকরামা (রা) বলেন, আমি মক্কায় এক শায়খের পিছনে নামায পড়লাম তিনি মোট বাইশবার তাকবীর বললেন। আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে বললাম, লোকটি বড় আহমক! এটা শুনে তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারাক। এটা তো আবুল কাসেম (স)-এর সুন্যত। —(বোখারী)

### নামাযে তাকবীর বলতে হবে


হাদীস : ৯৫১ ॥ হযরত আলী ইবনে হুসাইন মুরসাল সূত্রে বলেন, রাসূল (স) তাকবীর বলতেন, যখন তিনি মাথা নীচু করতেন এবং উপরে উঠাতেন। আর এরূপই ছিল তাঁর নামায, যে পর্যন্ত না তিনি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেন। —(মালিক)



### নামাযের মধ্যে আত্মাহুতর ভয় থাকতে হবে

হাদীস : ৭৫২ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার আমাদের যোহরের নামায পড়লেন, তখন এক ব্যক্তি সর্ব পিছনের সফে ছিল এবং নামায খারাপ ভাবে পড়ছিল। যখন সে নামাযের সালাম ফিরাল রাসূল (স) তাকে ডাকলেন, হে অমুক! তুমি কি আত্মাহুতর ভয় কর না, তুমি দেখ না কিরূপে নামায পড়? তোমরা মনে কর যে, তোমরা যা কর তা আমার কাছে অজ্ঞাত থাকে। খোদার কসম! নিশ্চয় আমি দেখি আমার পিছন দিকে, যেভাবে দেখি আমার সামনে দিকে। -(আহমদ)

### রাসূল (স)-এর নামায পড়িয়ে দেখান হল

হাদীস : ৭৫৩ ৥ তাবেরী হযরত আলকামা (র) বলেন, একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (স)-এর নামায পড়ে দেখাব না? তারপর তিনি নামায পড়লেন, অথচ হাত উঠালেন না কেবল একবার তাকবীরে তাহরীমার সময় ব্যতীত। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাই। আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি এ অর্থে সহীহ নহে)  ৭৫৩ — ১৬৪ \*

### নামাযে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ৭৫৪ ৥ হযরত আবু হুমাইদ সাঈদী (র.) বলেন, রাসূল (স) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং হাত উঠিয়ে বলতেন, আল্লাহ আকবার। -(ইবনে মাজাহ)

## সপ্তবিংশ অধ্যায়

### তাকবীরে তাহরীমার গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### তাকবীর ও কিরায়াতের মাঝেও পার্থক্য লক্ষ্যনীয়

হাদীস : ৭৫৫ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাকবীরে তাহরীমা এবং কিরায়াতের মধ্যবর্তী সময়ে খানিকটা চুপ থাকতেন। আমি একবার বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক, আপনি যে তাকবীর ও কিরায়াতের মধ্যখানে চুপ থাকেন, তাতে কি বলেন? তিনি বললেন, আমি বলি 'হে আল্লাহ! আমি ও আমার গোনাহসমূহের মধ্যে ব্যবধান করে দাঁও; যেভাবে তুমি ব্যবধান করে দিয়েছ মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে। আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহকে ধুয়ে ফেল পানি, বরফ ও মুঘলধারার বৃষ্টি দিয়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### জামনামাযে দাঁড়ানোর পর দোয়া

হাদীস : ৭৫৬ ৥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, অপর বর্ণনায় আছে, যখন নামায শুরু করতেন- তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। তারপর বলতেন, 'আমি সব দিক হতে বিমুখ হয়ে আমার মুখ ফিরাচ্ছি তার দিকে, যিনি আসমানসমূহ ও যমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নয়। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আর এর জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্গত। আল্লাহ, তুমিই বাদশাহ, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস। আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি ছাড়া অপর কেউ অপরাধসমূহ মাফ করতে পারে না এবং চালিত কর আমাকে উত্তম চরিত্রের পথে, তুমি ছাড়া চালিত করতে পারে না উত্তম চরিত্রের পথে অপর কেউ এবং দূরে রাখ আমার হতে মন্দ আচরণকে তুমি ছাড়া আমার হতে ওটা দূর রাখতে পারে না অপর কেউ। হে আল্লাহ! হাজির আমি তোমার দরবারে, আর প্রকৃত আমি তোমার আদেশ পালনে, কল্যাণ সবই তোমার হাতে এবং কোনো অকল্যাণই তোমার প্রতি বর্তায় না। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। তুমি মঙ্গলময়, তুমি উচ্চ। আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং তোমার দিকে ফিরছি।

আর যখন তিনি রুকু করতেন, বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু করলাম এবং তোমাকেই বিশ্বাস করলাম এবং তোমারই কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তোমার কাছে অবনত আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার মজ্জা, আমার অস্থি ও আমার শিরা-উপশিরা।' তারপর যখন মাথা উঠাতেন, বলতেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক। তোমারই প্রশংসায় সব আসমান যমিন এবং এর মধ্যখানে যা কিছু আছে সে সকল পরিপূর্ণ এবং তারপর তুমি যা কিছু সৃষ্টি করবে তাও পরিপূর্ণ এঘং যখন সিজদা করতেন, বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই উদ্দেশ্যে সিজদা করলাম এবং তোমাকেই

বিশ্বাস রাখি, আর তোমারই প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম। আমার চেহারা তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদা করল, যিনি সৃষ্টি করেছেন ও আকৃতি দান করেছেন এবং কান ও চোখ খুলেছেন। মজলময় আল্লাহ-শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা।' তারপর সর্বশেষে আভাহিয়াতু ও সালামের মধ্যখানে যা বলতেন তাহল 'হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, যা আমি আগে করেছি এবং যা আমি পরে করব এবং যা আমি গোপনে করেছি, আর যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি সীমিতকৃত করেছি, আর যা তুমি আমা অপেক্ষা অধিক অবগত। তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।-(মুসলিম)

### নামাযে আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়

হাদীস : ৭৫৭ ॥ হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি এসে নামাযের সফে প্রবেশ করল, অথচ তখন তার শ্বাস দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল, আর বলল, 'আল্লাহ আকবার, আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহি' আল্লাহ তুমি মহান, আল্লাহর জন্য প্রচুর প্রশংসা, তিনি পবিত্র ও মজলময়! তারপর যখন রাসূল (স) নামায শেষ করলেন তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এ কথাগুলো বলেছে? লোক ভয়ে চুপ রইল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে ঐ কথাগুলো বলেছে? সে খারাপ কিছু বলেনি। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল (স) আমি বলেছি তিনি বললেন, আমি বার জন ফেরেশতাদের দেখেছি, তারা তাড়াহুড়া করছে, কে কার আগে সেগুলো নিয়ে যাবে।-(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) নামায শুরু করে দোয়া পড়তেন

হাদীস : ৭৫৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নামায শুরু করতেন, বলতেন, 'তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। তোমার নাম মজলময়, উচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।' -তিরমিযী, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ আবু সাঈদ (র.) আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটা শুধু হারেসার সূত্রে বর্ণিত এবং তাঁর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে।

#### রাসূল (স) যেমন নামাযই পড়েছেন তাই সঠিক

হাদীস : ৭৫৯ ॥ হযরত জুবায়র ইবনে মুতইম (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, একবার তিনি রাসূল (স)-কে এক নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ অতি মহান, অতি মহান, আল্লাহর জন্য বহু প্রশংসা, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সকাল-সন্ধ্যায়, তিনবার। আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি বিত্যাড়িত শয়তান হতে। তার নফখ, তার নফছ ও তার হাময হতে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) ২৫২০ - ১৬৫

#### নামাযে রাসূল (স)-কে অনুসরণ করতে হবে

হাদীস : ৭৬০ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-এর দুটি চুপ থাকা স্মরণ রেখেছেন। একটি চুপ থাকা হল যখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলে সারতেন তখন, আর অপর চুপ থাকাটি হল যখন তিনি-(আরবী হবে) পড়ে সারতেন তখন। সামুরার এ হাদীস যখন উবাই ইবনে কাবের কাছে পৌঁছল, উবাই ইবনে কাব এটার সত্যতা স্বীকার করলেন। -(আবু দাউদ। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং দারেমীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)

#### কিরাআত শুরু করে চুপ থাকা জায়েয নেই ২৫২০-২৬৬

হাদীস : ৭৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন দ্বিতীয় রাকআতের পর দাঁড়াতে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে কিরাআত শুরু করতেন এবং চুপ থাকতেন না। -(মুসলিম) হুমাইদী বর্ণনা করেছেন, তার একা নামাযের সময়, জামে প্রণেতা মুসলিম হতে তদ্রূপ একা নামায পড়ার বেলার কথা বলেছেন।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা দিতে হয়

হাদীস : ৭৬২ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নামায শুরু করতেন, তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। তারপর বলতেন, 'আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং এটার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, আর আমিই হলাম এটার প্রতি পথম আনুগত্য স্বীকারকারী। হে আল্লাহ! আমাকে চালিত কর উত্তম কাজ ও উত্তম চরিত্রের পথে, উত্তম পথে চালিত করতে পারে না তুমি ছাড়া কেউ আমাকে, বাঁচিয়ে রাখ মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্র হতে; মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্র হতে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না তুমি ব্যতীত কেউ। -(নাসাঈ)

#### একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়তে হয়

হাদীস : ৭৬৩ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নফল নামায পড়তে দাঁড়াতে,

তখন বলতেন, আল্লাহ্ আকবার; আমি নিজের মুখ তাঁর দিকে ফিরালাম, যিনি আসমানসমূহ ও যমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই। নাসাঈ বলেন, বাকীটা তিনি জাবেরের হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি **وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ** বাক্যের পরিবর্তে **وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ** বাক্য বলেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ! তুমি বাদশাহ, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসার সাথে।' তারপর রাসূল কিরাআত শুরু করতেন। -(নাসাঈ)

## অষ্টবিংশ অধ্যায় নামাযের মধ্যে কিরাআত পড়া প্রথম পরিচ্ছেদ

**সূরা ফাতেহা না পড়লে নামায হবে না**

হাদীস : ৭৬৪ । হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে সূরা ফাতেহা পড়েনি তার নামায হয়নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে- যে উম্মুল কুরআন এবং ততোধিক কিছু পড়ে নাই।

**নামাযে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়**

হাদীস : ৭৬৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ না করে নামায পড়বে, তার নামায অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ। তখন আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি? তিনি বললেন, তুমি মনে মনে পড়বে। কেননা, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, আমি নামাযকে ভাগ করেছি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করে। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চাবে। যখন বান্দা বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন', তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল, যখন বান্দা বলে-আর রাহমানির রাহীম, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ ব্যক্ত করল এবং যখন বান্দা বলে, 'মালিকি ইয়াওমিন্দীন' তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল এবং যখন বান্দা বলে, 'ইয়্যাকা নাবুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তাঈন', তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি এবং আমার বান্দার জন্য তা রয়েছে যা সে চেয়েছে এবং যখন বান্দা বলে, 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল লায়ীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইগি, ওয়ালাদদোয়াল্লীন।' তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যা চেয়েছে তা তার জন্য রয়েছে। -(মুসলিম)

**সূরা ফাতিহা নামাযের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ**

হাদীস : ৭৬৬ । হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) সকলেই সূরা ফাতেহা দিয়েই নামায শুরু করতেন। -(মুসলিম)

**ইমামের সাথে আমীন বলতে হয়**

হাদীস : ৭৬৭ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তোমরাও 'আমীন' বলবে। কেননা, যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হবে, তার পূর্বকার গুনাহসমূহ মার্ফ করা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**নামাযের সময় কাতার সোজা করতে হয়**

হাদীস : ৭৬৮ । হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা নামায পড়বে, তোমাদের সফসমূহ সোজা করবে। তারপর যেন তোমাদের একজন ইমামতি করে। যখন ইমাম তাকবীর বলবে এবং যখন 'পায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়াদদোয়াল্লীন' বলবে, তোমার বলবে 'আমীন'। আল্লাহ তা কবুল করবেন। তারপর যখন তিনি তাকবীর বলবেন ও রুকু করবেন, তোমরাও তাকবীর বলবে ও রুকু করবে। ইমাম তোমাদের আগে রুকুতে যাবেন, আর তোমাদের আগেই মাথা উঠাবেন। তারপর রাসূল (স) বলেন, এটা ওটার পরিবর্তে। তারপর রাসূল (স) বলেন, যখন ইমাম 'সামিআল্লাহ লিগ্মান হামিদাহ' বলবেন, তোমরা বলবে, 'আল্লাহুম্মা রাক্বানা লাকাল হামদ' আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন। -(মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আবু হুরায়রা ও কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত আছে-রাসূল (স) বলেছেন, যখন ইমাম কিরাআত পড়বেন, তখন তোমরা চুপ থাকবে।

### সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়তে হয়

**হাদীস : ৭৬৯ ॥** হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) যোহরের নামাযের প্রথম দু রাকআতে 'সূরা ফাতেহা' এবং অপর দুটি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু রাকআতে শুধু 'সূরা ফাতেহা' পড়তেন। তিনি কখনও কখনও আমাদেরকে আয়াত শুনিতে পড়তেন এবং তিনি প্রথম রাকআতকে দ্বিতীয় রাকআত অপেক্ষা দীর্ঘ করে পড়তেন, আর এরূপে আসরে এবং এরূপে ফজরেও পড়তেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন

**হাদীস : ৭৭০ ॥** হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যোহর ও আসরের নামাযে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন তা আমরা অনুমান করতাম। তাঁর যোহরের প্রথম দু রাকআতে দাঁড়ানোর সময় 'সূরা আলিফ লাম মীম তানযীলুস সিজদা' পড়তে যতক্ষণ লাগে আমরা ততক্ষণ সময় অনুমান করেছিলাম। অপর বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক রাকআতে অনুমান ৩০ আয়াত পড়ার সময় এবং শেষ দু রাকআত তার অর্ধেক সময় অনুমান করেছিলাম। আর আসরে প্রথম দু রাকআতে যোহরের শেষ দু রাকআতের সমান সময় এবং তার শেষ দু রাকআতে এটারও অর্ধেক সময় অনুমান করেছিলাম। -(মুসলিম)

### রাসূল (স) যোহরের নামাযে সূরা লাইল পড়তেন

**হাদীস : ৭৭১ ॥** হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) যোহরের নামাযে 'সূরা ওয়াল্লাইলি ইয়া ইয়াগশা' পড়তেন। আর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, 'সূরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা' পড়তেন এবং আসরেও অনুরূপ পড়তেন। কিন্তু ফজরের নামায এটা অপেক্ষা দীর্ঘ পড়তেন। -(মুসলিম)

### রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পড়তেন

**হাদীস : ৭৭২ ॥** হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে 'সূরা তুর' পড়তেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে সূরা মুরসালাত পড়তেন

**হাদীস : ৭৭৩ ॥** উম্মে ফযল বিনতে হারেস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে মাগরিবে 'সূরা মুরসালাত' পড়তে শুনেছি। -(বোখারী ও মুসলিম)

### নামাযে ছোট সূরা পাঠ করা ভাল

**হাদীস : ৭৭৪ ॥** হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (র.) বলেন, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) মদীনায রাসূল (স)-এর সাথে জামায়াতে নামায পড়তেন, তারপর যেতেন এবং মহল্লাবাসীদের ইমামতি করতেন। একদিন রাতে তিনি রাসূল (স)-এর সাথে এশার নামায পড়লেন, তারপর নিজ মহল্লায় গিয়ে তাদের ইমামতি করলেন এবং পূর্ণ সূরা বাকারা পড়া শুরু করলেন। এতে অসহ্য হয়ে এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে আলাদা হয়ে গেল। তারপর একা নামায পড়ে চলে গেল। এটা দেখে লোকরা তাকে বলল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফেক হয়ে গেলে? উত্তরে সে বলল, খোদার কসম! আমি কখনও মুনাফিক হই নি। নিশ্চয়ই আমি রাসূল (স)-এর কাছে যাব এবং এ ব্যাপার সম্পর্কে তাকে অবহিত করব। তারপর সে রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমরা পানি সেচকারী লোক, সারাদিন সেচের কাজ করে থাকি, এমতাবস্থায় মুয়ায আপনার সাথে এশার নামায পড়ে নিজের গোত্র আসার পর সূরা বাকারা দিয়ে নামায শুরু করে দিলেন। এটা শুনে রাসূল (স) মুয়াযের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মুয়ায! তুমি কি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী? তুমি এশার নামাযে 'সূরা ওয়াশশামসি ওয়াদ্বাহা, 'ওয়াল্লাইলি ইয়া ইয়াগশা' এবং 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা' এর মতো সূরা পড়বে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### এশার নামাযে রাসূল (স) সূরা তীন পাঠ করতেন

**হাদীস : ৭৭৫ ॥** হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে একবার এশার নামাযে 'সূরা ওয়াতীন ওয়াযযাইতুন' পড়তে শুনেছি এবং তা অপেক্ষা এমন মধুর স্বর আমি কারও শুনি নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) ফজরের নামাযে সূরা ক্বাফ পড়তেন

**হাদীস : ৭৭৬ ॥** হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) ফজরের নামাযে 'সূরা ক্বাফ ওয়াল কোরআনিল মাজীদ' ও তদনুরূপ সূরাসমূহ পাঠ করতেন এবং অন্যান্য নামায এটা অপেক্ষা সংক্ষেপ হত। -(মুসলিম)

### রাসূল (স) ফজরের নামাযে সূরা লাইলি পড়তেন

**হাদীস : ৭৭৭ ॥** হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে ফজরের নামাযে 'ওয়াল লাইলি ইয়া আসআসা' পড়তে শুনেছেন। -(মুসলিম)

**ফজরের নামাযে সূরা মুমিন পাঠ করলেন**

হাদীস : ৭৭৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) বলেন, মক্কা শরীফে রাসূল (স) ফজরের নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন এবং 'সূরা আল মুমিনুন পাঠ শুরু করলেন। যখন তিনি হযরত মুসা ও হারুনের অথবা হযরত ইস্রা বর্ণনা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তাঁর কাশি এসে গেল। অতএব, তিনি রুকু করে ফেললেন। -(মুসলিম)

**রাসূল (স) জুমআর দিন ফজরের নামাযে মধ্যম সূরা পড়তেন**

হাদীস : ৭৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) জুমআর দিন ফজরের নামাযের প্রথম রাকআতে 'আলিফ লাম মীম তানযীল এবং দ্বিতীয় রাকআতে 'হাল আতা অল্লাল ইনসানি পড়তেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রাসূল (স) জুমআর নামাযে সূরা জুমআ পড়তেন**

হাদীস : ৭৮০ ॥ হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রা) বলেন, একবার মারওয়ান হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে মদীনায় আপন স্থলাভিষিক্ত রেখে মক্কায় গেলেন। এসময় হযরত আবু হুরায়রা (রা) জুমআর নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন। তখন প্রথম রাকআতে 'সূরা জুমআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে 'ইয়া জাআকাল মুনাফেকুন' পড়লেন। তারপর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে জুমআর নামাযে এ দুটি সূরা পড়তে শুনেছি। -(মুসলিম)

**রাসূল (স) দু ইদে সূরা আলা পড়তেন**

হাদীস : ৭৮১ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) দু ইদে ও জুমআর নামাযে 'সূরা সাক্বিহ-সমা রাক্বিকাল আলা' ও হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' পড়তেন। আর ঈদ ও জুমআ যখন একই দিনে হত, তখন তিনি এ দুটি সূরা উভয় নামাযেই পড়তেন। -(মুসলিম)

**রাসূল (স) ঈদের নামাযে যে সূরা পড়তেন**

হাদীস : ৭৮২ ॥ হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একবার ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হযরত আবু ওয়াকের লাইসীকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (স) বকরা ঈদ ও ঈদুল ফিতরে কি পড়তেন? তিনি বললেন, রাসূল (স) উভয় ঈদেই 'সূরা ক্বাফ ওয়াল কোরআনিল মাজিদ এবং 'ইকতারাবাতিসসাআহ' পড়তেন। -(মুসলিম)

**রাসূল (স) ফজরের সুন্নতে সূরা কাফিরুন পড়তেন**

হাদীস : ৭৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) ফজরের সুন্নত দু রাকআতে যথাক্রমে 'সূরা কুল ইয়া অযিহুহাল কাফিরুন' ও 'সূরা কুলহুয়্যালাহু আহাদ' পড়তেন। -(মুসলিম)

**রাসূল (স) ফজরের সুন্নতে সূরা বাকারার অংশ পড়তেন**

হাদীস : ৭৮৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) ফজরের সুন্নত দু রাকআত যথাক্রমে সূরা বাকারার এ আয়াত 'কুলু আমান্না বিদ্বাহি ওয়াম্মা উনযিলা ইলাইনামা এবং সূরা আলে ইমরানের এ আয়াত 'কুলইয়া আহলাল কিতাবি তাআলাও ইয়া কালিমাতিন সাওয়াইম বাইনান্না ওয়া বাইনাকুম' পড়তেন। -(মুসলিম)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ****বিসমিল্লাহির সাথে নামায শুরু করতে হয়**

হাদীস : ৭৮৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) বিসমিল্লাহির সাথে নামায শুরু করতেন। -(ইমাম তিরমিযী এটা বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, এটার সনদ দৃঢ় নহে) ২১৫২-৩৬৭

**রাসূল (স) সূরা ফাতেহায় আমীন পড়তেন**

হাদীস : ৭৮৬ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন' পড়ে তারপর 'আমীন' বলেছেন, নিজের স্বরকে উচ্চ করে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)

**নামাযের মধ্যে দোয়া কবুল হয়**

হাদীস : ৭৮৭ ॥ হযরত আবু যোহায়র নোমায়রী (রা) বলেন, একবার আমরা রাতে রাসূল (স)-এর সাথে বের হলাম এবং এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌছলাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে খুব কাকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করছিল। এ সময় রাসূল (স) বললেন, সে নিজের জন্য বেহেশত নির্ধারিত করল, যদি সে এতে মোহর লাগায়। লোকের মধ্য হতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! কিসের দ্বারা মোহর লাগাবে? রাসূল (স) বললেন, 'আমীন' দিয়ে। -(আবু দাউদ) ২১৫২-২৫৮

**রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাফ ভাগ করে পড়তেন**

হাদীস : ৭৮৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) মাগরিবের নামায পড়লেন 'সূরা আরাফ' দিয়ে। এ সূরা তিনি দু রাকআতে ভাগ করে পড়লেন। -(নাসাই)



### সূরা নাস ও সূরা ফালাক উত্তম সূরা

হাদীস : ৭৮৯ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি সফরে রাসূল (স)-এর উটের নাকাশী ধরে সামনে চলতাম। একদিন রাসূল (স) আমাকে বললেন, হে ওকবা! আমি কি তোমাকে উত্তম দুটি সূরা শিক্ষা দিব না, যা পড়া হয়? তারপর তিনি আমাকে 'সূরা কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' এবং 'সূরা কুল আউযু বিরাব্বিননাস' শিখালেন, কিন্তু এতে আমি তেমন খুশী হয়েছি বলে তিনি মনে করলেন না। তারপর যখন তিনি ফজরের নামাযের জন্য অবতরণ করলেন, এ দুটি সূরা দিয়েই আমাদের নামায পড়ালেন। যখন তিনি নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন, আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, কেমন দেখলে হে ওকবা? -(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

### রাসূল (স) বৃহস্পতিবার মাগরিবে সূরা ইখলাস ও কাফেরুন পড়তেন

হাদীস : ৭৯০ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বৃহস্পতিবার দিবাগত সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাযে 'সূরা কুল-ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন' ও 'সূরা কুল হুয়ায়্যাছ আহাদ' পড়তেন। -(শরহে সুন্নাহ এরুং ইবনে মাজাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এতে বৃহস্পতিবারের দিবাগত সন্ধ্যায় কথা নেই। নিতান্তই যইফ- ১৬৯)

### সূরা ইখলাস ও কাফেরুন এর মর্যাদা

হাদীস : ৭৯১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি অগণিতবার শুনেছি, রাসূল (স) মাগরিবের পর দু রাকআত সুন্নতে এবং ফজরের আগে দু রাকআত সুন্নতে 'সূরা কুল ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন' ও 'সূরা কুল ওয়াল্লাছ আহাদ' পড়তেন। -(তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রা হতে, কিন্তু এটাতে তিনি 'মাগরিবের পর' শব্দ বলেন নি।)

### নামাযে ছোট সূরা পড়াই বিশেষ

হাদীস : ৭৯২ ॥ তাবেরী সুলায়মান ইবনে ইয়াসার হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, অমুক অপেক্ষা রাসূল (স)-এর নামাযের মতো নামায পড়তে আমি আর কাউকে দেখিনি। সুলায়মান বলেন, আমি তাঁর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি যোহরের প্রথম দু রাকআত দীর্ঘ এবং শেষ দু রাকআত সংক্ষেপ করতেন। আর তিনি আসরে নামাযকে সংক্ষেপ করতেন এবং মাগরিবের নামাযে কেসারে মুফাসসাল পড়তেন, এশায় আওসাতে মুফাসসাল পড়তেন এবং ফজরে তেওয়ালে মুফাসসাল পড়তেন। -(নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু ইবনে মাজাহ 'আসর সংক্ষেপে করতেন' এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

### সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না

হাদীস ৭৯৩ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, একদিন আমরা ফজরের নামাযে রাসূল (স)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি কিরাআত পড়ছিলেন, কিন্তু কিরাআত তাঁর কাছে জরী লেখা ছিল। যখন নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন এবং বললেন, মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিরাআত পড়। আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, এরূপ করবে না, অবশ্য সূরা ফাতেহা পড়বে। কেননা, যে সূরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায হয় না। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী এবং নাসাঈ অনুরূপ টানাটানি করছে কেন? আমি যখন বড় করে কিরাআত পড়ি, তখন তোমরা সূরা ফাতেহা ব্যতীত আর কিছু পড়বে না।

### জেহেরী কিরাআত পড়ার যার

হাদীস : ৭৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) এরূপ এক নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন যাতে তিনি জেহরী কিরাআত পড়েছিলেন। তারপর বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ এখন আমার সাথে কিরাআত পড়েছে? এক ব্যক্তি উত্তর করল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা শুনে বললেন, আমি নামাযে মনে মনে বলছিলাম, আমার কি হল, কুরআন পড়তে আমি এরূপ টানা-হেচড়া অনুভব করছি কেন? আবু হুরায়রা বলেন, যখন লোক রাসূল (স)-এর মুখে একথা শুনল, তখন হতে তারা জেহরী নামাযে কিরাআত পড়া হতে বিরত হয়ে গেল। -(মালিক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ এরূপ অর্থে।

### নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর দীদার হয়

হাদীস : ৭৯৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামাযী আপন পরওয়ারদেগারের সাথে নিরালায় আলাপ করে। সুতরাং তার দেখা উচিত, সে তার সাথে কি আলাপ করছে। অতএব, একজনের কুরআন পড়ার সময় অপরে যেন বড় করে কুরআন না পড়ে। -(আহমদ)

### নামাযে ইমামের অনুসরণ করতে হয়

হাদীস : ৭৯৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইমাম এজন্যই নির্ধারিত হয়েছেন, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং যখন ইমাম 'আল্লাহ আকবর' বলবে, তোমরাও আল্লাহ আকবর বলবে এবং যখন তিনি কুরআন পড়বেন তোমরা চুপ থাকবে। -(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)



### নামাযে সূরা পড়তে না পারলে যে কোন দোয়া পড়া যায়

হাদীস : ৭৯৭ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কুরআনের কিছু শিখতে অক্ষম। অতএব, আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন যা আমার জন্য যথেষ্ট হয়। রাসূল (স) বললেন, তুমি বলবে-‘আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং সব প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ অতি মহান এবং আল্লাহর উপায় শক্তি ছাড়া কারও কোনো উপায় বা শক্তি নেই।’ একথা শুনে সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটাতো আল্লাহর জন্যই হল, আমার জন্য কি হল? রাসূল (স) বললেন, বল-‘হে আল্লাহ! আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে সন্তি দান কর, আমাকে হেদায়েত কর এবং আমাকে স্ক্রিয়িক দান কর।’ তখন সে স্বীয় উভয় হাত দিয়ে ইশারা করল এবং তাদেরকে বন্ধ করল। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, এ ব্যক্তি কল্যাণ দ্বারা উভয় হাত পূর্ণ করল। -(আবু দাউদ, কিন্তু নাসাঈ তার বর্ণনা সম্মত করেছেন)

### সূরা আলা খুব মর্যাদাবান

হাদীস : ৭৯৮ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সূরা সাক্বিহিসমা রাক্বিকাল আলা পড়তেন তখন বলতেন, ‘সুবহানা রাক্বিয়াল আলা’ -‘আমি আমার উচ্চ মর্যাদাবান পরওয়ারদেগারের পবিত্রতা বর্ণনা করি।’ -(আহমদ ও আবু দাউদ)

### সূরা তীন পড়ার নিয়ম

হাদীস : ৭৯৯ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ ‘সূরা ওয়াত্বীনি ওয়াযযাতুন’ পড়ে এবং এ পর্যন্ত পৌঁছে-আলাইসা দ্বাছ বিআহকামিল হাকিম ‘আল্লাহ কি আহকামুল হাকিমীন নহেন?’ তখন সে যেন বলে, ‘নিশ্চয়ই আমিও এটার সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে আছি।’ এবং যখন ‘সূরা লা উকসিমু বিইয়াওমিল কিয়ামাহ’ পড়ে আর এ পর্যন্ত পৌঁছে ‘তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নহেন?’ তখন সে যেন বলে, ‘নিশ্চয়’ আর যখন সে ‘সূরা ওয়ালা মুরসালা’ পড়ে এবং এ পর্যন্ত পৌঁছে ‘ফাবিয়্যায় হাদিসুম বায়াদাহ ইয়ামিনুন’ তখন সে যেন বলে ‘আমান্না বিল্লাহি’ ‘আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম।’ -(আবু দাউদ ও তিরমিযী) ২৫২০-১৭০

### সূরা আর রহমান জিনেরা পড়ে

হাদীস : ৮০০ । হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের কাছে পৌঁছলেন এবং তাঁদের কাছে ‘সূরা আররাহমান’ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পড়লেন। সাহাবীরা চূপ রইলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি এটা ‘লাইলাতুল জিন্নে’ জিনদের কাছে পড়েছি, জিনরা তোমাদের অপেক্ষা এটার ভাল উত্তর দিয়েছে। আমি যখনই ‘তোমাদের প্রভুর কোনো নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করতে পার’ পর্যন্ত পৌঁছেছি তখনই তারা বলে উঠেছে, ‘প্রভু হে! আমরা তোমার কোনো নেয়ামতকেই অস্বীকার করি না। তোমারই জন্য সব প্রশংসা।’ -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) ফজর নামাযে উভয় রাকআতে একই সূরা পড়েছিলেন

হাদীস : ৮০১ । হযরত মুয়ায ইবনে আবদুল্লাহ জুহানী (রা) বলেন, জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে বলেছেন যে, তিনি রাসূল (স)-কে ফজরের নামাযের উভয় রাকআতেই ‘সূরা ইয়া যুলযিলাত’ পড়তে শুনেছেন। আমি বলতে পারি না যে, রাসূল (স) ভুলে গিয়েছিলেন অথবা ইচ্ছা করে এরূপ পড়েছিলেন। -(আবু দাউদ)

#### বড় সূরা নামাযে ভাগ করে পড়া যায়

হাদীস : ৮০২ । হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) একবার ফজরের নামায পড়লেন এবং তার উভয় রাকআতেই ‘সূরা বাকারাহ’ পড়লেন। -(মালিক) ২৫২০-১৭২

#### হযরত ওসমান (রা) সূরা ইউসুফ বার বার পড়তেন

হাদীস : ৮০৩ । হযরত ফারাক্সা ইবনে ওমায়র হানাফা (রা) বলেন, আমি সূরা ইউসুফ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) কর্তৃক ফজরের নামাযে পুন পুন পড়া হতেই ইয়াদ করেছি। -(মালিক)

#### প্রতি রাকআতে পূর্ণ সূরা পড়া যায়

হাদীস : ৮০৪ । হযরত আমের ইবনে রবীয়া (রা) বলেন, একদিন আমরা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর পিছনে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি দু রাকআতে ধীরভাবে পাঠ করলেন, ‘সূরা ইউসুফ’ ও ‘সূরা হুজ্জ’। তখন তাকে বলা হল যে, তাহলে তিনি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হতেই নামায শুরু করেছিলেন। আমের উত্তর করলেন, ইয়া। -(মালিক)

### নামাযে যে কোনো সূরা পড়া যায়

হাদীস : ৮০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে 'সূরা হা-মীম আদুখান' পাঠ করেছেন। -(নাসাঈ)

### ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৮০৬ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআযব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুফাসসাল সূরার ছোট বা বড় সব কয়টি দিয়েই ফরয নামাযের ইমামতি করতে রাসূল (স)-কে দেখেছি। -(মালিক) ২১২-১৭২

## উনত্রিশতম অধ্যায়

### রুকু ও রুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

### রুকু সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করা যাবে না

হাদীস : ৮০৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! আমাকে রুকু এবং সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকুতে স্বীয় পরওয়ানদেগারের মহত্ব ঘোষণা করবে এবং সিজদাতে অতি মনোনিবেশের সাথে দোয়া করবে। আশা করা যায়, তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে। -(মুসলিম)

### মুজাদীরা 'রাব্বান লাকাল হামদ' বলবে

হাদীস : ৮০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন ইমাম 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ' বলবে, তোমরা বলবে, 'আল্লাহুমা রাব্বানা লাকাল হামদ' নিশ্চয় যার কথা ফেরেশতাদের কথা অনুরূপ হবে, তার পূর্ববর্তী ওয়াহসমূহ ক্ষমা করা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রুকু হতে পিঠ উঠানোর পর দোয়া

হাদীস : ৮০৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রুকু হতে পিঠ উঠাতেন, তখন বলতেন, 'আল্লাহ শুনে যে তাঁর প্রশংসা করে, প্রভু হে! তোমারই প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীর পরিপূর্ণতার সমান, অতপর তুমি যা চাও তা পরিপূর্ণ।'।

### নামাযে রুকু সিজদা ঠিকমত আদায় করতে হয়

হাদীস : ৮১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রুকু ও সিজদা ঠিকভাবে আদায় করবে। আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয় তোমাদেরকে দেখি আমার পিছন দিক হতেও। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রুকু সিজদায় সমান সময় নেয়া উচিত

হাদীস : ৮১১ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর রুকু সিজদা, দু সিজদার মধ্যকার বসা এবং রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পরিমাণ প্রায় সমান ছিল-কোনো ও কুউদের পরিমাণ ব্যতীত। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রুকু করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ৮১২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ' বললেন; সোজা হয়ে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন, যাতে আমরা মনে করতাম যে, তিনি নিশ্চয় ভুল গেছেন। তার সিজদা করতেন এবং দু সিজদার মধ্যখানে এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন, যাতে আমরা মনে করতাম যে, তিনি নিশ্চয় ভুলে গেছেন। -(মুসলিম)

### রুকু সিজদায় নিচের দোয়া পড়া যায়

হাদীস : ৮১৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর রুকু ও সিজদায় এটা অনেক বলতেন, 'হে আল্লাহ! হে প্রভু! আমি আমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর! কুরআনের নির্দেশানুযায়ী তিনি এ আমল করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রুকু সিজদায় নিচের দোয়াও পড়া যায়

হাদীস : ৮১৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর রুকু এবং সিজদায় বলতেন-"আল্লাহ অতি পবিত্র, অতি পাক, তিনি ফেরেশতা এবং রূহের প্রভু।" -(মুসলিম)

### রাসূল (স) রুকু হতে পিঠ উঠিয়ে নিচের দোয়া পড়তেন

হাদীস : ৮১৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন বলতেন, “হে আল্লাহ, হে প্রভু! তোমারই প্রশংসায় আসমান পরিপূর্ণ ও যমিন পরিপূর্ণ এবং তারপর তুমি যা চাও তাও পরিপূর্ণ। হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী! মানুষ যা বলে, তুমি তা অপেক্ষা অধিক উপযোগী। আমরা সকলেই তোমার দাস। হে আল্লাহ! তুমি যা দিবে তাতে বাধা দিবার কেউই নেই, তুমি যাতে বাধা দিবে তা দিবারও কেউই নেই এবং কোনো সম্পাদশালীকেই তার সম্পদ তোমার শান্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না; সম্পদও তোমা হতেই প্রাপ্ত।” –(মুসলিম)

### দোয়ার পর ফেরেশতাদের প্রতিযোগীতা হয়

হাদীস : ৮১৬ ॥ হযরত রেফাআ ইবনে রাফে (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। যখন তিনি রুকু হতে মাথা উঠালেন, বললেন, ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’। এ সময় তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি বলল, ‘প্রভু হে! তোমারই প্রশংসা; বহু প্রশংসা, পবিত্র ও স্নরকতময় প্রশংসা।’ তারপর রাসূল (স) নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন এবং বললেন, এখন কে এ সকল শব্দ বলল, তখন সে উত্তর করল, হে আল্লাহর রাসূল (স) আমি। তিনি বললেন, ‘আমি ত্রিশের উপর ফেরেশতাকে দেখেছি, তাঁরা তাক্বাহুড়া করছে কার আগে কে এগুলো লিখবে।’ –(বোখারী)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### রুকু সিজদায় পিঠ সোজা না করলে নামায সঠিক হয় না

হাদীস : ৮১৭ ॥ হযরত আবু মাসউদ আক্কাসী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারও নামায যথেষ্ট হয় না, যে পর্যন্ত না সে রুকু এবং সিজদাতে তার পিঠ স্থিরভাবে সোজা করে। –(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ)

#### রুকুও সিজদায় নির্দিষ্ট দোয়া পড়বে

হাদীস : ৮১৮ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, যখন নাযিল হল ‘ফাসাব্বিহ বিসমি রাব্বিকাল আযীম’ ‘তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।’ তখন রাসূল (স) বললেন, এটাকে তোমাদের রুকুর মধ্যে স্থান দাও। এরূপে যখন নাযিল হল, ‘সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা’ “তোমার উচ্চ মর্যাদাবান রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।” তখন রাসূল (স) বললেন, এটাকে তোমার সিজদার মধ্যে স্থান দাও। –(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) ২১৫-২১৬

#### রুকুতে তিন বার সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম বলতে হয়

হাদীস : ৮১৯ ॥ আওন ইবনে আবদুল্লাহ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রুকু করে এবং রুকুতে তিন বার ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম’ বলে তখন তার রুকু পূর্ণ হয়; আর এটা হল তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। এরূপে যখন সিজদা করে এবং সিজদায় বলে, ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আলা তিন বার, তখন তার সিজদা পূর্ণ হয়, আর এটা হল তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ; আর তিরমিযী বলেন, হাদীসটি মুনকাতে। কেননা ইবনে মাসউদের সাথে আওনের সাক্ষাত হয়নি)

#### সিজদায় ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আলা’ বলতে হয়

হাদীস : ৮২০ ॥ হযরত হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-এর সাথে নামায পড়েছেন। রাসূল (স) রুকুতে ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম’ এবং সিজদায় ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আলা’ বলতেন এবং যখনই তিনি আল্লাহর রহমত সূচক কোনো আয়াতে পৌঁছতেন, তখনই অগ্রসর না হয়ে রহমত প্রার্থনা করতেন। এরূপে যখন তিনি কোন আযাবের আয়াতে পৌঁছতেন, তখনই তিনি পড়া যওকুফ করে আযাব হতে পানাহ চেয়ে প্রার্থনা করতেন। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী। আর নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ এটা ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আলা’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও হাদীসকে হাসান সহীহ বলেছেন।)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) রুকুতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন

হাদীস : ৮২১ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছিলাম, যখন তিনি রুকু করলেন, সূরা বাকার পড়া পরিমাণ দীর্ঘ সময় থামালেন এবং রুকুতে বলতে লাগলেন, ‘ক্ষমতা, রাজ্য, বিরাটত্ব ও মহত্বের অধিকারীর পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি।’ –(নাসাঈ)

#### রুকু সঠিকভাবে না করলে নামায হয় না

হাদীস : ৮২২ ॥ তাবৈঈ সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি,

রাসূল (স)-এর পর আমি ও যুবক অর্থাৎ, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ অপেক্ষা-এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নামায পড়তে আর কাউকেও দেখিনি। ইবনে জুবায়র বলেন, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, আমি তাঁর রুকুয়র অনুমান করেছি দশ তাসবীহ পরিমাণ সময় এবং তাঁর সিজদার অনুমানও দশ তাসবীহ পরিমাণ সময়। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

**রুকু সিজদা ঠিকমত না দিলে নামায আবায় পড়তে হয়**

হাদীস : ৮২৩ ৷ হযরত শকীক (রা) বলেন, হযরত হুযায়ফা এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার রুকু ও সিজদা পূর্ণ করছে না। যখন সে তার নামায শেষ করল, তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি নামায পড়নি। শকীক বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এটাও বলেছিলেন যে, যদি তুমি এ অবস্থায় মর, তাহলে আল্লাহ তায়াল্লা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যে ক্ষেত্রান্তের উপর সৃষ্টি করেছেন তার বাইরে মরবে। -(বোখারী)

**নামায চুরি করা উচিত নয়**

হাদীস : ৮২৪ ৷ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, চুরি করা হিসেবে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ ঐ ব্যক্তি যে তার নামাযে চুরি করে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে নামাযে কিভাবে চুরি করবে? রাসূল (স) বললেন, সে নামাযের রুকু এবং নামাযের সিজদা পূর্ণ করে না। -(আহমদ)

**নামায চুরি করলে গুরুতর অপরাধ হয়**

হাদীস : ৮২৫ ৷ হযরত নোমান ইবনে মুররা (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা শরাবখোর, যেনাকার ও চোরের শাস্তি সম্পর্কে কি ধারণা কর? এটা হল এদের সম্পর্কে শাস্তির বিধান নাযিল হবার আগের কথা। সাহাবীরা উত্তর করলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই এ সম্পর্কে অধিক জানেন। রাসূল (স) বললেন, এগুলি হল জঘন্য অনাচার আর এগুলি সম্পর্কে শাস্তিরও বিধান রয়েছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা জঘন্য চুরি তার চুরি, যে তার নামাযে চুরি করে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, নামাযে কিভাবে চুরি করবে ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, সে নামাযের রুকু ও সিজদা পূর্ণ করে না। -(মালিক ও দারেমী)

## ত্রিশতম অধ্যায় সিজদা ও তার মাহাত্ম্য প্রথম পরিচ্ছেদ

**সিজদায় সাতটি হাড়ের ব্যবহার থাকে**

হাদীস : ৮২৬ ৷ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন সাতটি হাড় দিয়ে সিজদা করি। কপাল, দু হাত, হাঁটু এবং দু পায়ের মাথা এবং কাপড় ও চুল যেন না গোছাই। -(বোখারী ও মুসলিম)

**সিজদায় হাত বিছিয়ে দেয়া নিষেধ**

হাদীস : ৮২৭ ৷ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সিজদা ঠিকমত করবে এবং তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মতো যমিনে হাত বিছিয়ে না দেয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

**সিজদায় উভয় কনুই উঠিয়ে রাখতে হয়**

হাদীস : ৮২৮ ৷ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তুমি সিজদা করবে তোমার উভয় হাতলী যমিনে রাখবে এবং উভয় কনুই উঠিয়ে রাখবে। -(মুসলিম)

**সিজদায় উভয় হাত ও পেট যমিন হতে দুয়ে রাখতে হয়**

হাদীস : ৮২৯ ৷ উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সিজদা করতেন, উভয় হাত যমিন ও পেট হতে পৃথক রাখতেন এমন কি যদি বকরীর বাচ্চা তার হাতের নীচ দিয়ে অতিক্রম করতে চাইত, অতিক্রম করতে পারত। এটা আবু দাউদের শব্দ। যেমন, ইমাম বাগাবী শরহে সুন্নাহয় সনদ সহকারে ব্যক্ত করেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় তার অর্থ রয়েছে, হযরত মায়মুনা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সিজদা করতেন, তখন যদি বকরীর বাচ্চা তাঁর উভয় হাতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে চাইত, অতিক্রম করতে পারত।

**রাসূল (স) সিজদায় হাত পেট হতে আল্লাদা রাখতেন**

হাদীস : ৮৩০ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহায়না (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সিজদা করতেন, হাত পেট হতে আল্লাদা রাখতেন, যাতে তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা পর্যন্ত প্রকাশ পেত। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সিজদায় দোয়া করা যায়

হাদীস : ৮৩১ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) সিজদায় বলতেন, 'হে আল্লাহ! মাফ কর তুমি আমার সব গুনাহ, ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, প্রথমের গুনাহ, শেষের গুনাহ, প্রকাশ গুনাহ ও গুপ্ত গুনাহ।' -(মুসলিম)

### গভীর রাতে রাসূল (স) নামায পড়তেন

হাদীস : ৮৩২ ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূল (স)-কে বিছানায় পেলাম না। তারপর তাকে খুঁজতে লাগলাম, আমার হাত তার পায়ের তলাতে ঠেকল। তখন তিনি মসজিদে নামাযে রত এবং উভয় পায়ের পাতা খাড়া অবস্থায়। তিনি বলছিলেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তোষের আশ্রয়ে তোমার অসন্তোষ হতে, তোমার ক্ষমার আশ্রয়ে তোমার শাস্তি হতে এবং তোমারই আশ্রয়ে তোমার কোপ হতে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! তুমি তোমার যেরূপ প্রশংসা করছ, তোমার সেরূপ প্রশংসা করার সাধ্য আমি রাখি না।" -(মুসলিম)

### সিজদা দিলে প্রভুর নিকটবর্তী হওয়া যায়

হাদীস : ৮৩৩ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সিজদাতেই বান্দা আপন প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তখন খুব বেশি করে দোয়া করবে। -(মুসলিম)

### নামাযে সিজদা করলে শয়তান কাঁদতে থাকে

হাদীস : ৮৩৪ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বনী আদম যখন সিজদার আয়াত পড়ে এবং সিজদা করে, শয়তান তখন কাঁদতে কাঁদতে একদিকে চলে যায় এবং বলে, হায় আমার পোড়া কপাল, বনী আদমকে সিজদার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য রয়েছে দোযখ। -(মুসলিম)

### সিজদা বেশি দিলে বেহেশত লাভ হবে

হাদীস : ৮৩৫ ৷ হযরত রবীয়া ইবনে কাব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে রাতযাপন করতাম। একদিন তাঁর গুয় ও তাঁর এন্তেজার পানি উপস্থিত করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কিছু চাইবার থাকলে চাইতে পার। আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি বেহেশতে আপনার সঙ্গ চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু? আমি বললাম, তাহাও এটাই। রাসূল (স) বললেন, তাহলে বেশি বেশি সিজদা দিয়ে তোমার এ ব্যাপারে আমায় সাহায্য কর। -(মুসলিম)

### আল্লাহকে বেশি বেশি সিজদা করলে বেহেশত অবধারিত

হাদীস : ৮৩৬ ৷ হযরত মাদান ইবনে তালহা বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর আজাদ করা ক্রীতদাস হযরত সওবান (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে বেহেশতে দাখিল করবেন। তিনি চুপ রইলেন। আমি পুন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি চুপ রইলেন, তৃতীয়বার তাঁকে এ প্রশ্ন করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহকে বেশি বেশি সিজদা করতে থাকবে। কেননা, তুমি আল্লাহকে যত সিজদা করতে থাকবে, আল্লাহ যা দিয়ে তোমার মরতবা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তোমার ততটা গুনাহ কমাবেন। মাদান বলেন, তারপর আমি হযরত আবু দারদা সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে এ প্রশ্ন করি। তিনিও আমাকে হযরত সওবান যা বলেছেন তার অনুরূপই বললেন। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### রাসূল (স)-এর নিয়মে সিজদা দিতে হবে

হাদীস : ৮৩৭ ৷ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজরা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি তিনি যখন সিজদা করতেন, হাতের আগে হাঁটু জমিনে রাখতেন এবং যখন উঠতেন তখন হাঁটুর আগে হাত উঠাতেন। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

### সিজদার সময় নিয়ম অনুসারে করতে হয়

হাদীস : ৮৩৮ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদা করে, তখন উটের বসার মতো যেন না বসে; বরং যেন দু হাতকে হাঁটুর আগে যমিনে রাখে। -(আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

আবু সুলায়মান খাতাবী বলেন, এটা অপেক্ষা প্রথমোক্ত ওয়ায়েলের হাদীসটিই অধিক সহীহ। কারও কারও মতে এ হাদীসটি মনসুখ হয়ে গেছে।

### দু সিজদার মধ্যে দোয়া পড়তে হয়

হাদীস : ৮৩৯ ৷ হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) দু সিজদার মধ্য সময়ে বলতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমায় রহম কর, আমায় হেদায়েত কর, আমায় শান্তি ও স্বস্তি দান কর এবং আমায় রিযিক বৃদ্ধি করে দাও।' -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)



### দু সিজদার মাঝে যা বলতে হয়

হাদীস : ৮৪০ ৥ হযরত হযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) দু সিজদার মধ্যখানে বলতেন, 'আল্লাহ, তুমি আমাকে মাফ কর।' - (নাসাঈ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) তিনটি কাজ করতে নিষেধ করতেন

হাদীস : ৮৪১ ৥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) বলেন, রাসূল (স) তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সিজদায় কাকের মতো ঠোকর মারা, হিংস্র প্রাণীর মতো জমিনে হাত বিছিয়ে দেয়া এবং উটের মতো মসজিদের মধ্যে নিজের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে লওয়া হতে। - (আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

#### সিজদায় নিতম্বের উপর বাসা উচিত নয়

হাদীস : ৮৪২ ৥ হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বলেন,, হে আলী! আমি তোমার জন্য ভালবাসি যা আমার জন্য ভালবাসি এবং তোমার জন্য অপছন্দ করি যা আমার জন্য অপছন্দ করি। তুমি দু সিজদার মধ্যখানে হাত খাড়া করে নিতম্বের উপরে বসবে না। - (তিরমিযী) ৫১২০-২৭৬

#### রুকু সিজদায় পিঠ সোজা রাখতে হবে

হাদীস : ৮৪৩ ৥ হযরত তালক ইবনে আলী হানাফী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সে বান্দার নামাযের প্রতি সুনজর করেন না, যে নামাযের রুকু এবং তার সিজদায় পিঠ সোজা রাখে না। - (আহমদ)

#### সিজদার সময় কপালে হাত বন্ধাবর রাখতে হয়

হাদীস : ৮৪৪ ৥ হযরত নাফে হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি কপাল যমিনে রাখে, সে যেন উভয় হাতলীও তথায় রাখে, যথায় কপাল রেখেছে। কেননা, উভয় হাত ও সিজদা করে যেকোন কপাল সিজদা করে। - (মালিক)

## একত্রিশতম অধ্যায়

### তাশাহহুদ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### তাশাহহুদে তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতে হয়

হাদীস : ৮৪৫ ৥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসতেন, বাম হাতকে বাম জ্ঞানুর উপর এবং ডান হাতকে ডান জ্ঞানুর উপর রাখতেন। এ সময় তিনি ডিগ্বাঙ্গের জন্য আঙুল বন্ধ করার মতো আঙুল বন্ধ করতেন এবং তর্জনী (শাহাদাত) দিয়ে ইশারা করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, দু হাত দু জ্ঞানুর উপর রাখতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধার কাছে যে আঙ্গুল রয়েছে, তাকে উঠাতেন এবং তা দিয়ে দোয়া করতেন। আর তাঁর বাম হাত জ্ঞানুর উপর বিছানো থাকত। - (মুসলিম)

#### তাশাহহুদে ডান হাত ডান উরুতে বাম হাত বাম উরুতে রাখবে

হাদীস : ৮৪৬ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বসে তাশাহহুদ পড়তেন, ডান হাতকে ডান উরুর উপর এবং বাম হাতকে বাম উরুর উপর রাখতেন, আর তর্জনী দিয়ে ইশারা করতেন। এ সময় তিনি বৃদ্ধা আঙুলকে মধ্যমা আঙুলের উপর রাখতেন এবং বাম হাতের কর দিয়ে বাম হাঁটুকে জড়িয়ে ধরতেন। - (মুসলিম)

#### নামাযের মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হয়

হাদীস : ৮৪৭ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূল (স)-এর সাথে নামায পড়তাম, বলতাম- 'আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের পূর্বে, জিব্রাইলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, মীকায়িলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং অমূকের অমূকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' একদা রাসূল (স) নামায শেষ করে বললেন, তোমরা 'আল্লাহর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক' বলবে না।' কেননা, আল্লাহ স্বয়ং শান্তিদাতা। যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে বসে তখন সে যেন বলে, 'সমস্ত সম্মান, সমস্ত উপাসনা এবং সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, অনুগ্রহ ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক এবং আমাদের প্রতি আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত

হোক।' যখন সে এরূপ বলবে, আসমান ও জমিনের প্রত্যেক নেক বান্দার প্রতি তা পৌছবে। তারপর সে যেন বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও তার প্রেরিত রাসূল।" তারপর দোয়াসমূহের মধ্যে যে দোয়া সে পছন্দ করে তা করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### নামাযে তাশাহুদ অবশ্যই পড়তে হবে

হাদীস : ৮৪৮ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন যেভাবে তিনি আমাদের কোরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন- "সমস্ত বরকতময় সম্মান, সমস্ত ইবাদত, সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, তাঁর রহমত, বরকত বর্ষিত হোক এবং আমাদের প্রতি ও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও তার প্রেরিত রাসূল। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### তাশাহুদ পড়তে তজ্জীহ ইশারা করতে হয়

হাদীস : ৮৪৯ । হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) রাসূল (স) থেকে তাশাহুদ পড়তেন। তারপর তিনি বাঁ পা বিছিয়ে দিলেন এবং বাঁ হাতকে বাঁ উরুর উপর রাখলেন, এভাবে তিনি ডান কনুইকে ডান উরুর উপর বিছিয়ে রাখলেন। তারপর ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা বন্ধ করলেন এবং একটি বৃত্ত করলেন এবং তজ্জীহ উঠালেন, এ সময় আমি তাকে দেখলাম তিনি তাশাহুদ পড়তে পড়তে তজ্জীহ নাড়তেছেন। -(আবু দাউদ ও দারেমী)

#### রাসূল (স) তজ্জীহ দিয়ে ইশারা করতেন

হাদীস : ৮৫১ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবার (রা) বলেন, রাসূল (স) তজ্জীহ দিয়ে ইশারা করতেন, যখন তাশাহুদ পড়তেন, কিন্তু উহাকে নাড়াতেন না। -(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

কিন্তু দাউদ এটাও বলেছেন যে, এ সময় তার দৃষ্টি তাঁর ইশারার দিক ছেড়ে অন্য দিকে যেত না। **ফাইফ-২৭৭**

#### এক অঙ্গুলী দিয়ে তাশাহুদে ইশারা করতে হয়

হাদীস : ৮৫১ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি দু' অঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করত। একদা রাসূল (স) তাঁকে বললেন, আরে! একটি একটি। -(তিরমিযী ও নাসায়ী আর বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে)

#### নামাযে হাতে ঠেস দিয়ে বসা উচিত নয়

হাদীস : ৮৫২ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযে হাতে ঠেস দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন কেউ যেন হাতে ভর না দেয়, যখন সে নামাযে বসা হতে উঠে। **ফাইফ-২৭৮**

#### নামাযে দু' রাকআতের বৈঠক থেকে দ্রুত উঠতে হয়

হাদীস : ৮৫৩ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রথম দু' রাকআতের পরের বৈঠক হতে এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে যেন তিনি উত্তম পাথরের উপর বসেছেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ **ফাইফ-২৭৯**

#### তাশাহুদ না পড়লে নামায হবে না

হাদীস : ৮৫৪ । হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের 'তাশাহুদ' শিখাতেন যেভাবে তিনি আমাদের কোরআন পাকের কোন সূরা শিখাতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাহায্যে, সমস্ত সম্মান, সমস্ত বন্দেগী, সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী! আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত আপনার প্রতি বর্ষিক হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আপনাদের নেক বান্দাদের উপর। আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। আমি আল্লাহর কাছে বেহেশত প্রার্থনা করছি এবং দোযখ হতে পানাহ চাইতেছি। -(নাসায়ী) **ফাইফ-২৮০**

#### তজ্জীহ দিয়ে ইশারা করার অর্থ শয়তানকে তীর মারা

হাদীস : ৮৫৫ । হযরত নাফে তাবেরী (র.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, উভয় হাত উভয় জ্ঞানুর উপরে রাখতেন এবং শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন। এ সময় তিনি দৃষ্টি অঙ্গুলীর প্রতি নিবদ্ধ রাখতেন। তারপর হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়, এটা শয়তানের উপর লোহার তীর অপেক্ষাও অধিক কঠিন। -(আহমদ) **ফাইফ-২৮২**

## তাশাহুদ আন্তে আন্তে পড়তে হয়

হাদীস : ৮৫৬ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, তাশাহুদ চুপে চুপে পড়াই সুলত।  
-(আবু দাউদ ও তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব)

## বত্রিশতম অধ্যায়

### রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ পাঠের গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ পাঠানোর নিয়ম

হাদীস : ৮৫৭ ॥ হযরত আবু হুমায়দ সায়েদী (রা) বলেন, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি কিরূপে দরুদ পাঠ করব? রাসূল (স) বললেন, তোমরা বল! “হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (স) ও তাঁর বিবিগণ এবং বংশধরগণের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে তুমি রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি এবং তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ (স) ও তার বিবিগণের প্রতি যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। - (বোখারী ও মুসলিম)

#### রাসূল (স)-এর প্রতি একবার দরুদ পাঠে আল্লাহ দশবার রহমত বর্ষণ করেন

হাদীস : ৮৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। -(মুসলিম)

#### রাসূল (স)-এর প্রতি সালাম প্রেরণের নিয়ম

হাদীস : ৮৫৯ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা তাবেরী (র.) বলেন, সাহাবী হযরত কাব ইবনে উজরার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে একটি কথা হাদিয়া দিব না, যা আমি রাসূল (স) হতে শুনেছি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমাকে উহা হাদিয়া দিন। তখন তিনি বললেন, একবার আমরা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম কীভাবে পাঠ করব তা আল্লাহ তায়ালা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। বলুন, আমরা আপনার প্রতি ও আপনার পরিবারের প্রতি ‘সালাম’ কীভাবে পাঠ করব? রাসূল (স) বললেন, তোমরা এরূপ বলবে-

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিজনের প্রতি, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। -(বোখারী ও মুসলিম, কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় দু জায়গায় ‘আলা ইবরাহীম’ শব্দ নেই।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### একবার সালাম পেশ করলে আল্লাহ দশবার পেশ করেন

হাদীস : ৮৬০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। এ ছাড়া তার দশটি গুনাহ মাফ করা হবে এবং দশটি মরতবা বাড়িয়ে দেয়া হবে। -(নাসাঈ)

#### যে বেশি দরুদ পড়বে সে কিয়ামতে রাসূল (স)-এর নিকটবর্তী হবে

হাদীস : ৮৬১ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতে আমার নিকটতম ব্যক্তি সে হবে, যে আমার উপর অধিক দরুদ পাঠ করবে- (তিরমিযী)

#### ফেরেশতাগণ সালাম পৌছিয়ে দেন

হাদীস : ৮৬২ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কতক ফেরেশতা রয়েছে, যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌছিয়ে দেন। -(নাসাঈ ও দারেমী)

#### রাসূল (স)-এর প্রতি সালাম প্রেরণ করলে তিনি শুনতে পান

হাদীস : ৮৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার রুহ আমার প্রতি ফিরিয়ে দিবেন, যাতে আমি তার সালামের জওয়াব দিতে পারি। -(আবু দাউদ ও বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে)

**রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ পাঠানোর নির্দেশ**

হাদীস : ৮৬৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা নিজেদের শরকে কবরস্থান বানাবে না এবং আমার কবরকে উৎসবস্থলে পরিণত করবে না। তোমরা আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে। নিশ্চয় তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌছবে, তোমরা যেখানেই থাক না কেন। -(নাসাই)

**রাসূল (স)-এর নাম বললে দরুদ পড়তে হয়**

হাদীস : ৮৬৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অপমানিত হোক সে, যার কাছে আমার নাম লওয়া হয়, অথচ সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে না, অপমানিত হোক সে, যার কাছে রমযানের মাস এসে শুনাই মাকের পূর্বেই চলে যায় এবং অপমানিত হোক সে, যার কাছে তার মা-বাপ অথবা তাঁদের একজন বার্ষিক্য উপনীত, অথচ তাকে তাঁরা বেহেশতে পৌছায় না। -(তিরমিযী)

**একবার সালাম পাঠালে দশবার রহমত বর্ষিত হবে**

হাদীস : ৮৬৬ । হযরত আবু তালহা আনসারী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন তখন তাঁর মুখমণ্ডলে খুশীর ভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং বললেন, আমার কাছে জিবরাঈল (আ) এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনার রব বলেছেন, এটা কি আপনার সন্তোষ বিধান করবে না যে, আপনার উম্মতের যে কেউ আপনার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, নিশ্চয় আমি তার উপর দশবার রহমত নাযিল করব। একরূপে আমার উম্মতের কেউ আপনার প্রতি একবার সালাম পাঠ করবে, আমি তার প্রতি দশবার শান্তি বর্ষণ করব। -(নাসাই ও দারেমী)

**রাসূল (স)-এর প্রতি কি পরিমাণ দরুদ পাঠাতে হবে**

হাদীস : ৮৬৭ । হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি আপনার উপর বহু দরুদ পাঠ করি, বলুন, উহার কি পরিমাণ আপনার উপর দরুদ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করবে? রাসূল (স) বললেন, যে পরিমাণ তুমি চাও। আমি বললাম, চার ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, তুমি যা চাও, তবে যদি আরও বেশি কর তা তোমার পক্ষে কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তাহলে কি অর্ধেক? রাসূল (স) বললেন, তুমি যা পছন্দ কর, তবে যদি আরও বেশী কর তা তোমার পক্ষে কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তাহলে কি তিন ভাগের দু ভাগ? রাসূল (স) বললেন, যা তুমি পছন্দ কর, তাহলে সম্পূর্ণই আপনার জন্য নির্দিষ্ট করব। রাসূল (স) বললেন, তবে এখন তোমার মকসুদ পূর্ণ হবে এবং তোমার শুনাই মাক করা হবে। -(তিরমিযী)

**দোয়া শীঘ্রস্থিরভাবে করতে হয়**

হাদীস : ৮৬৮ । হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবাইদ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এল এবং নামায পড়ল। তারপর সে বলল, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর। তখন বললেন, হে মুসল্লী! দোয়াতে বড় তাড়াতাড়ি করলে। যখন তুমি নামায পড়বে, তারপর দোয়ার জন্য বসবে, প্রথমে আল্লাহর গুণগান করবে, যার যোগ্য তিনি। তারপর আমার উপর দরুদ পাঠ করবে, তারপর দোয়া করবে। ফাযালাহ বলেন, এরপর আর এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ল। তারপর আল্লাহর গুণগান করল এবং রাসূল (স)-এর উপর দরুদ পাঠ করল। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, হে মুসল্লী! আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা কর, তা কবুল করা হবে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ এবং নাসাই ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)

**দোয়া করার পূর্বে দরুদ পাঠ করতে হয়**

হাদীস : ৮৬৯ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদিন আমি নামায পড়ছিলাম। আর রাসূল (স) সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আবু বকর ও ওমর তাঁর সাথে ছিলেন। আমি যখন বললাম, প্রথমে আল্লাহ তায়ালার গুণগান করলাম। তারপর রাসূল (স)-এর উপর দরুদ পাঠ করলাম। তারপর আমার নিজের জন্য দোয়া করতে লাগলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, প্রার্থনা কর, তোমাকে দেয়া হবে, প্রার্থনা কর তোমাকে দেয়া হবে। -(তিরমিযী)

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ****পূর্ণ দরুদ পড়লে পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়**

হাদীস : ৮৭০ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ মাণে পেতে ভালবাসে, যে যখন আমার উপর আহলে বায়তের উপর দরুদ পাঠ করে, তখন যেন বলে- “হে আল্লাহ! উম্মী নবী মুহাম্মদ, তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁরা মুমিনগণের মাতা, তাঁর বংশধর ও পরিজনবর্গের উপর রহমত নাযিল কর, যেভাবে তুমি ইবরাহীমের পরিজনের উপর রহমত নাযিল করেছ। -(আবু দাউদ) ২৫২০ - ২৮২

### কৃপণ ব্যক্তি রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ পড়েন না

হাদীস : ৮৭১ । হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সকলের অপেক্ষা বড় বখীল সেই, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হয়, অথচ সে আমার উপর দরুদ পাঠ করে না। -(তিরমিযী)

কিন্তু ইমাম আহমদ এটাকে হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ, গরীব।

### রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করলে সে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৮৭২ । হযরত রুওয়াইফে ইবনে সাবেত আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদের উপর দরুদ পাঠ করবে এবং বলবে-‘হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তাকে তুমি তোমার কাছে সম্মানিত স্থান দান কর। তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে যাবে।’ -(আহমদ) গ্রন্থ-২৫০

### রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ পড়লে আল্লাহ রহমত বর্ষিত হয়

হাদীস : ৮৭৩ । হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) শহর হতে বের হয়ে গেলেন। অবশেষে একটি খেজুর বাগানে গিয়ে সিজদায় রত হলেন এবং দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে রইলেন, যাতে আমার ভয় হলো যে, না জানি আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আবদুর রহমান বলেন, অতএব, আমি নিকটে এসে তাকে দেখতে লাগলাম, এসময় তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, কি হে, কেন এসেছ? আমি তাকে এটা বললাম। আবদুর রহমান বলেন, তখন তিনি বললেন, জিবরাঈল (আ) আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে এ সুসংবাদ দিব না যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার ব্যাপারে বলেন, যে আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করবে আমি তার প্রতি রহমত নাযিল করব এবং যে আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি শান্তি বর্ষণ করব। (আহমদ)

### রাসূল (স) দরুদ পাঠ করতে পান

হাদীস : ৮৭৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমার কবরের কাছে এসে আমার উপর দরুদ পাঠ করবে আমি তা সরাসরি শুনব, আর যে দূরে থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করবে তা আমার কাছে পৌছান হবে। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে) জাল-১৮৩

### একবার দরুদ পাঠের প্রতিদান ৭০ বার দরুদ

হাদীস : ৮৭৫ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূল (স)-এর উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ তার উপর ৭০ বার দরুদ পাঠ করবে। -(আহমদ) মুনকার-১৮৪

## তেরিশতম অধ্যায়

### তাশাহুদের মধ্যে দোয়ার শুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### নামায়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়

হাদীস : ৮৭৬ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ শেষ রাকআতের তাশাহুদ হতে অবসর হবে, তখন সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে চার বিষয় হতে, দোযখের শাস্তি হতে, গোর আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে এবং কানা দাজ্জালের মন্দ প্রভাব হতে। -(মুসলিম)

#### নামাযের সালাম ফিরানোর পর দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৮৭৭ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযের মধ্যে দোয়া করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব হতে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কানা দাজ্জালের পরীক্ষা হতে এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাইতেছি গুনাহ ও দেনার বোঝা হতে। এক ব্যক্তি বলে উঠল, আপনি দেনার বোঝা হতে বড় বেশী পানাহ চেয়ে থাকেন। রাসূল (স) বললেন, কেননা কেউ যখন দেনাদার হয় তখন কথা বলে তো মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করে তো তা ভঙ্গ করে।

-(বোখারী ও মুসলিম)



### কবরের আখাব হতে পরিজ্ঞানের দোয়া করবে

হাদীস : ৮৭৮ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাদের এ দোয়া শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তাদের কোরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা বল, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই-দোযখের শাস্তি হতে, তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি হতে, তোমার কাছে আশ্রয় চাইতেছি কানা দাজ্জালের পরীক্ষা হতে এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাইতেছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে। -(মুসলিম)

### আবু বকর (রা)-কে দোয়া শিক্ষা দিলেন

হাদীস : ৮৭৯ । হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে একটি দোয়া শিক্ষা দিন, যা আমি আমার নামাযের মধ্যে করতে পারি। রাসূল (স) বললেন, বল-“হে আল্লাহ! আমি আমার উপর অসংখ্য অন্যায় করেছি এবং তুমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করবার আর কেউ নেই। সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমার গুনাহ ক্ষমা কর এবং আমার দয়া কর। কেননা, তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালব। -(বোখারী ও মুসলিম)

### নামাযে দুদিকেই সালাম ফিরাতে হয়

হাদীস : ৮৮০ । হযরত আমের ইবনে সাদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে ডানদিকে এবং বাঁ দিকে সালাম ফিরাতে দেখেছি এমন কি আমি তাঁর গুণদেশের গুত্রতাও দেখেছি। -(মুসলিম)

### নামায শেষ করে ইমাম পেছনের দিকে মুখ করে বসবে

হাদীস : ৮৮১ । হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন নামায শেষ করতেন, আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন। -(বোখারী)

### রাসূল (স) সালামের পর ডান দিকে ফিরে বসতেন

হাদীস : ৮৮২ । হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) সালামের পর ডান দিকে ফিরে বসতেন। -(মুসলিম)

### নামাযের পর উত্তর দিকে ফিরা যায়

হাদীস : ৮৮৩ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তোমাদের কেউ যেন শয়তানের জন্য নিজের নামাযের কোন অংশ নির্ধারণ না করে এটা মনে করে যে, শুধু ডান দিকে ফিরাই তার জন্য অবধারিত। নিশ্চয় আমি রাসূল (স)-কে বহুবার বাঁ দিকে ফিরাতে দেখেছি। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সাহাবাগণ রাসূল (স)-এর ডান দিকে থাকতে ভালবাসেন

হাদীস : ৮৮৪ । হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূল (স)-এর পেছনে নামায পড়তাম, তখন ভালোবাসতাম তার ডান দিকে থাকতে, যাতে তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসেন। বারা (রা) বলেন, একদিন আমি গুনলাম তিনি বলতেছেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে তোমার আখাব হতে বাঁচাও, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের হাশরে উঠাবে অথবা বললেন একত্রিত করবে। -(মুসলিম)

### মহিলাগণ আহম্মাত থেকে আগে বের হবে

হাদীস : ৮৮৫ । হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় স্ত্রীলোকগণ যখন কবরের সালাম ফিরাতে, তখনই উঠে পড়ত এবং রাসূল (স) তার সাথে যেসকল পুরুষ নামায পড়তেন, তারা কিছু সময় বসে থাকতেন। তারপর যখন রাসূল (স) উঠে দাঁড়াতেন, পুরুষরাও উঠে দাঁড়াতেন। -(বোখারী)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### নামাযে আত্মাহর স্মরণ করতে হয়

হাদীস : ৮৮৬ । হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমার হাত ধরে বললেন, হে মুআয! আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিও আপনাকে ভালবাসি। রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এ কথাগুলি বলতে ছাড়বে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ করতে, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং তোমার এবাদত উত্তমরূপে সম্পাদন করতে সাহায্য কর। -(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাই)

**রাসূল (স)-এর আদর্শ সর্বাপেক্ষা উত্তম**

হাদীস : ৮৮৭ ৷ জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর নামাযে আন্তাহিয়াতুর পড়ার পর বলতেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম কথা আল্লাহর কথা এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ। -(নাসাই)

**নামাযে ডানে বাঁয়ে সালাম ফিরাতে হবে**

হাদীস : ৮৮৮ ৷ আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযের মধ্যে এক সালাম ফিরাতেন সামনের দিকে, তারপর ডানদিকে সামান্য ঘুড়তেন। -(তিরমিযী)

**রাসূল (স) সালামের নির্দেশ দিয়েছেন**

হাদীস : ৮৮৯ ৷ সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের ইমামের সালামের উত্তর দিতে এবং একে অন্যকে ভালবাসতে ও সালাম দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। -(আবু দাউদ) ১২২০-১৮৭

**ষাড়্‌ ছুরিয়ে সালাম ফিরাতে হয়**

হাদীস : ৮৯০ ৷ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রথমে ডান দিকে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' যার ফলে তার ডান গুদদেশের গুত্রতা দেখা যেত। অনুরূপভাবে বাঁ দিকে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ', যার ফলে তাঁর বাঁ গুদদেশের গুত্রতা দেখা যেত। -(আবু দাউদ, নাসাই ও তিরমিযী)

**নামায শেষে বাঁ দিক দিয়ে বের হতে হয়**

হাদীস : ৮৯১ ৷ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর নামায শেষে বাইরে বেরবার অধিকাংশ সময় বাঁ দিক দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতেন। -(শরহে সুন্নাহ)

**ফরয নামায পড়ার পর সরে দাঁড়াতে হয়**

হাদীস : ৮৯২ ৷ আতায়ে খোরাসানী হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মুগীরা বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইমাম যে জায়গায় ফরয নামায পড়েছেন, সে জায়গায় যেন অন্য কেউ নামায না পড়ে, যতক্ষণ না সরে দাঁড়ায়। (আবু দাউদ। কিন্তু বলেছেন, মুগীরা (রা)-এর সাথে আতার সাক্ষাৎ হয়নি।

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ****নামাযের জন্য উৎসাহ দান**

হাদীস : ৮৯৩ ৷ আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁদের নামাযের প্রতি উৎসাহ দান করেছেন এবং নামায থেকে তাঁর বাইরে যাবার আগে তাদের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ)

**নামাযে দোয়া-দরুদ পড়তে হয়**

হাদীস : ৮৯৪ ৷ শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর নামাযের মধ্যে একরূপ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, কাজে স্থায়িত্ব ও সং পথের দৃঢ়তা। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তোমার এবাদত উত্তমরূপে করার শক্তি। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি সরল অন্তর ও সত্য বাক। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যা তুমি ভাল বলে জান এবং আমি তোমার কাছে উহা হতে পানাহ চাই, যা তুমি মন্দ বলে জান। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আমার সেসকল অপরাধের জন্য, যা তুমি অবগত আছ। -(নাসায়ী, আহমদ ও এটার অনুরূপ) ১২২০-১৮৬

গ্রন্থটি সম্পর্কে তথ্য

১. পুরো বইটি নেয়া হয়েছে সোলেমানিয়া বুক হাউস পাবলিকেশন্স থেকে।
২. আরবী ইবারত নেই শুধুমাত্র বাংলা বিদ্যমান
৩. অনবাদ ও টীকা অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৪. হাদীসগুলো তাহক্বীক শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) রচিত তাহক্বীক মিশকাত থেকে নেয়া হয়েছে।
৫. মুযাফফর বিন মুহসিন রচিত মিশকাতে যইফ ও জাল হাদীস এর ১ম ও ২য় খন্ড থেকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী কলম দিয়ে লেখা হয়েছে
৬. বিস্তারিত তাহক্বীক এর জন্য তাহক্বীক মিশকাত পড়ার অনুরোধ রইলো
৭. হাদীসের পরিচ্ছেদ গুলোর নামকরণ অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৮. কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাদীস মিসিং রয়েছে সেগুলো পরবর্তীতে সাজিয়ে সংযোজন করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ
৯. বইটি পছন্দ হলে বাজার থেকে অবশ্যই কিনবেন। বইটির দাম সুলভ কোন প্রকাশক বা লেখকের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।
১০. যে কোন প্রকার পরামর্শ, সমালোচনা ও মন্তব্যের জন্য আমাদের ফেসবুকে পেজ এ লিখুন অথবা মেইল করুন এই ঠিকানা।

Mail : [pureislam4u@gmail.com](mailto:pureislam4u@gmail.com)

Facebook Page: [www.facebook.com/WaytoJannahCom](http://www.facebook.com/WaytoJannahCom)

